

थिवित मि कलग



PRATIBADI KALAM ● Daily ● 13th Year, 22 Issue ● 22 January, 2022, Saturday ● ৮ মাঘ, ১৪২৮, শনিবার ● আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা ● ৮ পৃষ্ঠা ● ৫ টাকা ● R.N.I. No. TRIBEN/2010/33397

২১ দিনে ১১৯টি নাগরিক-অভিযোগ

১৩ মাসে সমাধান ৫৮টি'র

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, সম্পূর্ণভাবে এনআইসি দ্বারা নির্মিত আগরতলা, ২১ জানুয়ারি।। সবে শুরুর তিন সপ্তাহ অতিক্রান্ত হওয়ার মধ্যেই রাজ্যের জেনারেল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন দফতরে ১১৯টি 'নালিশ' জমা পড়ে গেছে। রাজ্যে

একটি ডিজিটাল মাধ্যম। এই মাত্র নতুন বছর শুরু হলো। বছর মাধ্যমে গত ২১ দিনে ১১৯টি 'গ্রিভিয়েন্স' জমা পড়েছে। অর্থাৎ প্রতিদিন গড়ে প্রায় ৫টিরও বেশি করে অভিযোগ জমা পড়েছে। এবছর সে ইস্যুতে আরও প্রায় ১১ সেন্ট্রালাইজড পাবলিক গ্রিভিয়েন্স মাস বাকি। সামনের বছর রাজ্যে



রিড্রেস এন্ড মনিটরিং সিস্টেম তথা সিপিগ্রামস চালু রয়েছে। সরকারের এই সুনির্দিষ্ট মাধ্যমটিতে গিয়ে যে কেউ নিজেদের সরকারি দফতর সংক্রান্ত নানা অভিযোগ জানাতে পারেন। অনলাইনে সরকারের নানা কর্মকাণ্ড এবং দাফতরিক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে অভিযোগ জানানোর এই পস্থাটি সম্প্রতি বেশ চালু রয়েছে। সিপিগ্রামস

নিজের

বুকে গুলি!

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,

আগরতলা, ২১ জানুয়ারি।।

শালবাগানের সিআরপিএফ ক্যাম্প

থেকে গুলিবিদ্ধ এক জওয়ানকে

রাত নয়টায় জিবিপি হাসপাতালে

নিয়ে আসা হয়েছে। সিআরপিএফ

দাবি করেছে, জওয়ান নিজেই

নিজের বুকে গুলি চালিয়েছেন।

বিহারের অমিত ঠাকুর (৩০)

শালবাগানে ১২৪ সিআরপিএফ

ব্যাটেলিয়নে পোস্টেড। তার

সঙ্গীদের দাবি, ফোনে স্ত্রী'র সাথে

মনোমালিন্য হয়েছে, তারপরেই

বুকে গুলি চালিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা

করেছেন অমিত। জিবি পুলিশ

ফাঁড়ির কর্মীরা খবর পেয়ে

হাসপাতালে গেলে সিআরপিএফ

কর্মীরা পুলিশকে ছবি তুলতে বাধা

দেয়। যা ছবি তোলা হয়েছিল, তা

মুছতে বাধ্য করে। পুলিশকে

সহযোগিতা না করার অভিযোগ

তাদের বিরুদ্ধে। পুলিশ যেমন

এখন শাসক রাজনৈতিক দাদাদের

নির্দেশ ছাড়া কিছু করে না, তেমনি

সিআরপিএফ'র মত দাদাদের

সামনে গুটিয়ে যায়।

বিধানসভা নির্বাচন। একথা নিঃ সন্দেহে বলা যায়, আগামী নির্বাচন আসার আগে সিপিগ্রামস মাধ্যমটি বহুলভাবে ব্যবহার করবেন রাজ্যের বিভিন্ন পেশার নাগরিকরাই। সিপিগ্রামসে গত ২১ দিনে ১১৯টি অভিযোগ জমা পড়লেও তার সরকারিভাবে 'ডিসপোজেল' করা হয়েছে, সেই নিয়ে কোনও তথ্য উক্ত মাধ্যমটিতে না।

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,

পরিস্থিতি যেদিকে দাঁড়িয়েছে

রাজ্যের প্রায় সবক'টি গ্রাম পঞ্চায়েত

এবং ভিলেজ কমিটিতে যদি

সোশ্যাল অডিট করানো যায়

তাহলে রেগায় সবক'টিতেই

কেলেঙ্কারির চিত্র উঠে আসবে।

রাজ্য সরকার যখন বগল বাজিয়ে

হলফ করেই বলে থাকে, জাতীয়

গ্রামীণ কর্মসংস্থানে দেশের অন্যান্য

রাজ্যকে পেছনে ফেলে ত্রিপুরা

এগিয়ে যাচ্ছে, তখন পঞ্চায়েতে

পঞ্চায়েতে কেলেঙ্কারির যে চিত্র

তলে ধরছে প্রতিবাদী কলম এই

খবরের প্রতিবাদ করার মতো

হিম্মতও দফতরের থাকছে না।

একদিকে সরকার দাবি করছে

সম্পূর্ণ স্বচ্ছতার সঙ্গে পরিচালিত

হচ্ছে প্রশাসন। কেলেক্ষারির

ছিটেফোঁটা পর্যস্ত স্থান পাচ্ছে না

এই সরকারের কোনও দফতরে।

কিন্তু সোশ্যাল অডিটের রিপোর্ট

তুলে ধরে প্রতিবাদী কলম রেগায়

যে মহাকেলেঙ্কারির চিত্র তুলে

ধরছে প্রতিদিন, গ্রামোন্নয়ন দফতর

একটি খবরেরও প্রতিবাদ না

জানিয়ে বরং প্রকারান্তরে খবরকে

স্বীকার করে নিয়েছে। একদিকে

বলছে কেলেঙ্কারি নেই, আরেক

দিকে কেলেঙ্কারি স্বীকার করছে।

যায়, গত বছর এবং এ বছর মিলিয়ে যতগুলো অভিযোগ জমা পড়েছে, তার মধ্যে ৫৮টির সমাধান করতে পেরেছে রাজ্য সরকার। দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব-এর ছবি সহ অশোক স্তম্ভের চিহ্ন ব্যবহারে সিপিগ্রামসের ডিজিটাল পাতাটিকে সাজানো হয়েছে। তাতেই এই তথ্য দেওয়া আছে যে, গত ২১ দিনে সরকারের কাছে ১১৯টি অভিযোগ দাখিল হয়েছে। অভিযোগগুলো কি বা সরকারি কোন্ দফতরের কর্মীরা, বা কোন্ অংশের নাগরিকরা অভিযোগ করেছেন তা বোঝার কোনও উপায় উক্ত মাধ্যমটিতে নেই। সিপিগ্রামসের সরকারি পাতাটিতে স্পষ্ট বলা আছে. রাজ্যের কোনও নাগরিক কোর্টে মামলা চলছে এমন কোনও ঘটনা

নিয়ে সিপিগ্রামসের দ্বারস্থ হতে

পারবেন না। শুধু তাই নয়,

আরটিআই, ব্যক্তিগত কিংবা

পারিবারিক বিষয় সহ দেশ বা

রাজ্যের সংহতিকে প্রশ্নচিহ্নের মুখে

ঠেলে দেয়, এমন কোনও বিষয়

অভিযোগের আওতায় গ্রাহ্য হবে

রেগা কেলেঙ্কারিতে নতুন

আগরতলা, ২১ জানুয়ারি।। ভিলেজ কমিটি এর অংশীদার। আসে। নলছড় ব্লুকে ৩ লক্ষ ১৮

অথচ দ্বিচারিতার নীতি নিয়ে চলছে

সরকার।এবার রেগায় কেলেঙ্কারির

মোহনভোগ রক থেকে।

সিপাহিজলা জেলার নলছড এবং

রীতিমতো রোমহর্ষক। জানা গেছে,

২০১৮-১৯ অর্থ বছরে নলছড়ের

২৫টি গ্রাম পঞ্চায়েত এবং

মোহনভোগের ১৩টি গ্রাম

পঞ্চায়েতের সোশ্যাল অডিট সম্পন্ন

হয়েছে। দু'টি ব্লকেরই সবক'টি

পঞ্চায়েত সোশ্যাল অডিট সম্পন্ন

হওয়ার পর দেখা গেছে নলছড় ব্লকে

মোট ৩ কোটি ৮২ লক্ষ ৫৮ হাজার

৮৮৮ টাকার বিচ্যুতি সামনে

এসেছে। আর মোহনভোগ ব্লকে

মোট ৪৮ লক্ষ ৮১ হাজার ৮৬৬

টাকার বিচ্যুতি এবং অর্থ

আত্মসাতের ঘটনা সোশ্যাল অডিটে

ধরা পড়ে যায়।শুধু ২০১৮-১৯ অর্থ

বছরেই নয়, ২০১৯-২০ অর্থ বছরে

নলছড়ের ২৫টি গ্রাম পঞ্চায়েতের

মধ্যে ১৭টি গ্রাম পঞ্চায়েতে

সোশ্যাল অডিট হয়েছে।

মোহনভোগ ব্লকের ১৩টি গ্রাম

পঞ্চায়েতের সবক'টিতেই সোশ্যাল

অডিট হয়। এতে মোহনভোগে ৫৫

এরপর দুইয়ের পাতায়

রাজ্যের প্রায় সবকটি পঞ্চায়েত ও আত্মসাতের ঘটনা সামনে চলে

চিত্র উঠে এসেছে নলছড় এবং নলছড় ব্লুকের ২৫টি গ্রাম

মোহনভোগ ব্লকে রেগায় যে ২ হাজার ৬০৯ টাকা আত্মসাতের

আর্থিক বিচ্যুতি সামনে এসেছে তা ঘটনা ধরা পড়ে সোশ্যাল অডিটে।

হাজার ৯৯৩ টাকা আত্মসাৎ ধরা

পড়ে। ২০২০-২১ অর্থ বছরে

পঞ্চায়েতের মধ্যে ২৪টিতে

সোশ্যাল অডিট হয়। এতে ৬ লক্ষ

ওঠ বছরেই মোহনভোগ রকের

১৩টি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে

১২টিতে সোশ্যাল অডিট করার পর

১১ লক্ষ ১৪ হাজার ৫৮৫ টাকার

বিচ্যুতি ধরা পড়ে। ২০২১-২২ অর্থ

বছরে মোহনভোগ ব্লকের ১৩টি

পঞ্চায়েতের মধ্যে ৭টি পঞ্চায়েতে

সোশ্যাল অডিট করার পর ২৩

হাজার ৪১৫ টাকার বিচ্যুতি সামনে

আসে। এ বছর অবশ্য নলছড় ব্লকে

কোনওরকম আর্থিক বিচ্যুতি ধরা

পড়েনি। কিন্তু যেভাবে রাজ্যের

বিভিন্ন ব্লকে শুধুমাত্র রেগায় অর্থ

আত্মসাতের ঘটনা ঘটেছে রাজ্য

সরকার ঠিক কি কারণে এর তদন্তে

আগ্রহ দেখাচ্ছে না এবং বিষয়টিকে

গুরুতর বলে মানতে চাইছে না, তা

নিয়েই প্রশ্ন উঠছে। সাধারণ

মানুষের অভিযোগ, এই

কেলেঙ্কারির সঙ্গে দফতরের উপর

যুক্ত থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। নইলে

তারা এ নিয়ে তদন্তে আগ্রহ

সেখানে কোনও বিধিনিষেধ না

রেখে ভিড় সামলানোর দিকে

দেখাচ্ছে না কেন?

রাজ্যে তামাক নিয়ে গিমিক

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি. আগরতলা, ২১ জানুয়ারি।। ত্রিপুরার পূর্ণরাজ্য হওয়ার ৫০ বছর পূর্তিতে বড় কোনও প্রকল্পের ঘোষণা নেই, গিমিক আছে। "রাজ্যের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও অফিসগুলিকে তামাক মুক্ত প্রতিষ্ঠান হিসেবে ঘোষণা করা হলো", ঘোষণা দিয়েছে সরকার। বলা হয়েছে, ''আজ ত্রিপুরার পূর্ণরাজ্য দিবস।রাজ্যের এই বিশেষ দিনটিতে রাজ্য সরকার রাজ্যের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও অফিসগুলিকে তামাকমুক্ত প্রতিষ্ঠান হিসেবে ঘোষণা করেছে। "শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তামাক যে নিষিদ্ধ তা নতুন কিছু নয়, অনেক আগেই তা ঘোষিত হয়েছে। শুধ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নয়, যেকোনও সরকারি অফিস এবং যেকোনও পাবলিক প্লেসেই তামাক ব্যবহার নিষিদ্ধ। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কিংবা হাসপাতালের আশেপাশে তামাক বিক্রি করাও আইনত নিষিদ্ধ। সরকার আবার এইসবই ঘোষণা করেছে, এ নিতান্তই চমক। সরকার বলেছে, ত্রিপুরা রাজ্যকে তামাক মুক্ত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, এটাও আরেক গিমিক। ● এরপর দুইয়ের পাতায়

রে নয়া

প্রেস রিলিজ, আগরতলা, ২১ **জানয়ারি** ।। ত্রিপুরা পূর্ণরাজ্য প্রাপ্তির ৫০তম বর্ষ আজ রাজ্যব্যাপী যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করা হয়েছে। রাজ্যের মূল অনুষ্ঠানটি রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের ১নং প্রেক্ষাগ্যহে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ত্রিপুরা পূর্ণরাজ্য দিবসের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে এক ভিডিও বার্তায় রাজ্যবাসীকে শুভেচ্ছা জানান। অনুষ্ঠানে ভিডিও কনফারেন্সে দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং কেন্দ্রীয় যোগাযোগ মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী দেবসিন চৌহান উপস্থিত ছিলেন। রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে আয়োজিত ত্রিপুরা পূর্ণরাজ্য প্রাপ্তির ৫০তম বর্ষপূর্তির মূল অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। উপস্থিত ছিলেন উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী যীষু দেববৰ্মা-সহ রাজ্য মন্ত্রিসভার অন্যান্য সদস্যগণ, মুখ্যসচিব কুমার অলক। অনুষ্ঠানে ত্রিপুরা পূর্ণরাজ্য প্রাপ্তির ৫০ বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে 'লক্ষ্য-২০৪৭' ও ডাক টিকিটের আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। 'ইন্ডিয়ান পারফিউম'- আগর উডের লোগো প্রকাশ করেন কেন্দ্রীয় যোগাযোগ মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী দেবুসিন চৌহান। তাছাড়াও পূর্ণরাজ্য দিবস উপলক্ষে এই

অনুষ্ঠানে পূর্ণরাজ্য দিবস সম্মাননা উত্তর পূর্বাঞ্চলের অস্টলক্ষ্মীকে ২০২২ ও চিফ মিনিস্টার্স সিভিল সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে



প্রধানমন্ত্রীর সুযোগ্য নেতৃত্বে সমগ্র দেশ আত্মনির্ভর ভারত ও স্বনির্ভরতা এই দুই মন্ত্রকে সামনে রেখে এগিয়ে যাচ্ছে। তার সাথে উন্নয়নের প্রশ্নে একদা উপেক্ষিত ভারতের

সঞ্চারিত হয়েছে। তিনি বলেন, ভাবি প্রজন্মের সামনে একটি স্পষ্ট ভবিষ্যৎ রূপরেখা তুলে ধরতে অগ্রণী ভূমিকা নেবে আগামী ২৫ বছরের পরিকল্পনা। আগামী ২৫

হবে, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ'র হাত ধরে তা জনগণের সামনে উন্মোচিত হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এই ভবিষ্যৎ রূপরেখা যুবকদের রোজগারের নয়া দিশা দেখাবে। ২০১৪ থেকে প্রধানমন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর আন্তরিক দৃষ্টিভঙ্গির ফলশ্রুতিতে উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলি নিউ ইঞ্জিন' রূপে মূল উন্নয়নের স্রোতের সাথে সম্পক্ত হয়েছে। অতি সম্প্রতি অত্যাধুনিক মানের বিমানবন্দর চালু হয়েছে রাজ্যে। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, আত্মনির্ভর মহিলারাই আত্মনির্ভর রাজ্য নির্মাণ করতে পারেন। অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে মহিলা ক্ষমতায়ন ও স্বশক্তিকরণ ও রোজগার সূজনের লক্ষ্যে গুচ্ছ পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হচ্ছে রাজ্যে। আগে রাজ্যে স্বসহায়ক দলের সংখ্যা ছিলো ৪ হাজার। এই স্বসহায়ক দল নির্ভর অর্থনীতি ছিলো প্রায় ১০০ কোটি টাকার। কিন্তু বর্তমান কোভিড পরিস্থিতির পরেও প্রায় ২৬ হাজার স্বসহায়ক দল গঠিত হয়েছে। এরসাথে প্রায় পৌনে তিন লক্ষ গ্রামীণ এলাকার মহিলারা যুক্ত রয়েছেন। এই স্বসহায়ক দল নির্ভর ১ হাজার কোটি অর্থনীতি তৈরি হয়েছে। মহিলা ক্ষমতায়নের ফলশ্রুতিতে ৫০০ মহিলা কনস্টেবল • এরপর দুইয়ের পাতায়

সমূদ্ধশালী রাজ্য হিসেবে গড়ে তুলতে বিকাশমূলক কর্মকান্ডে গতি

আত্মনির্ভর করার দিশায় কাজ

চলছে। পাশাপাশি ত্রিপুরাকেও

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি. আগরতলা, ২১ জানয়ারি।। ভোট এলেই প্রায় প্রতিটি রাজনৈতিক দল সততার একমেবদ্বিতীয়ম হয়ে উঠে, ভোট এলেই একেকটি রাজনৈতিক দল অপর রাজনৈতিক দলের কেলেস্থারি নিয়ে কথা বলে. মতায় এলে পূর্ণাঙ্গ তদন্ত শেষে অপরাধীদের শাস্তি প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকে। আর ক্ষমতায় আসার পর ভোটের আগে দেওয়া প্রতিশ্রুতি ভুলে গিয়ে সেই দলটি জড়িয়ে পড়ে নয়া কেলেঙ্কারিতে। এটাই যেন ভোট রাজনীতির আর রাজনৈতিক দলগুলোর ক্ষমতা দখলের পরস্পরা। এক্ষেত্রে ডান-বাম, পূর্ব-পশ্চিম- উত্তর-দক্ষিণ প্রায় সব রাজনৈতিক দলেরই যেন একই অবস্থা। রাজ্যে প্রথমবারের মতো ক্ষমতায় এসে বিজেপিও এর ব্যতিক্রম হতে পারেনি। বরং দু'কাঠি এগিয়েছে — এমন অভিযোগ করছেন এখন সাধারণ মানুষই। তাদের বক্তব্য, ২০১৮ সালের বিধানসভা ভোটের আগে বিজেপির প্রতিশ্রুতি ছিলো চিটফান্ড কাণ্ডে যারা যুক্ত, যারা মানুষের টাকা হাপিস করেছে তাদের বিরুদ্ধে তদস্ত করে কেলেঞ্চরিতে

ভোটের ইস্যু প্রতিশ্রুতি খেলাপ

এরপর দুইয়ের পাতায়

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, প্রস্তুতিও শুরু করে। কিন্তু সাডে আমবাসা, ২১ জানুয়ারি ।। তৃণমূল সাতটা নাগাদ এদের একজন কংগ্রেসের দলীয় পতাকা সমেত এক তৃণমূল কংগ্রেসের পতাকা বের করে যুবতি ও তিন অপরিচিত মন্দিরে লাগাতে শুরু করলে খবর সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে আটক করে যায় স্থানীয় যুব মোর্চার নেতাদের পুলিশের হাতে তুলে দিল শাসক কাছে। তৎক্ষণাৎ ১৫ - ২০ জন যুব দলের যুব কর্মীরা। চাঞ্চল্যকর এই মোর্চার নেতা কর্মী এসে এদের ঘটনা শুক্রবার সন্ধ্যা রাতে সালেমা আটক করে নিয়ে যায় শান্তিরবাজার থানাধীন শান্তিরবাজার এলাকায়।



নেতাদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরে স্থানীয় বাসিন্দাদের বক্তব্য অনুসারে জানা যায় , শান্তিরবাজারের আভাঙ্গা পাওয়া যায় বেশ অসঙ্গতি। এরা বৃহস্পতিবারই আভাঙ্গায় এসেছে এলাকায় একটি ছোট মহাদেব মন্দির রয়েছে। শুক্রবার সন্ধ্যায় ঐ বলে জানালেও কোথায় বা কার মন্দিরে এসে ঘাঁটি গাড়ে তিন বাড়িতে থেকেছে সেই প্রশ্নে মুখ খুলেনি। একমাত্র যুবতিটি তার নাম অপরিচিত ব্যক্তি। যাদের একজন যুবতি,একজন যুবক এবং তৃতীয়জন অনামিকা দাস বলে জানালেও মধ্যবয়সী প্রৌঢ়। স্থানীয় দুই-এক বাকি দু'জন তাদের নাম বলেনি। জনের প্রশ্নের উত্তরে এরা জানায় তবে কথাবার্তায় এটা পরিস্কার যে এরা পশ্চিমবঙ্গেরই বাসিন্দা। পশ্চিমবঙ্গ থেকে এসেছে এবং এরা মন্দিরে পূজা দেবে। যার মন্দিরে 🌘 এরপর দুইয়ের পাতায়



বেসরকারি চিকিৎসাধীন অবস্থায় শুক্রবার অপরাক্তে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে উনার বয়স হয়েছিল ৫৫ বছর। জনপ্রিয় ডাঃ ত্রিপুরার আরেকটি পরিচয় হল তিনি ধলাই জেলার শাসকদল তথা বিজেপির জনজাতি মহিলা মুখ তথা জেলা কমিটির সম্পাদিকা শচী রানি ত্রিপুরার স্বামী। ছামনু'র পাহাড়ি জনপদে জন্মগ্রহণ করা ডাঃ ত্রিপুরা উনার কর্মজীবনের অধিকাংশ সময়ই কাটিয়েছেন পিছিয়ে থাকা তথা পৰ্বত সঙ্কুল নিজ মহকুমা লংতরাইভ্যালিতে। ছৈলেংটা হাসপাতালের এমওআইসি হিসাবে

চলে গেলেন গরিবের ডাক্তার

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আমবাসা, ২১ জানুয়ারি ।। বড্ড অসময়ে চলে গেলেন লংতরাইভ্যালি মহকু মার সর্বজনপ্রিয়, পরোপকারী এবং কর্মতৎপর চিকিৎসক ডা: নরেশ



ত্রিপুরা। লিভার সিরোসিস নামক দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হয়ে আগরতলার আইএলএস নামক হাসপাতালে চিকিৎসক হওয়ার পাশাপাশি প্রয়াত দায়িত্ব 🔹 এরপর দুইয়ের পাতায়

ভড দেখাচ্ছে অ

হাজার মামলার নিষ্পত্তির জন্য

শারীরিক দূরত্ব বজায় রেখে

মানুষকে জায়গা দেওয়ার জায়গা

আছে কিনা, সরকার সেটা যাচাই

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, ২১ সব কাউন্টারে লোক দিলে এক **জানুয়ারি।।** খোলা আছে শপিংমল, লাইনে মানুষ কম হতে পারে, অথবা খোলা আছে মদের দোকান, আর সরকারি অফিস, যেখানে নাগরিকত্বের প্রমাণ থেকে শুরু করে খয়রাতির সাহায্য দেওয়া হয়, সেসব গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় কর্মচারীর উপস্থিতি পঞ্চাশ শতাংশ করা হয়েছে। আবার রাজ্য সরকারের এমন অফিসও আছে, যেখানে খুব কম মানুষই যান, কিন্তু পোস্ট অফিস, ব্যাঙ্ক, এরকম অফিসে পঞ্চাশ শতাংশ কর্মচারীর উপস্থিতির যেমন কোনও বালাই নেই, তেমনি বালাই নেই ভিড় নিয়ন্ত্রণের। ব্যাঙ্ক, পোস্ট অফিসে মানুষের টাকাপয়সার দরকারে যেতেই হয়, অথচ কোভিডকালের দুই বছর হয়ে গেলেও ভিড় যেন না হয়, তার কোনও ব্যবস্থাই নেওয়া হয়নি। ধরা যাক, আগরতলার হেড পোস্ট অফিস।কাউন্টার খালি পড়ে থাকে,

এই অফিসেই যত জায়গা খালি পড়ে আছে বিভিন্ন তলায় সেগুলিও ব্যবহার করা হচ্ছে না। সরকারের করে বৃহত্তর কোনও জায়গায় এই

গ্রামীণ শ্রমিকের অর্থ আত্মসাতে লক্ষ ১৯ হাজার ৮০৮ টাকা

সেদিকে কোনও খেয়াল নেই। এসবের মধ্যেই হাজার হাজার মামলা নিষ্পত্তির জন্য মহা লোকআদালতের আয়োজন করা হচ্ছে, আদালত চত্বরে এত হাজার হচেছ। শপিংমল খোলা রেখে,

বিজ্ঞাপনে বিজ্ঞান্ত না-হয়ে 'পারুল' নামের পাশে 'প্রকাশনী' দেখে পারুল প্রকাশনী-র বই কিনুন লোকআদালতের কাজ নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করেছে বলে জানা যায়নি। অনলাইনেও আদালতের কাজ কোভিড সময়ে হয়েছে, খেয়ালই রাখা হয়নি। অথচ রাত আটটা থেকে কারফিউ দেওয়ায় রাস্তার ধারে বসা ছোট ছোট সবজি রিকশাওয়ালা, ব্যবসায়ী, টমটমওয়ালা, ফেরিওয়ালা পড়েছেন সমস্যায়। তাদের বাড়ি ফিরে যেতে হচ্ছে সন্ধ্যাতেই। রাত আটটার আগে বাড়ি ফিরতে হলে বাড়ির পথ ধরতে হয় আরও অনেক আগেই। অথচ রাজনৈতিক মিটিং, হলঘরে সভা, কোনও কিছুই থেমে নেই। একাংশ স্বার্থান্বেষী আমলা আধিকারিকের হুকায় তামাক খেয়ে করোনার তৃতীয় ঢেউ সামাল দিতে গিয়ে রীতিমতো ল্যাজেগোবরে অবস্থা রাজ্য সরকারের। শুধু সরকার নয়, অসাধু এসমস্ত আমলাদের ক্রটিপূর্ণ পরিকল্পনা আর অবাস্তব পদক্ষেপের ফলে রাজ্যের পাহাড় সমতল সর্বত্রই আমজনতাও চরম

দুর্ভোগে কার্যত দিশেহারা অবস্থা বিশেষ করে দিন আনি দিন খাই -এই অংশের পরিবারগুলো তৃতীয় করোনাকালে চরম সংকটের মধ্যে পড়েছে। কিন্তু ব্যাপক সংখ্যক এই অংশের বিপন্ন পরিবারগুলো কিভাবে সংকটের এসময়ে বেঁচে থাকবে সরকারের তরফে তার ন্যুনতম কোন পরিকল্পনা রয়েছে বলে রাজ্যবাসীর জানা নেই। রাজ্য সরকার নৈশকালীন কারফিউ বলবৎ করেই কার্যত দায়িত্ব খালাস করছে। যা করোনা সংক্রমণ ঠেকাতে কতটুকু কার্যকর তা নিয়ে বিভিন্ন মহল থেকেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। বিভিন্ন সংগঠন ও জনগোষ্ঠী ইতিমধ্যেই সরকারের এধরণের আচরণে ক্ষুব্ধ এবং বিরক্তও বটে। একাংশ গণতান্ত্রিক নাগরিক সমাজ করোনা সংক্রমণ ঠেকাতে সরকারের এধরণের কারফিউ 🌘 এরপর দুইয়ের পাতায়

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, **আগরতলা, ২১ জানুয়ারি।।** এবার মেয়র ইন কাউন্সিল নেমেছেন জমি দখলে। পুর নিগমের ১১ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলার তথা মেয়র ইন কাউন্সিল হীরালাল দেবনাথের বিরুদ্ধে এমন গুরুতর অভিযোগ উঠছে অভয়নগরে। অভয়নগর, সার্কিট হাউস, জগৎপুর এবং জিবি এলাকায় সজ্জন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হীরালালবাবু। সে জন্য এলাকার মানুষেরা তাকে শ্রদ্ধাও করেন। কিন্তু এবার তার কার্যকলাপ দেখে স্থানীয় মানুষেরা বুঝতে পারছেন না হীরালালবাবুর কোন্টা মুখ আর কোন্টা মুখোশ। কারণ, উজান অভয়নগরের ৪ নং গলির পাশে প্রয়াত যোগেন্দ্র দেব'র

একতলা বাড়ি হীরালালবাবু তার হয়েছেন। তাদের একজন সন্তান মেয়ের জন্য দখল করে নিতে রয়েছে। কিন্তু পুরনিগমের মেয়র



যোগেন্দ্রবাবু এবং তার স্ত্রী প্রয়াত করেছেন, ● এরপর দুইয়ের পাতায়

চাইছেন বলে স্থানীয় সূত্রে ইন কাউন্সিল হীরালালবাবু যেদিন অভিযোগ পাওয়া গিয়েছে। বিজয় উৎসবের আবির খেলা শেষ

সোজা সাপ্টা

মিত্র-শত্রু

রাজনীতিতে নাকি কোন কিছুই অসম্ভব নয়। আজ যিনি শত্রু কাল তিনিই এক নম্বর মিত্র হতে পারেন। তেমনি এক নম্বর মিত্র হতে পারেন এক নম্বর শত্রু। এরাজ্যে সুধীর রঞ্জন মজুমদার-র জোট সরকার পাঁচ বছরও ক্ষমতায় থাকতে পারেনি ওই মিত্র-শত্রু হয়ে যাওয়ায়। রাজ্যে কি আবার সেই জোটের ছায়া দেখা যাচ্ছে? আবার কি রাজনৈতিক মিত্র রাজনৈতিক শত্রু হতে পারে? তবে সব কিছুই নাকি অপেক্ষা করছে ৫ রাজ্যের বিধানসভা ভোটের জন্য। ৫ রাজ্যের ভোটের ফলাফল বিশেষ করে উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাবের রেজাল্ট যদি কেন্দ্রের শাসক দলের বিরুদ্ধে যায় তাহলে এর একটা বড় প্রভাব নাকি এরাজ্যে পড়তে পারে। দিল্লি নাকি রাজ্যের রাজনৈতিক সমস্যা বুঝতে নারাজ। তাই নাকি মিত্রকে শত্রু করার পর সরকার পতনের আলোচনা। তবে এরাজ্যে সরকার পতন বা সরকার ভেঙে দেওয়ার ঘটনা অতীতেও হয়েছে। সুতরাং আবার যে এই ঘটনা হবে না তা বলা যাবে না। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, এতে মানুষের লাভ হবে তো? প্রায় চার বছর মানুষ অনেক অপেক্ষা করেছে। এখন বাকি প্রায় এক বছরে রাজ্যের মানুষের কপালে কি আছে তাই দেখার। তবে এটা ঠিক যে, রাজ্য রাজনীতিতে কিন্তু আবার ভাঙা গড়ার তৎপরতা শুরু হয়েছে। আর এই তৎপরতা আরও তেজি হতে পারে ৫ রাজ্যের ভোটের ফলাফলের পর। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, মানুষের স্বার্থ কতটা এতে রক্ষা পাবে? মানুষ কতটা তার স্বপ্ন পুরণ করতে পারবে? এটা তো মানতেই হবে যে, এরাজ্যের মানুষকে একরাশ প্রতিশ্রুতি, একরাশ স্বপ্ন দেখানো হয়েছিল নতুন কিছুর। কিন্তু প্রায় চার বছরে তো স্বপ্ন পূরণ দূরের কথা, বরং আগে যা ছিল তাও পাওয়া যাচ্ছে না। তবে সমস্যা হচ্ছে রাজনৈতিক অস্থিরতা কি আদৌ রাজ্যের মানুষকে নতুন করে কোন স্বপ্ন পূরণের আসল কাজটা করবে কি না?

প্রথম জয়

 সাতের পাতার পর শুরু থেকেই কিছুটা ইতিবাচক মনোভাব নিয়ে খেলার চেষ্টা করে। দীর্ঘদিন ধরে খেলছে জগন্নাথ জমাতিয়া। স্পোর্টস স্কুলের প্রাক্তনদের মধ্যে জগন্নাথই দীর্ঘদিন ধরে মাঠে আছে। এই বছর প্রথম কয়েকটি ম্যাচে সেভাবে নজর কাড়তে পারেনি। তবে এদিন বেশ সক্রিয় ভূমিকা নিলো জগন্নাথ। ফলে লালবাহাদুরের আক্রমণও শুরু থেকেই বেশ সচল ছিল। ম্যাচের ১৩ মিনিটে দেবরাজ জমাতিয়া এগিয়ে দেয় লালবাহাদুরকে। ৩৮ মিনিটে জগন্নাথ জমাতিয়া এবং ৪৪ মিনিটে রোনাল্ড সিং সাইখোম লালবাহাদুরের হয়ে গোল করে। দ্বিতীয়ার্ধে আর গোল হয়নি। রেফারি সত্যজিৎ দেবরায় লালবাহাদুরের বালক সাধন জমাতিয়া, নৌউবা সিং এবং টাউন ক্লাবের সাধন জমাতিয়াকে হলুদ কার্ড দেখিয়েছেন।

 প্রথম পাতার পর পূজার নাম করে একটি রাজনৈতিক দলের পতাকা লাগানোর কারণ বা ডচ্দেশা কি সেই প্রশ্নেও এরা স্পিকটি নট এমনকি যুব বাহিনীর ধমকে চমকেও হালকা পাতলা ধোলাইয়েও এরা নির্লিপ্ত। এরই মাঝে গোটা এলাকায় ছডিয়ে পডে নানা গুজব। কেউ বলে ছদ্মবেশী আই প্যাক কর্মী ধরা পড়েছে তো কেউ বলে তৃণমূল কংগ্রেসের গুপ্ত বাহিনীর সদস্য ধরা পড়েছে। এমতাবস্তায় সালেমা থানার পুলিশকে খবর দিলে রাত দশটা নাগাদ পুলিশ গিয়ে তাদের তুলে থানায় নিয়ে আসে। পরবর্তীতে পলিশি জেরায় কোন রহস্য উন্মোচন হয়েছে কি না তা অবশ্য জানা যায় নি। এদিকে এই বিষয়ে তণ্মল কংথেসের রাজ্য যব স্টিয়ারিং কমিটির সদস্য সুমন দে'কে জিজ্ঞাসা করা হলে সে স্পষ্ট ভাষায় জানায় , ধলাই জেলায় এই মুহুতে তৃণমূল কংগ্রেসের কোন কর্মসচিই নেই , নেই কোন বহিরাগত নেতা-কর্মীও। সূতরাং কোন্ বদ্উদ্দেশ্যে এই তিন জন তৃনমূল কংগ্রেসের পতাকা নিয়ে সেখানে উদয় হল তার যেন পুলিশ সঠিক তদন্ত করে বের করে সেই আবেদন জানান তিনি। তবে এটি কোন সাধারণ বা উড়িয়ে দেওয়ার মতো ঘটনা যে নয় তা পরিস্কার। এর পেছনে গভীর রহস্য থাকার সম্ভাবনাই প্রবল। এখন দেখার বিষয় হল, পুলিশ কতটা গুরুত্ব দিয়ে এই রহস্য উন্মোচনে উদ্যোগী হয়।

বিরাট ব্যর্থতা

• সাতের পাতার পর গিয়ে। সুইপ এমন একটি শট যা সচরাচর খেলেন না কোহলি। বলা ভাল, তিনি স্পিনারদের এতটাই ভাল খেলেন যে সুইপ খেলার প্রয়োজন পড়ে না। কিন্তু আগের ম্যাচে সেই সুইপ খেলতে গিয়েই আউট হতে হয় বিরাটকে। আর শুক্রবার তিনি যেভাবে আউট হলেন সেটা আরও লজ্জার। মহারাজের বলে বিরাট যেন বাভুমাকে ক্যাচিং প্র্যাকটিস করালেন। নেটদুনিয়ায় অনেকে বলতে শুরু করেছেন বিরাটের কেরিয়ারে খেলা সবচেয়ে খারাপ শটগুলির মধ্যে এটিও একটি।

প্রাণঘাতী হামলা

● **আটের পাতার পর** - না আসতেন তাহলে তার মা-বাবা'কে হত্যার পরিকল্পনা ছিল দুষ্কৃতিদের। ঘটনার পর রক্তাক্ত অবস্থায় নিতাই দাসকে মধুপুর হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। সেখান থেকে তাকে আগরতলার বেসরকারি হাসপাতালে রেফার করা হয়। এদিকে ঘটনার খবর পেয়ে শুক্রবার সকালে এলাকায় ছুটে আসেন বিধায়ক নারায়ণ চৌধুরী। পরবর্তী সময় কমলাসাগরের মন্ডল সভাপতি সুবীর চৌধুরী, যুব মোর্চার সভাপতি বিকাশ সাহা-সহ অন্যান্যরাও আসেন। যদিও মন্ডল সভাপতি স্পষ্ট ভাষায় জানিয়েছেন অভিযুক্তদের অবিলম্বে গ্রেফতার করা হোক। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে মধুপুরের রাজনৈতিক পরিস্থিতি বেশ উত্তপ্ত। বাপন দাস জানিয়েছেন আগেও তার উপর একাধিকবার হামলার চেষ্টা হয়েছে।

নিরাপত্তাহীন মেয়রের আফস

 আটের পাতার পর - দীপক মজুমদার নিজেও। পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে অবশ্য বিতর্কিত কিছু মন্তব্যও করেছে। পুলিশকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল নাইট কারফিউতে চুরি এতো কেন বেড়েছে? জবাবে পশ্চিম থানার এক সাব ইন্সপেকটরের দাবি, পুলিশ সৃষ্টি হওয়ার পর থেকেই চুরি চলছে। এই মন্তব্য শুনে অবশ্য পুলিশের ব্যর্থতার উপর হাসাহাসি করেছেন। তবে স্মার্টসিটিতে যখন চোরদের হাত থেকে মেয়র নিরাপদ নন, তখন কিভাবে শহর এলাকার নাগরিকরা নিরাপদ বোধ করবেন তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। রাতে মেয়রের অফিসের সঙ্গে একটি কালী মন্দিরেও চুরি হয়েছে। চোরেরা প্রণামীর বাক্স থেকে টাকা চুরি করে নিয়েছে। দুটি ঘটনায় পুলিশ তদন্তে নামলেও এখন পর্যন্ত একজনকেও আটক করতে পারেনি। এমনকী চোরদেরও গ্রেফতার করতে পারেননি। শহরে পুলিশ চুরি রুখতে পুরোপুরি ব্যর্থ বলেই অভিযোগ উঠেছে।

পাচার করছে ইকরাম

ইকরাম। সেখানে একটি হোটেলে তাকে বিক্রি করে দেওয়া হয়। এভাবে আরও কয়েকজনকে পাচারে যুক্ত এই ইকরাম। এই ধরনের পাচারের ঘটনায় পুলিশ একদমই অন্ধকারে তা কেউ বিশ্বাস করছেন না। কারণ, কয়েকদিন আগেই পাচার হয়ে যাওয়া এক তরুণীকে পুলিশ উদ্ধার করেছিল। তাকে আগরতলার একটি হোমেও রাখা হয়। পরবর্তী সময়ে এক প্রভাবশালী নেত্রীর ভাইয়ের নাম উঠে আসায় দ্রুত তাকে উত্তরপ্রদেশে একটি হোটেলে ফিরিয়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ উঠেছে। গোটা বিষয়টিই চুপিসারে করা হয়েছে। কিন্তু পুলিশ সবকিছু জেনেও যেন কিছুই দেখেনি। এমনই অভিযোগ উঠেছে। এবার ইকরামও একই পথে হাঁটছে। তার টার্গেটে রোহিঙ্গা তরুণীরা। তাদের পাচার করে মোটা টাকা রোজগার করে নিচ্ছে কলমচৌড়া থানা এলাকার এই যুবক।

জমি দখল নিতে মারধর

• আটের পাতার পর - এলাকারই কাকন মিয়া, জালাল মিয়া এবং দিলোয়ার হোসেন গত ১১ জানুয়ারি জোর করে তার ঘরে ঢকে। বাডিতে ভাঙ্চর চালায় তারা। প্রতিবাদ করলে গলা টিপে ধরে। হত্যার চেস্টা করা হয় তাকে। বাডির জমি দখল করতেই এই তিনজন বেশ কয়েকদিন ধরেই চেষ্টা করছে। তারাই গত ১১ জানুয়ারি জোর করে বাড়িতে প্রবেশ করে মারধর করতে শুরু করে। গত বছরও এইভাবে আক্রমণ করেছিল অভিযক্তরা। তখনও থানায় অভিযোগ জানানো হয়েছিল। কিন্তু পলিশ কোনও ব্যবস্থা নেয় না বলে অভিযোগ রয়েছে। সঞ্জুয়ারার অভিযোগ, তাকে যারা মারধর করেছে এরা সবাই এখন শাসকদলের কাছের মানুষ। যে কারণে পুলিশ এবং স্থানীয় নেতারাও তাদের কিছু বলে না।

টিএফএ-র ক্লাব ফুটবল

বা অনুশীলন করার কথা বলেছে সেখানে ক্রীড়া পর্যদের অধীনে এনএসআরসিসি-তে জিমন্যাসিয়াম বা ইডোরে নাকি ১০০ শতাংশ উপস্থিতি নিয়ে প্র্যাকটিস চলছে। অভিভাবকদের অভিযোগ, শুধুমাত্র অভিভাবকদের সামাজিক দূরত্ব মেনে জিমন্যাসিয়াম ও ইন্ডোরের বাইরে থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ইভোর এবং জিমন্যাসিয়ামে নাকি খেলোয়াড এবং কোচদের ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ নেই। অভিভাবকদের দাবি, কমপক্ষে দুইটি গ্রুপ করে সপ্তাহে তিনদিন করে কোচিং করা হলে ভিড় কমবে। রাজ্য সরকার যেহেতু এখনও খেলার মাঠ বন্ধ করেনি তাই ক্রীড়া দফতর, ক্রীড়া পর্ষদ এবং টিএফএ-র উচিত মানুষের জীবন সুরক্ষায় নজর দেওয়া। এক্ষেত্রে উমাকাস্ত মাঠে বড় ফুটবল ম্যাচে যেমন দর্শকদের প্রবেশে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে তেমনি

প্রয়োজনে দর্শকহীন মাঠে ম্যাচ

 সাতের পাতার পর খেলাধুলা করতে হবে। টিএফএ-র পাশাপাশি ক্রীড়া দফতর এবং রাজ্য প্রশাসনকে মনে রাখতে হবে যে, রাজ্যে কিন্তু করোনা পরিস্থিতি রীতিমত আতঙ্কজনক। সুতরাং রাজ্য প্রশাসন যেখানে এক-তৃতীয়াংশ উপস্থিতি নিয়ে খেলার কথা বলেছে সেখানে প্রয়োজনে আরও কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া উচিত। মাঠে দর্শকদের এক গ্যালারিতে ভিড় যেমন বন্ধ করতে হবে তেমনি দরকার সামাজিক দূরত্ব। আরও কঠিন পদক্ষেপ হতে পারে দর্শকহীন মাঠে খেলার আয়োজন।

ক্রীড়া আইন। করোনা কালে যখন সরকারকে অনেক সদর্থক ভূমিকায় দেখার দরকার ছিল তখন খেলাধুলার মূলেই তারা কুঠারাঘাত করেছে। সহসা এই অবস্থা স্বাভাবিক হবে না বলে মনে করছে ক্রীড়াপ্রেমীরা।

ভড দেখাচ্ছে অসামঞ্জস্য

🏿 **প্রথম পাতার পর** 📉 জারি ও অবৈজ্ঞানিক পদক্ষেপের বিরোধিতাও করছে। এই বিরোধিতার যথেষ্ঠ কারণও রয়েছে। কেননা, সরকার করোনার তৃতীয় ঢেউ ঠেকাতে এমন কিছু জরুরি পরিষেবার ক্ষেত্রে কঠোর বিধিনিষেধ আরোপ করেছে যা কোনও যুক্তিতেই মেনে নেওয়া যায় না। যেমন সরকার করোনাকালে শপিংমল খোলা রেখেছে, যেখানে প্রতিদিন শতশত মানুষের ভিড় হয়। যা করোনা সংক্রমণের জন্য অতি বিপজ্জনক। একই অবস্থা ব্যাঙ্ক, পোস্ট অফিস এবং সকালের নিত্য বাজারগুলোর। এসমস্ত ক্ষেত্রগুলো করোনা সংক্রমণে অতি স্পর্শকাতর হলেও প্রশাসনের কোনও নিয়ন্ত্রণ কিংবা তদারকি নেই বিপন্ন এ সময়ে। ফলে ঝুঁকি কিন্তু থেকেই যাচ্ছে। আবার সরকারের এমন কিছু দফতর রয়েছে যেখানে মানুষজনের তেমন কোনো ভিড় লক্ষ্য করা যায় না। সংশ্লিষ্ট অফিস গুলোতে ৫০ শতাংশ কর্মচারীর উপস্থিতি নিশ্চিত করতে কঠোর অবস্থান নিয়েছে সরকার। আবার মদের দোকান খোলা রেখে আরও অনেক প্রশ্নকে সরকার নিজেই এসময়ে উস্কে দিয়েছে। বলা বাহুল্য, করোনার প্রথম ঢেউ আছড়ে পরার সময়ে সরকার সাধারণ শ্রমজীবী অংশের মানুষের জন্য বেশ কিছু ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল। বিশেষ করে গরিব মানুষের জন্য। তার মধ্যে বিনামূল্যে রেশন এবং এক হাজার টাকা আর্থিক অনুদান রয়েছে। যদিও এসমস্ত পদক্ষেপের জন্য বিভিন্ন গণতান্ত্রিক সংগঠনের তরফ থেকে সরকারের উপর চাপও ছিল। কিন্তু আজকের দিনে করোনা তৃতীয় ঢেউ যখন শিয়রে ওৎপেতে আছে, সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী প্রতিদিন শতশত মানুষ সংক্রমিত হচ্ছে তখন রাজ্য সরকার সত্যিকার অর্থেই হাত গুটিয়ে বসে আছে। আমজনতার দুর্ভোগ লাঘবে কোন পদক্ষেপ নেই। ফলে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, দিন মজুর, অটোচালক, রিকশা চালক থেকে শুরু করে ব্যাপক সংখ্যক মানুষজন কঠিন সংকটের মধ্যে এসময়ে দিন গুজরান করছে। করোনার প্রথম ঢেউ আছড়ে পড়ার সময়ে যে সমস্ত ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে সাধারণ কৃষক পরিবার রীতিমতো অস্তিত্বের সংকটে পড়েছিল, নিস্ব রিক্ত অবস্থায় চলে গিয়েছিল, সেই মহা সংকটের ধাক্কা কাটিয়ে না উঠতেই ফের তৃতীয় ঢেউ এর মুখোমুখি হয়ে চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়েছে। এসময়ে সরকারের নেতিবাচক ভুমিকা তাদেরকে আরও হতাশ করে তুলেছে। বাড়ছে সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ। যার বহিপ্রকাশ কিন্তু ঘটতে পারে আগামী ভোটে। ক্ষুব্ধ মানুষ তার প্রহর গুনছে। আমজনতার ক্ষোভ ও অসস্তোষের এই উত্তাপ কিন্তু শাসক দলের কৃষ্ণ নগরের প্রধান কার্যালয়েও পড়তে শুরু করেছে। কিন্তু তাতেও শীত ঘুম কাটছে না রাজ্য মন্ত্রিসভার হেভিওয়েট মন্ত্রীদের। সাধারণ আমজনতার বুকচাপা কান্না তাদের কানে পৌঁছে না। একাংশ অসাধু আমলা আর দলদাস কলমচির দেওয়া ইস্টম্যান কালার চশমা চোখে লাগিয়ে ওরা দিব্যি করোনাকালে তথ্যের হেরাফেরি করে চলছেন আর জাহির করে চলেছেন নিজেদের। পরিশেষে আমজনতার ভাগ্যের চাকা স্তব্ধ হয়েই রইলো।

প্রথম পাতার পর

প্রয়াত যোগেন্দ্র দেব'র বাড়ির ঠিক মূল গেটে একটি ফ্ল্যাক্স টাঙিয়ে দেন। আর ঘনিষ্ঠ মহলে তিনি নাকি বলেছেন, এই বাড়িটি তার মেয়ের জন্য তার খব পছন্দ হয়েছে। মেয়েও নাকি বায়না ধরেছে তাকে এই বাডিটি যে করেই হোক ম্যানেজ করে দিতে। সজ্জন ব্যক্তি হলেও হীরালালবাবু এবার তার ক্ষমতা উপলব্ধি করতে পেরে হঠাৎ করেই নাকি ধরাকে সরাজ্ঞান করতে শুরু করেছেন। তাই এই বাডিটি দখলে তার নজর পড়েছে। আবার স্থানীয় একটি ক্লাবও এই বাড়িটির গেটে তালা মেরেছে। তারাও এই বাড়িটির দখল চায় বলে অভিযোগ। কিন্তু হীরালালবাবুর ক্ষমতা এখন বেশি হওয়ায় তিনি ক্লাবের উপর দিয়ে গিয়ে নিজের নামে ফ্ল্যাক টাঙিয়ে দিয়েছেন। তাও আবার দীপাবলির শুভেচ্ছা ফ্ল্যাগ। সাধারণ মানুষ প্রশ্ন করতে শুরু করেছে জানুয়ারি মাসেও তাহলে দীপাবলির শুভেচ্ছা জানানো যায়! বাড়িটিকে দখল করে নিতে তিনি সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন বলেও অভিযোগ। এমনকী, ক্লাবের তরফে কেউ যদি বাড়িটি দখল করতে যায় তাহলে তাদেরকে সাবুদ করতে জিবি এলাকার জমি দস্যুদের সঙ্গেও তার নাকি যোগাযোগ শুরু হয়েছে। তবে সমস্ত অভিযোগও করেছেন স্থানীয় এলাকার মানুষেরা। তবে এই অভিযোগের সপক্ষে হীরালালবাবু যে ওই বাড়ির মূল ফটকে তালা লাগিয়ে দিয়েছেন সেটা পাওয়া গিয়েছে প্রামাণ্য হিসেবে। বিষয়টিকে ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্যেরও সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয় মানুষেরা এখন সজ্জন

হীরালালবাবুর এমন কাগু দেখে মুখ

আর মুখোশ খুঁজতে শুরু করেছেন।

রাজ্যে তামাক নিয়ে গিমিক

 প্রথম পাতার পর

তামাক বিক্রি নিষিদ্ধ না করে তামাক-মুক্ত ত্রিপুরা গড়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, এ যেন সোনার পাথর বাটি কিংবা কাঁঠালের আমসত্ব। তামাকমুক্ত করার প্রকৃতই প্রচেষ্টা থাকলে, প্রথমেই তামাক বিক্রি নিষিদ্ধ হওয়ার কথা। তাতে কেউ কাজ হারালে, তাকে কীভাবে পুনর্বাসন দেওয়া যায় তার স্কিম তৈরি করা। রাজস্ব ঘটিতি অন্যভাবে কীভাবে মেটানো যায় তার হিসাব করা। দেশে গুটকা নিষিদ্ধ জায়গা আছে, আছে ড্রাই স্টেটও। ত্রিপুরায় নেশা-মুক্ত সমাজ গড়ার অনেক ডাক-হাঁক শোনা গেলেও মদের দোকানের সংখ্যা বেডেছে এই সরকারের সময়, বাইরের রাজ্যের লোকেদের নামে লাইসেন্স হয়েছে। এখন তামাক বিক্রি বজায় রেখে তামাক মুক্ত ত্রিপুরা গড়ার কথা শোনানো হচ্ছে। অবশ্য এই রাজ্যে বেকারদের পানের দোকান করার পরামর্শ দেওয়া আছে, পানের দোকানে জর্দা পানেরই বিক্রি। তামাক 'বিরোধী' আরও বলা হয়েছে, ২০২১ সালের ১৩ ডিসেম্বর ত্রিপুরা তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প শাখার স্টেট লেভেল কোর্ডিনেশন কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন মুখ্য সচিব কুমার অলক। উল্লেখযোগ্য সিদ্ধান্ত হল, রাজ্যের ৫০ তম পূর্ণরাজ্য দিবসে ২১ জানুয়ারি , ২০২২ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও অফিসগুলিকে তামাকমুক্ত প্রতিষ্ঠান হিসেবে ঘোষণা করা। তাছাড়াও স্কুলের ১০০ গজ দূরত্বে ইয়েলো লাইন 'রেখা' টানার কর্মসূচি যার মধ্যে তামাক ব্যবহার , বিক্রি, বহন নিষিদ্ধ করার কর্মসূচি বিভিন্ন জেলায় শুরু হয়ে গেছে। ত্রিপুরা রাজ্যের সর্ব ভারতীয়স্তরের সর্বোচ্চ তামাক সেবনকারী (জিটিএস-২) পরিসংখ্যানকে কমিয়ে আনার পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। সর্বস্তরের স্বতঃস্ফূর্ত ভূমিকা এইক্ষেত্রে একান্ত কাম্য। তাছাড়া ইতিমধ্যে জেলার তামাক বিরোধী সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়িত করা হচ্ছে।

ভোটের ইস্যু প্রতিশ্রুতি খেলাপ

 প্রথম পাতার পর
 ব্যক্তিরা পাতালে লুকিয়ে থাকলে সেখান থেকেও তাদেরকে ধরে আনবে বিজেপি সরকার। কিন্তু বর্তমান সময়ে চিটফান্ড কেলেঙ্কারির তদন্ত কতদূর এগিয়েছে, পাতাল থেকে কাকে কাকে ধরে আনা হয়েছে তা সবই রাজ্যের মানুষের কাছে পরিষ্কার। এও পরিষ্কার মানুষের টাকায় গড়ে উঠা প্রাসাদ, যেটি রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের ঠিক দক্ষিণ দিকে গড়ে তুলেছিলো রোজভ্যালি, সেটি এখন রাজ্য সরকার নিজেরা ব্যবহার করছে। তার ভাড়াও খাটাচ্ছে। অথচ এই দালানবাড়িটি চিটফান্ডের অর্থে নির্মিত। এ রাজ্যের প্রতারিত প্রতিটি মানুষের অর্থ এই দালানের গায়ে লেপ্টে আছে। আর এখান থেকে ভাড়া খাচ্ছে রাজ্য সরকার। ২০১৮'র আগে বিজেপির প্রতিশ্রুতি ছিলো বর্ধমান ফার্মার ওযুধ কেলেঙ্কারি, সাক্রমের আদা কেলেঙ্কারি, ব্লকে ব্লকে আর্থিক দুর্নীতি, বিশালগড় ব্লকের মহা কেলেঙ্কারির তদন্ত দ্রুত শেষ করে দোষীদের পোরা হবে। মানুষ ডবল ইঞ্জিনকে বিশ্বাস করেছিলো। বিশ্বাস করেছিলো এই কারণে যে, বিজেপি ক্ষমতা দখল করলে কেন্দ্র সরকারের পূর্ণ সহযোগিতা পাবে। কোনও কেলেঙ্কারির সিবিআই তদন্ত হলেও তা অতি দ্রুত সম্পন্ন হয়ে যাবে। যেহেতু দিল্লি বড় ইঞ্জিন আর ত্রিপুরা ছোট ইঞ্জিন। যার মূল চালিকা শক্তি দীনদয়াল উপাধ্যায় মার্গ। কিন্তু ক্ষমতা দখলের পর সাধারণ মানুষ বুঝতে পেরেছেন, সবই ঠুস আর ঠাস। বরং পূর্বতন বামফ্রন্ট সরকার চিটফান্ড কেলেঙ্কারিতে যে সিট গঠন করেছিলো সেই সিট-র তদন্ত প্রক্রিয়ার চেয়ে এই সরকারের আমলের তদন্ত প্রক্রিয়া আরও বেশি স্লথগতিতে চলছে। নির্বাচনের আর বড়জোর এক বছরের কিছু সময় বেশি বাকি। এখনও পর্যন্ত কোনও একটি কেলেঙ্কারিরও তদন্ত প্রক্রিয়া শেষ হয়নি। প্রতারিত মানুষেরা বিচার পায়নি। লুষ্ঠিত অর্থ ফেরত আনা যায়নি। পাতাল থেকে কেন মর্ত থেকেও কাউকে ধরে এনে জেলে পোরা হয়নি। পূর্ত দফতরের কেলেঙ্কারির কথা বলে জেলে পোরা হয়েছিলো প্রাক্তন পূর্তমন্ত্রী বাদল চৌধুরীকে। জেলে পোরা হয়েছিলো এই দফতরের সঙ্গে যুক্ত প্রাক্তন পূর্ত সচিব এবং প্রাক্তন ইঞ্জিনিয়ার ইন চিফকে। এদেরকে কয়েক মাস জেলে রাখার পর শেষ পর্যন্ত রাজ্য সরকার রণে ভঙ্গ দিয়েছে বলেই অভিযোগ। মুখ্যমন্ত্রীর হাতে থাকা। স্বরাষ্ট্র দফতর এবং পুলিশ এখনও পর্যন্ত এই পূর্ত মামলায় চার্জশিটই জমা দিতে পারেনি। এই মামলার ভবিষ্যৎ কোথায়, তা কেউ জানেন না। বরং সাধারণ মানুষ অভিযোগ করতে শুরু করেছেন, যারা পূর্বতন সরকারের আমলের কেলেঙ্কারির তদন্তের আশ্বাস দিয়েছিলো, দোষীদের গ্রেফতার করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলো, চিটফান্ডে প্রতারিত মানুষের অর্থ ফেরতের। কথা বলেছিলো, তাদের আমলে এর একটিও সম্পন্ন হয়নি। বরং টিএসআর'র চাকরিতে দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার ঘর প্রাপকের কাছ থেকে কাটমানি আদায় করা হচ্ছে। সোশ্যাল অডিট দফতরে কেন্দ্রীয় গাইড লাইন অগ্রাহ্য করে পছন্দের লোককে চাকরি দিতে গিয়ে যোগ্য প্রার্থীকে বঞ্চিত করা হয়েছে। ব্লকে ব্রকে এবং পঞ্চায়েতে পঞ্চায়েতে রেগায় মহা কেলেঙ্কারি চলছে। তদন্ত কোনওটারই হয়নি। তথ্য প্রমাণ সহ কেলেঙ্কারির যাবতীয় হালহদিশ তুলে ধরা হলেও এ নিয়ে আরমোড়া ভাঙার লক্ষণ পর্যন্ত নেই। সাধারণ মানুষের অভিযোগ, প্রতিশ্রুতি ইস্তেহার ইত্যাদি যদি ভোট প্রাপ্তির অন্যতম সূচক হয় তাহলে আর বছরখানেক পরের নির্বাচনে বর্তমান শাসক দলকেও তাদের প্রতিশ্রুতির জন্য এবং প্রতিশ্রুতি খেলাপের জন্য জবাব দিতে হতে পারে।

রোজগারে নয়া

 প্রথম পাতার পর

 নিয়োগের প্রক্রিয়া চলছে। অন্যান্য নিয়োগের ক্ষেত্রেও মহিলাদের সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। টিএসআর বাহিনীতে মহিলা

 নিয়োগের মতো উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গৃহিত হয়েছে। কমেছে মহিলাদের উপর অত্যাচার। বেড়েছে মামলা নিপ্পত্তির হার। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ২০১৭-১৮তে রাজ্যের মানুষের মাথাপিছু রোজগার ছিলো ১ লক্ষ ২৫ হাজার ৬৭৪ টাকা। ২০২০-২১ সালে তা এসে দাঁডিয়েছে ১ লক্ষ ২৯ হাজার ৯৯৫ টাকা। ২০১৭-১৮-তে কৃষকদের রোজগার ছিলো ৬,৫৮০ টাকা। বর্তমানে ত্রিপুরার স্বনির্ভর কৃষকদের রোজগার ১১ হাজার ৯৩ টাকা পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। প্রধানমন্ত্রীর হীরা প্লাস মডেলের ফলশ্রুতিতে বর্তমানে প্রায় ১১ হাজার কোটি টাকার সড়ক পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজ চলছে। অনুষ্ঠানে ত্রিপুরা পূর্ণরাজ্য প্রাপ্তির ৫০তম বর্ষ উদযাপন উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ভিডিও বার্তায় রাজ্যবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, ত্রিপুরার ইতিহাস সবসময়ই গরিমায় পরিপর্ণ। মাণিক্য রাজ থেকে শুরু করে আজকে পর্যন্ত ত্রিপরা একটি স্বশক্ত রাজ্য হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। রাজ্যের জনজাতি থেকে শুরু করে সব অংশের জনগণ ত্রিপুরার উন্নয়নে একজোট হয়ে কাজ করছেন। ত্রিপুরা প্রতিটি চ্যালেঞ্জকে মা ত্রিপুরাসন্দরীর আশীর্বাদে সাহসিকতার সঙ্গে মোকাবিলা করছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরা বর্তমানে উন্নয়নের দিশায় দ্রুত এগিয়ে চলুছে। তাতে ত্রিপুরার জনগণের চিন্তাধারার বড ভূমিকা রয়েছে। ত্রিপুরার জনগণের প্রতিটি প্রয়োজন পুরণ করার লক্ষ্যে ডাবল ইঞ্জিন সরকার নিরন্তর কাজ করে যাচেছ। ফলে যোগাযোগ ব্যবস্থার পরিকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে ত্রিপুরা আগামীতে বাণিজ্য করিডোরের হাব হতে যাচ্ছে। তিনি বলেন, এক সময়ে দেশের অন্যান্য রাজ্যগুলির সঙ্গে ত্রিপুরার সম্পর্ক স্থাপনের একমাত্র উপায় ছিলো সড়কপথ। বর্ষার সময় ভূমিধস হয়ে রাস্তা বন্ধ হয়ে গেলে ত্রিপুরা সহ পুরো উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে প্রয়োজনীয় সামগ্রীর অভাব দেখা দিতো। বর্তমানে ত্রিপুরা সডক যোগাযোগ সহ রেল, বিমান ও জলপথের মাধ্যমে দেশ-বিদেশের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনে সক্ষম হয়েছে। জলপথে বাংলাদেশের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনে চিটাগাং বন্দরের অনুমতি চেয়েছিলো ত্রিপুরা সরকার, যা ডাবল ইঞ্জিনের সরকার পুরণ করে দিয়েছে। ২০২০ সালে আখাউড়া ইন্টিগ্রেটেড চেকপোস্ট দিয়ে বাংলাদেশ থেকে প্রথম ট্রানজিট কার্গো ত্রিপুরায় পৌঁছেছে। প্রধানমন্ত্রী ভিডিও বার্তায় আরও বলেন, সার্বিক উন্নয়নের মধ্য দিয়ে ত্রিপুরা এখন উন্নত রাজ্যগুলির সঙ্গে সামিল হতে যাচ্ছে। ত্রিপুরা সরকার গরিবদের পাকা ঘর প্রদানে প্রশংসনীয় কাজ করছে। শুধু তাই নয়, ঘর নির্মাণে অত্যাধুনিক প্রযুক্তিকেও প্রয়োগ করছে। প্রশাসনিক পারদর্শিতা থেকে শুরু করে আধুনিক পরিকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে যে উন্নত ত্রিপুরা গড়ে উঠছে তা আগামী দশকের জন্য রাজ্যকে তৈরি করবে। এরজন্য বর্তমান রাজ্য সরকার কঠোর পরিশ্রম করছে বলে প্রধানমন্ত্রী মন্তব্য করেন। পূর্ণরাজ্য দিবসের ৫০তম বর্ষ পালনের মূল অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ভাষণ রাখতে গিয়ে বলেন, ত্রিপুরাসুন্দরী মায়ের আশীর্বাদে ত্রিপুরা এখন বিকাশের পথে এগিয়ে যাচ্ছে। ত্রিপুরা উত্তর পুর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির মধ্যে ইতিহাস বিজড়িত একটি অন্যতম রাজ্য যা আজ পূর্ণরাজ্য প্রাপ্তির ৫০ তম বর্ষ পালন করছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, দেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ২০১৪ সালে দায়িত্বভার গ্রহণ করে ত্রিপুরা-সহ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিকে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা প্রদান করেছেন। ফলে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির সঙ্গে দিল্লির দুরত্ব অনেকটাই কমে গেছে। প্রধানমন্ত্রী উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিকে অষ্টলক্ষ্মী আখ্যা দিয়ে উন্নতির সংকল্প নিয়েছেন। বিগত দিনে দেখা গেছে, দিল্লি থেকে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির জন্য যে অর্থ প্রদান করা হতো তা সঠিকভাবে কাজে লাগানো হতো না। বর্তমানে দিল্লি থেকে যে পরিমাণ অর্থ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির জন্য পাঠানো হয় তা সঠিকভাবে রাজ্যগুলির উন্নয়নে বায় করা হচ্ছে। তিনি বলেন, গত ৪ বছরে ত্রিপুরায় যোগাযোগ, পরিকাঠামো, ক্রীডা, বিনিয়োগ, কৃষি-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন হয়েছে। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের যৌথ আন্তরিক প্রচেষ্টার ফলে ত্রিপরার দীর্ঘদিনের ক্র শরণার্থী পুনর্বাসনের সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হয়েছে। ক্র শরণার্থীদের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে তাদের গৃহ নির্মাণ সহ বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা প্যাকেজের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকার প্রদান করেছে। ক্র শরণার্থীরা এইসব প্রচেষ্টার ফলে জীবনের মূল স্রোতে ফিরে এসে ত্রিপুরার উন্নয়নের কাজে সামিল হবেন বলে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আশা ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, ত্রিপুরার ডাবল ইঞ্জিন সরকার ২০১৮ সাল থেকে নিয়ম, নীতি, নিয়ত এই তিনটি বিষয়ের উপর গুরুত্ব দিয়ে ত্রিপুরার আমূল পরিবর্তনের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। এই ডাবল ইঞ্জিন সরকারের প্রায় ৪ বছরের সময়কালের মধ্যে ত্রিপুরার জনগণের গড় আয় প্রায় ১ লক্ষ ৩০ হাজার হয়েছে। শুধু তাই নয়, এই ডাবল ইঞ্জিন সরকারের আন্তরিক প্রচেষ্টার ফলেই রাজ্যের কৃষকদের মাসিক গড় আয় বেড়ে ১১ হাজার ৯৬ টাকা হয়েছে। যা ২০১৫-১৬ সালে ছিলো ৬,৫৮০ টাকা। এছাড়াও রাজ্য সরকার জাতীয় সড়ক উন্নয়নে, সৌভাগ্য যোজনা প্রকল্প রূপায়ণে, অটল জলধারা মিশনের মাধ্যমে রাজ্যের প্রতিটি বাড়িতে বিশুদ্ধ পানীয় জলের সংযোগ প্রদানে প্রশংসনীয় কাজ করছে। ত্রিপুরার এই উন্নয়নের ধারাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে এবং ত্রিপুরাকে উন্নত রাজ্য হিসেবে গড়ে তুলতে রাজ্যের জনগণকে ত্রিপুরা সরকারের পাশে থাকার জন্য কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আহ্বান জানিয়েছেন। অনুষ্ঠানে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় যোগাযোগ মন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী দেবুসিন চৌহান বলেন, শিক্ষা, সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে ত্রিপুরা একটি ইতিহাস জড়িত রাজ্য। ত্রিপুরায় জাতি-জনজাতি অংশের জনগণ সৌহার্দ্যপূর্ণভাবে বসবাস করছে। দেশের উন্নয়নের মানদন্তের পরিপ্রেক্ষিতে ত্রিপুরার উন্নয়ন আরও বেশি হওয়ার সম্ভাবনা ছিলো। কিন্তু ত্রিপুরার বিগত সরকারের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির ফলে ত্রিপুরার উন্নয়ন সেভাবে ঘটেনি। ২০১৪ সালে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী দেশের শাসনভার নেওয়ার পর উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির উন্নয়নের পথ খুলে যায়। অনুরূপভাবে ২০১৮ সালে ত্রিপুরায় শাসন ক্ষমতা পরিবর্তনের পর রাজ্যের পরিকাঠামো, যোগাযোগ-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নয়নের গতি বেড়ে যায়। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের ইতিবাচক প্রচেষ্টার ফলে ত্রিপুরার উন্নয়নের যে জয়যাত্রা শুরু হয়েছে তা কেউ আটকাতে পারবে না। ২০১৪ সাল থেকে পরিকাঠামো, যোগাযোগ ইত্যাদি সবক্ষেত্রেই গুরুত্ব দিয়ে কেন্দ্র সরকার কাজ করছে। ত্রিপুরার যোগাযোগ, পরিকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি টেলিকম পরিকাঠামো উন্নয়নেও কেন্দ্রীয় যোগাযোগ মন্ত্রক আরও উদ্যোগ গ্রহণ করবে বলে তিনি রাজ্যবাসীকে আশ্বস্ত করেন। এদিন অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিধানসভার অধ্যক্ষ রতন, চক্রবর্তী, শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ, পরিবহণ মন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহরায়, খাদ্যমন্ত্রী মনোজ কান্তি দেব, শ্রমমন্ত্রী ভগবান চন্দ্র দাস, কারামন্ত্রী রামপ্রসাদ পাল, জনজাতি কল্যাণমন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া, পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার সহ রাজ্য প্রশাসনের উচ্চপদস্থ আধিকারিকগণ। অনুষ্ঠানে ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে পূর্ণরাজ্য দিবসের পোস্টেজ স্ট্যাম্প, ইন্ডিয়া পারফিউম আগর উডের সূচনা করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। এর পাশাপাশি 'লক্ষ্য ২০৪৭' ডকুমেন্টের সূচনা করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

দিনে সিপিগ্রামসে যতগুলো অভিযোগ গৃহীত হয়েছে সেগুলো সবই এই বিষয়গুলোকে বাদ দিয়ে অন্য সব 'অভিযোগ'। এই ঘটনা আবারও প্রমাণ করে, রাজ্য সরকারের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড এবং সিদ্ধান্ত নিয়ে সাধারণ নাগরিক বা সরকারি কর্মচারীরা ভালোভাবেই অভিযোগ জানানোয় ময়দানে নেমেছেন। শুধুমাত্র যে এই মাধ্যমটিতেই রাজ্যবাসী অভিযোগ জানান, বিষয়টি তা নয়। মুখ্যমন্ত্রীর হেল্প লাইন থেকে শুরু করে অন্যান্য বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে নিয়মিতভাবে অভিযোগ জমা পড়ে। এই পরিস্থিতিতে রাজ্য সরকারকে নিঃ সন্দেহে এখন 'ডিসপোজেল'-এ মনোযোগ দিতে হবে। কে কি কারণে অভিযোগ দাখিল করছেন, সেগুলো সমাধানের চেষ্টা করতে হবে। গত ২১ দিনে ১১৯টি অভিযোগ দাখিল হওয়া এবং গত বছর ও এ বছরের প্রথম ২১ দিন মিলিয়ে মাত্র ৫৮টি অভিযোগের সমাধান হওয়া, নিঃ সন্দেহে সরকারের তরফে ড্রব্যাক। বিষয়টি আগামীদিনে কিভাবে সরকার বিবেচনা করে সেটাই দেখার।

গারবের ডাক্তার

 প্রথম পাতার পর পর লংতরাইভ্যালি মহকুমা স্বাস্থ্য আধিকারিকের পদও সামলেছেন দক্ষতার সাথে। কথা ছিল ধলাই জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিকের দায়িত্ব গ্রহণের পর কিন্তু অসুস্থতার জন্য তা আর হয়ে উঠেনি। অধিকাংশ ডাক্তারবাবুরা যে মহকুমায় চাকরি করাকে বনবাস বলে মনে করে সেখানে এই ডাক্তারবাবু হয়ে উঠেছিলেন জাতি-জনজাতি উভয় অংশের হতদরিদ্র মানুষের ভগবান। কত সহস্র মানুষকে বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিসেবা প্রদান এমনকি গাঁটের পয়সায় ওষুধ কিনে সুস্থ করে তুলেছিলেন তার ইয়ত্তা নেই। আজ সেই সব মানুষ হারালো তাদের অস্তিম ভরসার সেই মানবপ্রেমী ডাক্তারবাবুকে। স্বভাবতই গোটা লংতরাইভ্যালি মহকুমাজুড়ে এদিন অপরাহ্ন থেকে শুধুই স্বজনহারানোর বেদনা। শোকে মৃহ্যমান গোটা মহকুমা অপেক্ষায় রয়েছে তাদের প্রিয় ডাক্তারবাবুকে শেষ দেখার জন্য। জানা গেছে, রাতেই উনার নিথর দেহ নিয়ে আসা হবে ছামনুতে। শনিবার হবে শেষকৃত্য। ইতিমধ্যেই বিজেপির ধলাই জেলা কমিটির পক্ষ থেকে সাধারণ সম্পাদক আশিস ভট্টাচার্য ডাঃ নরেশ ত্রিপুরার অকালপ্রয়াণে তীব্র শোক জ্ঞাপন করে উনার পরিবার পরিজনদের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে, সেখানে দেশবাসী কীভাবে নিরাপদ? এমন কাপুরুষোচিত আচরণকে ধিক্বার জানাই।" সঙ্গে ভারত মোদির পাশে আছে হ্যাশট্যাগও দিয়েছিলেন সাইনা।

লজ্জার হার

 সাতের পাতার পর বলে অদ্ভৃত ভাবে আউট হয়ে ফিরলেন কোহলী। কেশব মহারাজের আপাত নিরীহ বলে ড্রাইভ করতে গেলেন। শর্ট কভারে থাকা বাভুমার কাছে লোপ্পা ক্যাচ গেল।

● ৬-**এর পাতার পর** অবজেক্টিভ টাইপের। পিজিটি ও টিজিটি-দের ক্ষেত্রে ৩ ঘন্টার পরীক্ষা, তবে প্রাইমারি টিচারের টেত্রে দেড় ঘন্টার পরীক্ষা। ত্রিপুরার প্রার্থীদের জন্য পরীক্ষা কেন্দ্র হবে আগরতলায়। অন্যান্য রাজ্যের পরীক্ষা কেন্দ্র ওয়েবসাইটে পাবেন।

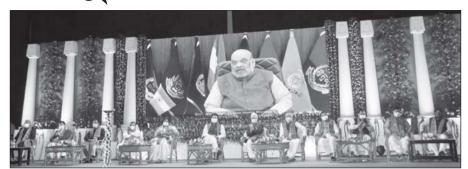
 ৬-এর পাতার পর চালানের কপিও যত্ন করে রাখবেন। সাক্ষাৎকারের সময় ডকুমেন্টসের মূল কপি ছাড়াও লাগবে মূল পেমেন্ট চালান, ছবিওলা পরিচিতি-প্রমান (আধার কার্ড, প্যান কার্ড বা এরকমই ছবিওলা অন্য কিছু) ইত্যাদি। টাকা জমা দেওয়ার চালান-এর একটা বাড়তি ফটো কপিও নিজের কাছে রেখে দেবেন।

৫০০ চাকরি

 ৬-এর পাতার পর গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ। অর্থাৎ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিসিএ ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, কম্পিউটার চালানোর দক্ষতাপূর্ণ জ্ঞান থাকতে হবে।

পৃষ্ঠা 🔾

ত্রিপুরার পাশে অমিত



প্রেস রিলিজ, আগরতলা, ২১ জানুয়ারি।। ত্রিপুরা পূর্ণরাজ্য দিবসের ৫০ বছর পূর্তিতে আজ রাজ্যের আগামী প্রজন্মের কাছে একটি উন্নয়নের রূপরেখা তুলে ধরা হয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ শুক্রবার রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের ১ নং প্রেক্ষাগৃহে ত্রিপুরা পর্ণরাজ্য দিবসের অনষ্ঠানে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে এই উন্নয়নের রূপরেখা সম্বলিত ''লক্ষ্য-২০৪৭''-র আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করেন। ২০২২-২০৪৭ এই ২৫ বছরের জন্য রাজ্যের সার্বিক বিকাশের র্ন পরে খা ''লক্ষ্য-২০৪৭''-এ তুলে ধরা হয়েছে। ত্রিপরা সরকারের

পরিকল্পনা (পি আন্ড সি) দফতর

থেকে এই রূপরেখা তৈরি করা

হয়েছে। ভিডিও কনফারেন্সে

''লক্ষ্য-২০৪৭''-র আনুষ্ঠানিক

উদ্বোধন করে কেন্দ্রীয় স্বরষ্টরমন্ত্রী

অমিত শাহ বলেন, ত্রিপুরা আগামী

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,

আগরতলা, ২১ জানুয়ারি ।।

জনজাতি অংশের এক মহিলার

টাকা আত্মসাৎ করার অভিযোগ

উঠল বন্ধনের বিরুদ্ধে। ঋণের টাকা

নিয়েও বই-এ তুলেনি। উল্টো

ঋণের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে

ওই মহিলার ওপর। এই অভিযোগ

ঘিরে শুক্রবার উজান অভয়নগর

এলাকায় উত্তেজনা দেখা দেয়।

প্রতারণার অভিযোগটি তুলেছেন

রূপা দেববর্মার স্বামী সেনারায়

দেববর্মা। সেনারায়ের দাবি, তার স্ত্রী

বন্ধন থেকে ঋণ নিয়েছিলেন। এই

ঋণ প্রতি সপ্তাহে বন্ধনের এজেন্টের

কাছে দিয়ে পরিষ্কার করে

দিয়েছেন। বইও এজেন্টের কাছেই

রাখা ছিল। এখন বন্ধনের ব্রাঞ্চ

ম্যানেজার এসে বলছেন ঋণ

পরিষ্কার হয়নি। টাকার জন্য চাপ

দিচ্ছেন। এইভাবে প্রতারণা করা

হচ্ছে। বন্ধন বাঙ্কের ম্যানেজার

বিমল কর্মকার ঘটনাস্থলে উপস্থিত

ছিলেন। তিনি জানান, কর্মীরা কেউ

টাকা আত্মসাৎ করেছে প্রমাণিত

হলে সব টাকা ফেরত দেওয়া হবে।

লকডাউনের সময় গ্রুপে বই থাকত।

সবসময় বই আমাদের কাছে থাকত

না। আমাদের এজেন্ট এইক্ষেত্রে

ভুল করেছেন, পুরানো বই এর

বদলে নতুন বই করে দিয়েছেন।

অথচ পুরানো বই হয়তো-বা

ফেরতই নেননি ওই এজেন্ট। এই

ভল আমাদের কর্মীর। কিন্তু অফিসে

স্টেটমেন্ট আছে। আমাদের কর্মী

টাকা নিয়েছেন এমন প্রমাণ করতে

পারলে কিস্তির সব টাকা আমরা

ফিরিয়ে দেব। এই ঘটনার তদন্তের

দাবি তুলেছেন সেনারাম।

বঞ্চানের

২৫ বছরে কোথায় পৌছবে এর দিশা স্থির করতে ত্রিপুরা সরকার ''লক্ষ্য- ২০৪৭'' রূপরেখা তৈরি করে আজকের এই গৌরবময় দিনে ত্রিপুরাবাসীর সামনে তুলে ধরেছে। ''লক্ষ্য-২০৪৭'' শুধুমাত্র একটি ডকুমেন্ট নয় এটি ত্রিপুরার জনগণের আশা ও আকাঞ্জার রূপরেখা। এটি ত্রিপুরার ভবিষ্যতের রূপরেখা। আগামী প্রজন্ম বিশেষ করে যুব সম্প্রদায় আগামী ২৫ বছরে ত্রিপুরাকে কেমন করে গড়ে তলবে এবং ত্রিপরার উন্ময়নে নিজেকে কিভাবে যক্ত করবেন তা এই "লক্ষ্য-২০৪৭"-এর মুল আধার।"লক্ষ্য-২০৪৭", ডকমেন্টে রাজ্যের বিভিন্ন ক্ষেত্র যেমন বিনিয়োগ, প্রশাসনিক ব্যবস্থার

দেশের ৭৫তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে আজাদি কা অমৃত মহোৎসব পালনের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী আগামী ২৫ বছরের জন্য দেশের উন্নয়নের রূপরেখা তৈরি করে দিয়েছেন। দেশকে বিশ্বের দরবারে শীর্ষস্থানে নিয়ে যাওয়ার জন্য এই ২৫ বছরকে সংকল্পের বছর হিসেবে স্থির করে আমাদের এগুতে হবে। দেশ পরাধীন থাকার সময়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়েছিলো। তা ১০০ শতাংশ পুরণের জন্যই এই ২৫ বছরের সংকল্প নেওয়া হয়েছে বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, ত্রিপরা রাজ্যও আগামী ২০৪৭ সালে পূর্ণরাজ্য প্রাপ্তির ৭৫তম বর্ষ পালন করবে। ত্রিপুরাকে আগামী ২৫ বছরে একটি উন্নত, সুরক্ষিত ও আত্মনির্ভর রাজ্য গডার রূপরেখা "লক্ষ্য-২০৪৭ ডকমেন্ট তৈরি করে রাজ্য সরকার

মূল ঘটনা শুক্রবার দুপুরে। দূর্গা

চৌমুহনি ব্লকের অন্তর্গত

কুচাইনালা এলাকার দুই বন্ধু শ্যামল

দাস ও তপন বিশ্বাস তাদের গ্রামের

পঞ্চায়েত অফিসের পাশের রাস্তা

দিয়ে যাওয়ার সময় একটি টাকার

থলে দেখতে পেয়ে সেটি তুলে নেয়

এবং তাতে পাঁচশত টাকার কড়কড়ে

যাটটি নোট দেখতে পেয়ে তৎক্ষণাৎ

সিদ্ধান্ত নেয় ঐ টাকা তার প্রকৃত

মালিকের নিকট পৌঁছে দিতে হবে।

কারণ এই গ্রামাঞ্চলে নগদ ৩০

হাজার টাকা কোন ছোট অঙ্ক নয়।

হয়ত কোন কৃষক তার সারা বছরে

রক্ত, ঘাম ঝরিয়ে ফলানো ধান

সরকারি বিক্রয় কেন্দ্রে বিক্রয় করে

পাওয়া এই অর্থ বাড়ি ফেরার সময়

রাস্তায় পড়ে গেছে। সুতরাং ঐ অর্থ

প্রকৃত মালিকের হাতে পৌছাতেই

হবে। কিন্তু অনেক খোঁজাখুঁজির

পরও সেই মালিকের সন্ধান না

পেয়ে বিকাল নাগাদ ঐ অর্থ নিয়ে

পৌঁছে যায় কমলপুর মহকুমা

শাষকের নিকট। তার এই অর্থ

মহকুমা শাসকের হাতে তুলে দিয়ে

আবেদন জানায় মহকুমা শাসক

যেন এই অর্থ প্রকৃত মালিকের হাতে

তুলে দেওয়ার বন্দোবস্ত করেন। যা

দৃষ্টান্ত স্থাপন করে সততা ও

নির্লোভ মানসিকতার। ওমিক্রন

আর ডেল্টা স্টেন নয়, শ্যামল আর

তপনের এই সততা ও লোভকে

সংবরণ করার ভাইরাসে যেন

বৰ্তমান যুবসমাজ দ্ৰুত সংক্ৰমিত

হয় এটাই হোক ভবিষ্যতের কামনা।

সামাজিক সহবস্থান, পরিবেশ ও জলবায় পরিবর্তন, উদ্যোগ ও উন্ময়ন, তথ্য প্রযুক্তি ইত্যাদি ক্ষেত্রকে প্রাধান্য দিয়ে রচনা করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বরষ্ট্রমন্ত্রী বলেন. জনগণের সামনে তুলে ধরেছেন। সততার ডজ্জেল

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আমবাসা, ২১ জানুয়ারি ।। সততা, নিষ্ঠা আর নিলেভি মানসিকতা এখনো আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় সম্পূর্ণরূপে লোপ পেয়ে যায় নি। বরং সামাজিক অবক্ষয়ের বিষবাপ্পে জর্জরিত বৰ্তমান সমাজে এখনো মাঝে মধ্যে সততা ও বিশ্বাসের যে সবুজ বাতাস বয়ে যায় সেটাই দেখায় আশার



আলো। স্বপ্ন দেখায় কবি হৃদয়ের সেই স্বপ্নীল পৃথিবীর। যে পৃথিবীতে প্রত্যেকটি মানুষ হবে শ্যামল দাস ও তপন বিশ্বাসদের মতো নির্লোভ ও আদর্শপরায়ণ। যারা অর্থ আর বৈষয়িক সম্পদের বিচারে দরিদ্র হলেও মানবিক বিচারে যথার্থই বিত্তবান বলা যায়। আর একারণেই পথে কুড়িয়ে পাওয়া মোটা অংকের অর্থ তার প্রকৃত মালিকের নিকট পৌঁছে দিতে নিজের গাঁটের পয়সা এবং সময় দুটোই ব্যয় করে ছুটে যেতে পারে প্রশাসনের দরজায়।

আৰ্জত সম্পাত্ত পাবেন মেয়ে

নয়াদিল্লি, ২১ জানুয়ারি।। উইল করার আগে কোনও ব্যক্তির মৃত্যু হলে তাঁর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী কে হবেন ? এ প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নিল সুপ্রিম কোর্ট। শীর্ষ আদালত জানিয়ে দিল, উইল বা ইচ্ছাপত্র তৈরির আগে কোনও ব্যক্তির মৃত্যু হলে তাঁর অর্জিত সম্পত্তিতে ভাইয়ের সন্তানদের

থেকে মেয়ের অধিকার বেশি থাকবে। বাবার মৃত্যু হলে পিতার অর্জিত এবং অন্যান্য সম্পত্তি পাওয়ার অধিকারী হবেন তাঁর কন্যাই। উইল করার আগে বাবার মৃত্যু হলে তাঁর অর্জিত (নিজে কেনা বা তৈরি করা) বা অন্যান্য সম্পত্তি কি কন্যা পাবেন ? এই মামলার প্রেক্ষিতে তাৎপর্যপূর্ণ রায় দিয়েছে শীর্ষ আদালত।

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জানুয়ারি ।। মৃত্যু থামাতে ব্যর্থ রাজ্যের স্বাস্থ্য বিভাগ। শুক্রবার আরও ৫জন আক্রান্ত রোগীর মৃত্যু হয়েছে। দু'দিনে ১২ জন সংক্রমিতের মৃত্যু হয়েছে। নতুন শনাক্ত হয়েছেন আরও ১ হাজার ৩৪জন। সংক্রমণের হার ১২.২৫ শতাংশ। শুধুমাত্র পশ্চিম জেলায় এদিন ৩৯৫জন পজিটিভ রোগী শনাক্ত হয়েছেন। স্বাস্থ্য দফতর জানিয়েছে, মধ্যে ১ হাজার ৩৭৫ জনের

শুধুমাত্র পশ্চিম জেলা ছাড়া দক্ষিণ জেলায় ১২২, ধলাই জেলায় ১৪০, করোনার মৃত্যু মিছিল কিছুতেই উনকোটি জেলায় ৯৭, উত্তর থামছে না। নাইট কারফিউর সময় জেলায় ১১২, সিপাহিজলা জেলায় নামিয়ে আনলেও আক্রান্ত এবং ৪৪, খোয়াই জেলায় ৩০ এবং গোমতী জেলায় ৯৪জন পজিটিভ রোগী শনাক্ত হয়েছেন। এদিন দুপুর পর্যন্ত রাজ্যে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ৭ হাজার ৭৭৬জন আক্রান্ত রোগী ছিলেন। এখন পর্যন্ত রাজ্যে করোনা সংক্রমিত ৮৫৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। ২৪ ঘণ্টায় দেশে ৩ লক্ষ ৪৭ হাজারের উপর নতুন পজিটিভ রোগী শনাক্ত হয়েছেন। এই সময়ে মৃত্যু সংখ্যা বেড়ে ২৪ ঘণ্টায় ৮ হাজার ৪৪০ জনের দাঁড়িয়েছে ৭০৩ জনে। দেশে সোয়াব পরীক্ষা হয়েছে। তাদের আবারও আক্রান্ত বেড়ে যাওয়ায় আতঙ্ক শুরু হয়েছে। এদিকে আরটিপিসিআর পদ্ধতিতে পরীক্ষা রাজ্যে করোনার প্রভাব বাড়লেও হয়। বাকিদের অ্যান্টিজেন টেস্ট সামাজিক দূরত্ব উধাও থাকছে বহু হয়েছে। আরটিপিসিআর-এ এলাকায়। আমতলি থানা ১০৫জন পজিটিভ রোগী শনাক্ত এলাকায় রাস্তার পাশেই স্কুল মাঠে হয়েছেন। এদিন করোনামুক্ত চলছে ক্রিকেট খেলার আয়োজন। শুধুমাত্র কাগজে-কলমে রয়ে

লোক জড়ো হয়েছিলেন। অধিকাংশের মুখে মাস্ক ছিল না। অথচ পুলিশ এবং প্রশাসনকে এই জায়গায় মাস্ক এবং সামাজিক দুরত্বের জন্য অভিযান করতে দেখা যায়নি। এদিকে শাসকদলের নেতারা খেলার আয়োজনে থাকায় পুলিশ চোখ বন্ধ করে ভিড়ের সামনে দিয়ে চলে যায় বলে অভিযোগ। এছাড়া বটতলা, মহারাজগঞ্জ বাজার, লেক চৌমুহনি, দুর্গা চৌমুহনি, এমবি টিলা, হাঁপানিয়া বাজারগুলিতেও সকালে ভিড় থাকছে। অনেকের মুখেই মাক্ষ থাকছে না। বাজার গুলি ঠিকভাবে স্যানিটাইজও করা হয় না। করোনার তৃতীয় ঢেউয়ে এসব গাফিলতির কারণেই করোনা আক্রান্ত আরও বেশি করে বাড়ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। সরকারের করোনা নির্দেশিকাগুলি হয়েছেন ৮৭২জন। শুক্রবার এই খেলায় শুক্রবার কয়েকশো গেছে বলে অনেকেরই দাবি।

সেরা থানা আমতলি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জানুয়ারি ।। গ্রেফতারি পরোয়ানা কার্যকর করতে গিয়ে সেরা থানার পুরস্কার পেলো আমতলি। করোনা থেকে মুক্ত হয়ে পশ্চিম জেলার এসপি মানিক দাস শুক্রবারই এই পুরস্কারটিতে স্বাক্ষর করেছেন। আমতলি থানা গত এক বছরে গ্রেফতারি পরোয়ানা কার্যকর করতে গিয়ে ভালো কাজ করেছে। এর অবদান হিসেবেই পুরস্কারটি দেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে।

80 লক্ষ

লখনউ, ২১ জানুয়ারি।। আগামী

১০ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হচ্ছে

উত্তরপ্রদেশের বিধানসভা নির্বাচন।

ভোটের দামামা প্ররোদস্তুর বেজে গিয়েছে রাজ্যে। যোগী আদিত্যনাথই ফিরবেন নাকি বিরোধী দল বাজিমাত করবে, তা নিয়ে জল্পনা তুচ্গে। এই পরিস্থিতিতে শুক্রবার দলের যুব ইস্তেহার প্রকাশ করল কংগ্রেস। প্রতিশ্রুতি দিল রাজ্যের যুব সম্প্রদায়ের সমস্যার সমাধান করার। বিশেষ করে বেকারত্ব দুর করতে যে তারা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, সেকথা পরিষ্কার জানিয়ে দিল কংগ্রেস। কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী ও কংগ্রেস নেত্রী প্রিয়াঙ্কা গান্ধী দু'জনই উপস্থিত ছিলেন অনুষ্ঠানে। সেখানে রাহুলের ডাক, "নতুন ভারতের দিশা দেখানোর কাজ উত্তরপ্রদেশ থেকেই শুরু হোক।" ভারতী বিধান' নামের ওই ইস্তেহারে দেওয়া হয়েছে ঢালাও প্রতিশ্রুতি। তার মধ্যে অন্যতম ৪০ লক্ষ চাকরির প্রতিশ্রুতি। এর মধ্যে ৮ লক্ষ চাকরি মেয়েদের জন্য সংরক্ষিত। ১ লক্ষ অধ্যাপকের শূন্যপদ পূরণ। সেই সঙ্গে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের জন্যও গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনা রয়েছে বলে জানানো হয়েছে। কেবল চাকরির প্রতিশ্রুতিই নয়, যোগী সরকারকে খোঁচা মেরে রাহুল গান্ধীর দাবি, কীভাবে রোজগারের পথ সৃষ্টি হবে, সেটা দেখাতে চায় কংগ্রেস। কোনও মিথ্যে সংখ্যা' নয়, যুব সম্প্রদায়ের সঙ্গে কথা বলে তাঁদের চাহিদামতো চাকরি তৈরি করা হবে। সেই সঙ্গে রাহুল দাবি করেন, গত ৫ বছরে রাজ্যে চাকরি হারিয়েছেন ১৬ লক্ষ জন। অথচ প্ৰতিশ্ৰুতি ছিল প্ৰতি বছবে ১ কোটি কর্মসংস্থানেব কংগ্রেস নেতার কথায়, "সত্যিটা সবাই দেখতে পাচ্ছেন।" একই সুর লক্ষ্য করা গিয়েছে প্রিয়াঙ্কার কথাতেও। তিনি বলেন, "যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও উত্তরপ্রদেশের তরুণরা চাকরি পান না। কেবল ভুয়ো সংখ্যা বলে মানুষকে বোকা বানানো হয়েছে।" সেই সঙ্গে পরীক্ষা পদ্ধতিতেও ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ তুলেছেন তিনি। জানিয়ে দেন, কোনও ভাবেই প্রশ্নপত্র ফাঁসের মতো দুর্নীতি বরদাস্ত করা হবে না। সরকারি জায়গা থেকে ফাঁস হলে কঠোরতম সাজারও আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। সেই সঙ্গে যোগী সরকার শিক্ষাখাতে বাজেট কমালেও কংগ্ৰেস তা বাড়াবে বলেও ইস্তাহারে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, মনে করিয়ে দিয়েছেন প্রিয়াঙ্কা। কংগ্রেসের আরও প্রতিশ্রুতি, তারা ক্ষমতায় এলে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার ক্ষেত্রে কোনও রকম ফি নেওয়া হবে না। বরং বাস-ট্রেনে পরীক্ষার্থীদের কোনও ভাড়াও দিতে হবে না। শুধু তাই নয়, পরীক্ষার তারিখ ঘোষণার সময়ই জানিয়ে দেওয়া হবে ফলাফল প্রকাশ কিংবা ইন্টারভিউয়ের তারিখও। জানিয়ে দেওয়া হবে কবে নিয়োগ হবে সেটাও এবং তা মানা না হলে দেওয়া হবে কড়া শাস্তি এবং এই পুরো প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা আনতে তৈরি হবে জব ক্যালেন্ডার। প্রাথমিকে দেড় লক্ষ্, মাধ্যমিকে ৩৮ হাজার, উচ্চমাধ্যমিকে ৮ হাজার, ডাক্তারিতে ৬ হাজার, পুলিশে ১ লক্ষ, অঙ্গনওয়াড়িতে ২০ হাজার, ২৭ হাজার সহকারীর শূন্যপদ রয়েছে বলে জানানো হয়েছে। সেই সঙ্গে সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ে ২ হাজার ও উর্দু শিক্ষকদের ক্ষেত্রে ৪ হাজার শূন্যপদের কথাও মনে করিয়ে কংগ্রেসের প্রতিশ্রুতি, তাঁরা ক্ষমতায় এলে এই সব শূন্যপদ পূরণ করা হবে। লাইরেরি, ফ্রি ওয়াইফাই, মেস, হস্টেল সবক্ষেত্রেই পরিকাঠামো আরও উন্নত করবে বলেও আশ্বাস দিয়েছে কংগ্রেস। এছাড়া বিভিন্ন

সংরক্ষণের ক্ষেত্রে বৃত্তি,

সাফাইকর্মীদের বিশেষ প্রশিক্ষণের

কথাও জানানো হয়েছে।

কোভিড টেস্ট বাডছে না

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জানুয়ারি।। মাসের প্রথমদিন ত্রিপুরায় কোভিড'র কেস পজিটিভিটি রেট ছিল ০.৬৯ শতাংশ, নতন রোগী শনাক্ত হয়েছিলেন ১৭ জন। মাত্র তিন সপ্তাহেই সেই দুই সংখ্যা পৌঁছেছে ১৪ শতাংশও পর্যন্ত, গত চারদিন ধরে নতুন শনাক্ত রোগীর প্রতিদিন এক হাজার ছাড়িয়ে যাচ্ছে, চারদিনে কোভিডে মারা গেছেন ২০ জন। তবে রাজ্যে পজিটিভিটির সাথে পাল্লা দিয়ে টেস্টিং বাড়ছে না। তিন দিন আগেই স্থাস্থ্য মন্ত্রকের অতিরিক্ত সচিব কেস পজিটিভিটির প্রেক্ষিতে টেস্টিং বাড়ানোর জন্য বলেছেন রাজ্যগুলিকে। ত্রিপুরায় শেষ চারদিনে টেস্ট বাড়েনি, উলটে একটু একটু করে কমছে। অতিরিক্ত সচিব পরিস্কারই চিঠি দিয়ে বলেছেন, মৃত্যু ও মৃত্যুর সম্ভাবনা কমাতে, রোগ তীব্র হওয়া এড়ানো যেতে পারে টেস্টিং করে। বিশেষত যেখানে সংক্রমণ বাড়তে পারে, যারা ঝুঁকিতে আছেন, যাদের সংক্রমিত হওয়ার ঝুঁকি বেশি তাদের ক্ষেত্রে কোভিড গুরুতর হওয়া আটকাতে স্ট্র্যাটেজিক টেস্টিং-র কথা বলা হয়েছে। কোভিড দেশের। নানা রাজ্যে কোভিডের থার্ড ওয়েভ কমতে থাকার সংকেত দিচেছ, তবে ত্রিপুরায় কেস পজিটিভিটির নিরিখে তেমন কোনও জোড়ালো সংকেত নেই। জানুয়ারির তারিখ হিসাবে টেস্ট হয়েছিল ২৪৭৯, তার মধ্যে আরটিপিসিআর ৪৬৫ এবং র্যাপিড অ্যান্টিজেন টেস্ট হয়েছিল ২০১৪ , তাতে ১৬ জন নতুন রোগী শনাক্ত হন। পজিটিভিটি রেট ০.৬৯ শতাংশ ছিল, কোনও মৃত্যু নেই। ২ জানুয়ারি, ২১২৩ মোট টেস্ট, তার মধ্যে আরটিপিসিআর ৫৫৬ এবং র্যাপিড অ্যান্টিজেন টেস্ট হয়েছিল ১৫৬৭ , তাতে ২২ জন নতুন রোগী শনাক্ত হন। পজিটিভিটি রেট ১.০৪ শতাংশ, কোনও মৃত্যু নেই। ৩ জানুয়ারি, ১৬৯৯ মোট টেস্ট, তার মধ্যে আরটিপিসিআর ৪৭৬

এবং র্যাপিড অ্যান্টিজেন টেস্ট হয়েছিল ১২২৩ , তাতে ১২ জন নতুন রোগী শনাক্ত হন। পজিটিভিটি রেট ০.৭১ শতাংশ। ৪ জানুয়ারি, ২৮৭৯ মোট টেস্ট, তার মধ্যে আরটিপিসিআর ৫৬৫ এবং র্যাপিড অ্যান্টিজেন টেস্ট হয়েছিল ২৩১৪, তাতে ৪৮ জন নতন রোগী শনাক্ত হন। পজিটিভিটি রেট ১.৬৭ শতাংশ। ৪ জানুয়ারিই বিমান বন্দরের নতন টার্মিনাল ভবনের উদ্বোধন হয় জনসভা করে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এসেছিলেন, বিশেষ ট্রেন চালানো হয় লোক আনতে। ভিড়ে ঠাসাঠাসি করে তারা এসেছেন। বিরোধী বামফ্রন্ট এই জনসভাকে কোভিড ছড়ানোর জন্য দায়ী করেছে। ৫ জানুয়ারি, ২৮৪৭মোট টেস্ট, তার মধ্যে আরটিপিসিআর ১০১০ এবং র্যাপিড অ্যান্টিজেন টেস্ট হয়েছিল ১৮৩৭ , তাতে ৪৬ জন নতুন রোগী শনাক্ত হন। পজিটিভিটি রেট ১.৬২ শতাংশ।৬ জানুয়ারি, ৩০১৭ মোট টেস্ট, তার মধ্যে আরটিপিসিআর ৫২৮ এবং র্যাপিড অ্যান্টিজেন টেস্ট হয়েছিল ২৪৮৯ . তাতে ৮৩ জন নতন রোগী শনাক্ত হন। পজিটিভিটি রেট ২.৭৫ শতাংশ। ৭ জানুয়ারি, ৩৩৩০ মোট টেস্ট, তার মধ্যে আরটিপিসিআর ৫৩৬ এবং র্য়া পিড অ্যান্টিজেন টেস্ট হয়েছিল ২৭৯৪ , তাতে ১০৩ জন নতুন রোগী শনাক্ত হন। পজিটিভিটি রেট ৩.০৯ শতাংশ, মৃত্যু একজনের। ৮ জানুয়ারি, ৪১৬০ মোট টেস্ট, তার মধ্যে আরটিপিসিআর ৫৭৭ এবং র্যা পিড অ্যান্টিজেন টেস্ট হয়েছিল ৩৫৮৩ , তাতে ১৫৪ জন নতুন রোগী শনাক্ত হন। পজিটিভিটি রেট ৩.৭০ শতাংশ।৯ জানুয়ারি, ৩৯৯৭মোট টেস্ট, তার মধ্যে আরটিপিসিআর ৪৭৯ এবং র্যাপিড অ্যান্টিজেন টেস্ট হয়েছিল ৩৫১৮ , তাতে ২০৬ জন নতুন রোগী শনাক্ত হন। পজিটিভিটি রেট ৫.১৫ শতাংশ। ১০ জানুয়ারি, ৩৬৪১মোট টেস্ট, তার মধ্যে আরটিপিসিআর ৬০ এবং র্যা পিড

অ্যান্টিজেন টেস্ট হয়েছিল ৩৫৮১, তাতে ১৭৬ জন নতুন রোগী শনাক্ত হন। পজিটিভিটি রেট ৪.৮৩ শতাংশ, মৃত্যু একজনের। ১১ জানুয়ারি, ৮১৬৬ মোট টেস্ট, তার মধ্যে আরটিপিসিআর ১০৯৫ এবং র্যা পিড অ্যান্টিজেন টেস্ট হয়েছিল ৭০৭১ , তাতে ৫৭৯ জন নতুন রোগী শনাক্ত হন। পজিটিভিটি রেট ৭.০৯ শতাংশ। ১২ জানুয়ারি, ৮৫৩১ মোট টেস্ট, তার মধ্যে আরটিপিসিআর ৮১৬ এবং র্যা পিড এন্টিজেন টেস্ট হয়েছিল ৭৭১৫ , তাতে ৭৮৩ জন নতুন রোগী শনাক্ত হন। পজিটিভিটি রেট ৯.১৮ শতাংশ। ১৩ জানুয়ারি, ১০০৮৬ মোট টেস্ট, তার মধ্যে আরটিপিসিআর ৭৫১ এবং র্যা পিড অ্যান্টিজেন টেস্ট হয়েছিল ৯৩১৭ , তাতে ৯১৬ জন নতুন রোগী শনাক্ত হন। পজিটিভিটি রেট ৯.১০ শতাংশ, মৃত্যু একজনের। ১৪ জানুয়ারি, ৯৫১৪ মোট টেস্ট, তার মধ্যে আরটিপিসিআর ৮৮৬ এবং র্য়া পিড অ্যান্টিজেন টেস্ট হয়েছিল ৮৬২৮ , তাতে ১০০৭ জন নতুন রোগী শনাক্ত হন। পজিটিভিটি রেট ১০.৫৮ শতাংশ। ১৫ জানুয়ারি, ৫৭৫২ মোট টেস্ট, তার মধ্যে আরটিপিসিআর ৯৪৬ এবং র্যাপিড অ্যান্টিজেন টেস্ট হয়েছিল ৪৮০৬ , তাতে ৫৪৬ জন নতুন রোগী শনাক্ত হন। পজিটিভিটি রেট ৯.৪৯ শতাংশ, ৩ জন মারা যান। ১৬ জানুয়ারি, ৮৭৫২ মোট টেস্ট, তার মধ্যে আরটিপিসিআর টেস্ট ৮৫৪ এবং র্যাপিড অ্যান্টিজেন টেস্ট হয়েছিল ৭৮৯৮ , তাতে ১১৬৮ জন নতুন রোগী শনাক্ত হন। পজিটিভিটি রেট ১৩.৩৫ শতাংশ, ৩ জন মারা যান। ১৭ জানুয়ারি, ৫৪১৪ মোট টেস্ট, তার মধ্যে আরটিপিসিআর টেস্ট ২৫৭ এবং র্যাপিড এন্টিজেন টেস্ট হয়েছিল ৫১৬০ , তাতে ৬৪১ জন নতুন রোগী শনাক্ত হন। পজিটিভিটি রেট ১১.৮৩ শতাংশ, ২ জন মারা যান। ১৮ জানুয়ারি, মোট ৯৩২১ টেস্ট, তার মধ্যে আরটিপিসিআর টেস্ট ৭৭৩ এবং

র্যাপিড অ্যান্টিজেন টেস্ট হয়েছিল ৮৫৪৮ , তাতে ১৩৮৫ জন নতুন রোগী শনাক্ত হন। পজিটিভিটি রেট ১৪.৮৬ শতাংশ, ৪ জন মারা যান। ১৯ জানুয়ারি, ৮৯০৮ মোট টেস্ট, তার মধ্যে আরটিপিসিআর টেস্ট ১০৯৩ এবং র্যাপিড অ্যান্টিজেন টেস্ট হয়েছিল ৭৮১৫, তাতে ১২৪২ জন নতুন রোগী শনাক্ত হন। পজিটিভিটি রেট ১৩.৯৪ শতাংশ, ৪ জন মারা যান। ২০ জানুয়ারি, ৮৭০৯ মোট টেস্ট, তার মধ্যে আরটিপিসিআর টেস্ট ৮৬৭ এবং র্যা পিড অ্যান্টিজেন টেস্ট হয়েছিল ৭৮৪২ , তাতে ১১৮৫ জন নতুন রোগী শনাক্ত হন। পজিটিভিটি রেট ১৩.৬১ শতাংশ, ৭ জন মারা যান। ২১ জানুয়ারি, ৮৪৪০ মোট টেস্ট, তার মধ্যে আরটিপিসিআর টেস্ট ১৩৭৫ এবং র্যা পিড অ্যান্টিজেন টেস্ট হয়েছিল ৭০৬৫ , তাতে ১০৩৪ জন নতুন রোগী শনাক্ত হন। পজিটিভিটি রেট ১২.২৫ শতাংশ, ৫ জন মারা যান। হাজার হাজার মানুষ কোভিড

আক্রান্ত বলে এই মাসে শনাক্ত হলেও. টেস্টিং দ্বিতীয় ধাক্বায়ও কেস পজিটিভিটি এবং সংখ্যায় রোগী বাড়ার সাথে তার চেয়ে বেড়েছিল। সেইবারে মৃত্যু এইভাবে বাড়তে বাড়তে দিনে ১০ জনের বেশি ছাড়িয়ে গিয়েছিল। প্রথম ধাক্কায় উত্তর-পূর্বাঞ্চলে একসময় ত্রিপুরাই মৃত্যু হারে সবচেয়ে উপরে ছিল। রাতে কারফিউ দেওয়া হলেও, কীর্ত্ন, জলসা নানা জায়গায় চলেছে, রাতে শব্দ নিষিদ্ধ সময়েও মাইকের আওয়াজ পাওয়া যায় ধর্মীয় অনুষ্ঠানের, তাছাড়া ফিল্মি গানের আওয়াজও। মুখোশ পরে থাকার নিয়ম সরকার চালু করলেও, আইনমন্ত্ৰী ---সহ অনেকেই তা নামছেন না বলে দেখা গেছে। এখনও বিভিন্ন অনুষ্ঠান হচ্ছে, মান্যগণ্যরা একে অপরের গা ঘেঁষাঘেষি করে প্রদীপ জ্বালাচ্ছেন। মঞ্চের নীচেও ছ'ফুটের শারীরিক দূরত্ব লিঙ্ঘিত হচেছে। প্রথম সারিতেও দেখা যায়। কেউ বা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জানুয়ারি।। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরীক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে চরম বিভ্রান্তির শিকার পড়ুয়ারা। কোথাও কোথাও অফলাইনে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনলাইনে পরীক্ষা। আবার পরীক্ষা পিছিয়ে দেওয়ার দাবিও তোলা হচছে। স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে সঠিক সরকারি পরিকল্পনার অভাবে ছাত্রছাত্রী সহ অভিভাবকরা গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। আগরতলায় বিভিন্ন সংগঠন ইতিপূর্বে এই বিষয়গুলো তুলে ধরে সরব হয়েছে। অল ইভিয়া ডিএসও বলেছে, বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্ পক্ষ সিলেবাস সম্পন্ন না করে পরীক্ষার দিন স্থির করেছে। আবার পরীক্ষা নিতে

ছাত্রছাত্রীদের একপ্রকার বাধ্য করা হচ্ছে। কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তৰ্গত কলেজগুলোতে অফলাইনে এবং এমবিবি অন্তৰ্গত পরীক্ষা, কোথাও কোথাও কলেজগুলোতে অনলাইনে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। তাতে অতিমারির পরিস্থিতির মধ্যেও সমস্যায় পডেছে সকলে। এই পরিস্থিতিতে ছাত্রছাত্রীদের নানা প্রকার ফি বাধ্য করা হয়েছে। ফি হ্রাসের দাবি জানানো হয়েছে এই সংগঠনের তরফে। সংগঠন দাবি করেছে, হোস্টেলগুলো পরিচালনা করে সেখানে স্বাস্থ্যবিধি মেনে স্বাভাবিক রাখার দাবি করা হয়েছে। হোস্টেলগুলো বন্ধ রেখে সমস্যা বাডাচ্ছে বলে দাবি করা হয়েছে

সংগঠনের তরফে। ছাত্রছাত্রীদের পঠনপাঠন, পরীক্ষা পদ্ধতি সবকিছ অতিমারি পরিস্থিতিতে সমস্ত বিধি মেনে সম্পন্ন করার দাবিও জানানো হয়েছে। বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন এই সময়ের মধ্যে আন্দোলনও সংগঠিত করছে। একটি মহল বিষয়টি নিয়ে আপত্তি জানালেও পড়্য়াদের সিলেবাস শেষ না করেই পরীক্ষা গ্রহণ করার সিদ্ধান্তকে কোনও কোনও মহল বিরোধিতা করছে। ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা এমবিবি বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশাপাশি অন্যান্য বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ও উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতেও ছাত্র বিক্ষোভ চলছে। কৰ্ত পক্ষ সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ছাত্রছাত্রীদের পাশে থাকার দাবি জানিয়েছে এই ছাত্র সংগঠন।

'কিপ্টা' বিজেপি नशामिल्लि, २১ जानुशाति।।

ফটোসেশন করছেন।

মহিলাদের প্রার্থী করার ক্ষেত্রে বিজেপি যে সর্বদাই কৃপণহস্ত ফের তার নজির মিলল। গতবছর বাংলার বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির মহিলা প্রার্থীর সংখ্যা কম ছিল। সেই একই ধারা এবারও বজায় রাখল তারা। বৃহস্পতিবার দিল্লিতে দলের সদর দফতরে দু'-দফা সাংবাদিক বৈঠক করে দুই নির্বাচনমুখী রাজ্য গোয়া ও উত্তরাখণ্ডের প্রার্থীতালিকা ঘোষণা করেছে বিজেপি। লক্ষনীয়, দুই তালিকাতেই মহিলাদের উপস্থিতির সংখ্যা অত্যন্ত কম। গোয়া বিধানসভার ৪০টি আসনের মধ্যে এদিন ৩৪ জন প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেছে বিজেপি। তার মধ্যে মহিলা প্রার্থীর সংখ্যা মাত্র দুই। আবার উত্তরাখণ্ড বিধানসভার ৭০টি আসনের মধ্যে এদিন বিজেপি ৫৯ জনের প্রার্থীতালিকা প্রকাশ করেছে।

ক্যামেরার নজরেই চু

আগরতলা, ২১ জানুয়ারি ।। নাইট কারফিউতে শহরে চুরি বাড়ছে। দুর্গা চৌমুহনিতে সিসি ক্যামেরার নিচেই ফের এক দোকানে চুরি। কয়েকদিনের মধ্যেই এই ধরনের দুই চুরির ঘটনায় আতঙ্ক দেখা দিয়েছে। কাছাকাছি একটি কালী মন্দিরেও চুরি হয়েছে। প্রণামীর বাক্স থেকে টাকা চুরি করা হয়েছে। পাশাপাশি দুই চুরির ঘটনায় এলাকায় আতঙ্ক দেখা দিয়েছে। নাইট কারফিউতে চোরদের জন্য

রাতে কোথায় থাকে তা নিয়ে অনেকের মধ্যে প্রশ্ন। কারণ দুর্গা চৌমুহনি থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে রামনগর পুলিশ ফাঁড়ি।রাস্তায় বের হলেই দুর্গা চৌমুহনি বাজার দেখা যায়। এই জায়গাতেই দুঃসাহসিক চুরি হচ্ছে। একের পর এক চুরি পুলিশের মানসম্মান নিয়েও প্রশ্ন তুলছে। যদিও দলদাস হিসেবে অভিযুক্ত হয়ে পড়া পুলিশের জন্য চোরদের ছোড়া চ্যালেঞ্জ কোনও ব্যাপারই মনে হয় না। এমন গুঞ্জন

তুলছেন সাধারণ নাগরিকরা। পুলিশ

বেড়ে যাওয়া পুলিশকে ঘুসের টাকা পর্যন্ত দেয় না। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে চুরি হয়েছে দুর্গা চৌমুহনি বাজারে শিবু সেনগুপ্তের দোকানে। সিসি ক্যামেরার পাশেই শ্রী দুর্গা ভ্যারাইটিজ নামে শিবু সেনগুপ্তের ছোট দোকান। শুক্রবার তিনি সকালে দোকান খুলতে গেলে দরজার তালাগুলি ভাঙা পান। পাশেই দরজাতে লাগানো তিনটি তালা খুলে ফেলে রাখা হয়েছে। দোকানে ঢুকে তিনি দেখেন প্রায় ৭০ হাজার টাকার সিগারেট ছাড়াও



প্রথমবারের মতো চুরের হানা পুর নিগম মেয়রের কার্যালয়ে। সুশাসনের রাজ্যে পুলিশের কাছে নালিশ জানাচ্ছেন মেয়র দীপক মজুমদার নিজে। তবে সংবাদমাধ্যমের কাছে প্রতিক্রিয়া দিলেন না তিনি। বাড়ছে সন্দেহ।

দেন। তিনি জানান, কয়েকদিন আগেই পাশের আরেক দোকানে একই কায়দায় চুরি হয়েছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত পুলিশ চোরদের আটক করতে পারেনি। উপরেই রয়েছে স্মার্টসিটির সিসি ক্যামেরা।এই সিসি ক্যামেরা বাইক এবং অটো চালকদের জরিমানা করতেই শুধুমাত্র ব্যবহার করে থাকেন ট্রাফিক পুলিশ বলে অভিযোগ। কিন্তু চোরদের এই সিসি ক্যামেরা দেখতে পায় না বলে অভিযোগ উঠেছে। শিবু সেনগুপ্ত জানান, দুর্গা চৌমুহনি বাজারে চুরি বাড়ছে। বাজারে নাইট গার্ড আছে, স্ট্রিট লাইটও ঠিকভাবে আছে। পুলিশও রাতে পেট্রোলিং দেয় বলে সব সময়ই বলে থাকে। তবুও চুরি একের পর এক হচ্ছে। গত এক মাসে চুরির ঘটনা আরও বেড়েছে। একের পর এক চুরির ঘটনায় ব্যবসায়ীরা ক্ষুব্ধ। এখন রাত ৮টা বাজতেই নাইট কারফিউ জারি হয়ে যায়। এই নাইট কারফিউ চলাকালীন সাধারণ নাগরিকদের রাস্তায় বের হওয়া নিষেধ রয়েছে। রাতে পুলিশ টহল দেওয়ার কথা। অথচ চোররা একের পর এক তাদের কাজ করে যাচ্ছে। তাদের দেখতেও পায় না শহরে পেট্রোলিংয়ে ব্যস্ত পুলিশ এবং টিএসআর জওয়ানরা।

পুস্তিকা প্রকাশ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২১ জানুয়ারি।। ২০১৯ সালের ২৫ আগস্ট থেকে সিপাহিজলা জিলা পরিষদের পথ চলা শুরু হয়েছিল। এরপর থেকে সংশ্লিষ্ট এলাকায় কি কি উন্নয়নমূলক কাজ হয়েছে তা পুস্তিকা আকারে প্রকাশ করা হয় শুক্রবার। পূর্ণরাজ্য দিবস উপলক্ষে সিপাহিজলা জিলা পরিষদ কার্যালয়ে এই পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন জিলা সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস দত্ত, জেলাশাসক বিশ্বশ্রী বি, সহকারী সভাধিপতি পিন্টু আইচ, হৈমন্তী রায় বর্মণ, বিশ্বজিৎ সাহা এবং বিধায়ক সূভাষ দাস।

বাম ছাত্রদের

ডেপুটেশন

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, খোয়াই. ২১ জানয়ারি।। রাজ্যের বিদ্যালয়গুলিতে নির্দিষ্ট সময়ের আগে পরীক্ষা নেওয়ার পরিকল্পনা বাতিল করা, পরীক্ষার আগে সিলেবাস শেষ করা, পরীক্ষার সময় কোভিড সংক্রমণের আশংকা রোধে প্রয়োজনীয় সতর্কতামূলক ব্যাবস্থা গ্রহণ করা, কোভিড বিধি মেনে ক্যাম্পাস সচল রাখা ও কোভিড পরিস্থিতিতে শিক্ষার্থীদের সমস্ত প্রকারের ফি মুকুব করা ইত্যাদি দাবিতে সরব হল ভারতের ছাত্র ফেডারেশন। বর্তমান কোভিড পরিস্থিতিতে শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা-সহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সাত দফা দাবির ভিত্তিতে এসএফআই খোয়াই বিভাগীয় কমিটির উদ্যোগে শুক্রবার জেলা শিক্ষা বিভাগে ডেপুটেশন প্রদান করা হয়। জেলা শিক্ষা আধিকারিকের হাতে সংগঠনের তরফ থেকে তুলে দেওয়া হয় দাবি সম্বলিত স্মারকলিপি। জেলা শিক্ষা আধিকারিক সমরেন্দ্র নাথ দাস দাবিসমূহের সাথে সহমত পোষণ করে এ সম্পর্কে দফতরের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করার আশ্বাস দেন। ডেপুটেশনে প্রতিনিধিত্বকারী প্রতিনিধি দলে ছিলেন সংগঠনের বিভাগীয় সভাপতি প্রিয়তোষ দেব, বিভাগীয় সম্পাদক নারায়ণ নমঃদাস, ছাত্রনেতা সমিত দেবরায়, সৈকত

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জানুয়ারি।। রাজ্য সরকারের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সংগঠন এবার কর্মচারী স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় नित्य प्रयागित नाप्तरह। प्रश्य পরিবারের এই কর্মচারী সংগঠনটি আগামী কয়েকদিনের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে আন্দোলন কর্মসূচি ঘোষণা করবে। যতটুকু খবর বকেয়া ডিএ ২.৭২-সহ বিভিন্ন বিষয়গুলো নিয়ে তারা তাদের আন্দোলন কর্মসূচি ঘোষণা করবে বলে খবর। উল্লেখ্য, এই

রাজ্যের কর্মচারীদের কেন্দ্রীয় হারে

হুবহু সপ্তম বেতন কমিশন প্রদানের

ঘোষণা করে তার প্রচার চললেও

এই রাজ্যের অধিকাংশ কর্মচারীরা

২.৫৭ও পাচ্ছে না। কেন্দ্রীয় সপ্তম

বেতন কমিশনের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয়

দফতরের কর্মচারীরা ২.৭২ পাচ্ছে।

সর্বোচ্চ ২.৭২ কেন্দ্রীয় সরকারের

কর্মচারীরা পেলেও এই রাজ্য

সরকারের কর্মচারীরা সর্বোচ্চ ২.৫৭

শিক্ষকরা সর্বোচ্চ সমস্ত ধরনের সুযোগ পেলেও এই রাজ্যের শিক্ষকরা সেই সুযোগ পাচ্ছে না। তাছাড়া টেট বঞ্চনা তো আছেই। টেটে উত্তীর্ণদের ফিক্সড পে-তে চাকরি প্রদান, দীর্ঘ সময় তাদের ফিক্সড পে-এ রাখার বিষয়টি ক্ষোভের অন্যতম কারণ। কোনও কোনও মহলে এনিয়ে জোর চর্চা চললেও এই রাজ্যের কর্মচারীদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো নিয়ে মেলারমাঠপন্থী কর্মচারী সংগঠন গণ-অবস্থানও সংগঠিত করেছে। এই ক্ষেত্রে ফিক্সড পে চাকরি নিয়ে কোনও কোনও মহল থেকে আপত্তি জানাচ্ছে। আবার কোনও মহল তার সপক্ষে যুক্তিও দেখাচ্ছে। মেলারমাঠপন্থী কর্মচারী সংগঠন সিসি সেন্টারের সামনে গণ-অবস্থান সংগঠিত করে এই রাজ্যের কর্মচারীদের বঞ্চনার বিষয়টি তুলে ধরেছে। আবার সরকারের অতি ঘনিষ্ঠ একটি

कर्माती वथना निस्य गार्ट

মছে সরকারপন্থী সংগঠন পাচ্ছে। তাছাড়া কেন্দ্রীয় সরকারের সংগঠন বিভিন্ন জায়গায় যখন হারে সপ্তম বেতন কমিশনের অভ্যন্তরীণ কোনও বৈঠকে বসছে বঞ্চনা ইত্যাদি বিষয়গুলো এই সেই সময়েও তারা কর্মচারী বঞ্চনা সংগঠনটি তুলে ধরবে। এখন নিয়ে খোলামেলা আলোচনা এটাই দেখার কর্মচারীদের বিষয়গুলো নিয়ে দর্বার আন্দোলন করছে। শুধু তাই নয়, আজকের দিনে কর্মচারীদের একটা বিরাট সংগঠিত করে অজয় বিশ্বাসদের অংশ বর্তমান সরকারের আমলে লড়াইয়ের ইতিহাসকে স্মৃতিতে কর্মচারী বঞ্চনার বিষয়গুলো রেখে নতুনভাবে কোন সংগঠন নীরবে চেপে গেলেও কোনও নয়া ইতিহাস তৈরি করতে পারে। কোনও সংগঠন তাতে সরব হচ্ছে। টেট শিক্ষকদের ফিক্সড পে-তে আবার সরকার ঘনিষ্ঠ একটি চাকরি প্রদান নিয়ে বর্তমান সংগঠন কর্মচারীদের দাবিগুলো শিক্ষামন্ত্রী বাম আমলে সরব নিয়ে তেমনভাবে কিছু করছে না হয়েছিলেন। এখন তার আমলেই বলে অভিযোগ। সরকারের চলছে ফিকাড পে-তে টেট লেজুরবৃত্তি করে আসা এই উত্তীর্ণদের চাকরি প্রদান। আসলে সরকারে থাকা আর বিজেপি সংগঠনটি কার্যত কর্মচারীদের ভয়ভীতি দেখিয়ে বিভিন্ন শিবিরে থাকা দুটোর মধ্যে যে কথা কর্মসচিতে শামিল করানোর বার্তায় নেতা বিধায়কদের অমিল অভিযোগও উঠছে। এবার এই রয়েছে তার বড় উদাহরণ সুযোগকে কাজে লাগিয়ে সরকার শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ। ডাবল ঘনিষ্ঠ অপর একটি সংগঠন ইঞ্জিনের সরকারের আমলে টেট সরকারের সমালোচনা না করেও উত্তীর্ণদের ফিক্সড পে-তে রাখার কর্মচারী বঞ্চনার বিষয়গুলো তুলে বিষয়টি রীতিমতো ক্ষোভের ধরবে। যতটুকু খবর, ডিএ, কেন্দ্রীয় অনতেম কাবণ।

নেতাজির মূর্তি বসবে ইভিয়া গেটে

नয়ामिल्लि, २১ জাनুয়ারি।। ইভিয়া গেটে বসতে চলেছে নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর পূর্ণাবয়াব মূর্তি। নেতাজির ১২৫তম জন্মবার্ষিকী উদ্যাপন উপলক্ষে এই মূর্তি বসানো হতে চলেছে। একটি টুইট বার্তায় এমনটাই ঘোষণা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। গ্রানাইট পাথর দিয়ে তৈরি হতে চলেছে এই মূর্তি। প্রধানমন্ত্রী লেখেন, 'সমগ্র দেশ নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর ১২৫ তম জন্মবার্ষিকী উদ্যাপন করছে। আমি জানাতে চাই, ইন্ডিয়া গেটে গ্রানাইট দিয়ে তৈরি নেতাজির বিশাল মূর্তি স্থাপিত হবে। দেশ যেভাবে তাঁর কাছে ঋণী, তারই প্রতীক হিসেবে তৈরি হতে চলেছে এই মূর্তি।" যত দিন না মূর্তি তৈরি হচ্ছে, তত দিন ওই জায়গায় নেতাজির হলোগ্রাম মূর্তি থাকবে। রবিবার হলোগ্রাম মূর্তি-র উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী।

সমীকরণও এঁকে দিলেন সুবল

ভৌমিক। ত্রিপুরার রাজনীতিতে

কখন কি হয় তা কারোর কাছেই স্পষ্ট

নয়। সুবল ভৌমিক এই রাজ্যের

রাজনীতিতে সবচেয়ে বেশি দল

পাল্টানোর রেকর্ড গড়েছেন। এবার

ইভিয়া গেটের মশাল নিভলো, শিখা মিশলো জাতীয় যুদ্ধসৌধের শিখায়

নয়াদিল্লি, ২১ জানুয়ারি।। দিল্লির ইন্ডিয়া গেটের সামনে অমর জওয়ান জ্যোতির অনির্বাণ শিখা মিশলো জাতীয় যুদ্ধ স্মারকের শিখায়। সেনা জওয়ানরা এই অগ্নিশিখাকে বহন করে আনেন। মিশিয়ে দেন জাতীয় যুদ্ধসৌধের সঙ্গে। ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ স্বাধীনতা যুদ্ধে প্রয়াত সেনাদের স্মৃতিতে ইন্ডিয়া গেটের কাছে অমর জওয়ান জ্যোতির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী। তখন থেকে জ্বলছিল এই অনির্বাণ শিখা। কিন্তু সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার সিদ্ধান্ত নেয়, ৪০০ মিটার দূরে জাতীয় যুদ্ধ স্মারকের অনির্বাণ শিখার সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হবে অমর জওয়ান জ্যোতির সেই অনির্বাণ শিখা। সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শিখা বহন করে যুদ্ধ স্মারকে আনেন বাহিনীর জওয়ানরা। শুক্রবার বিকেলে দুই শিখা মিশে গেল। রইল কিছু বিতর্কের ধোঁয়া। কেন্দ্রের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে শেষ মুহূতে প্রতিবাদে সরব হন বিরোধীরা। তাঁদের প্রশ্ন, কেন এমন সিদ্ধান্ত নিল মোদি সরকার? আর এটা কি শহিদদের আত্মবলিদানের অমর্যাদা নয় ? আরও প্রশ্ন ওঠে তবে অমর জওয়ান জ্যোতির শিখা কি নিভছে? এ নিয়ে মোদি সরকারের ব্যাখ্যা, অমর জওয়ান জ্যোতির অনির্বাণ শিখা নিভছে না। তাকে কেবল জাতীয় যুদ্ধ স্মারকে প্রজ্জ্বলিত শিখার সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

সদর কংগ্রেসের প্রশিক্ষণ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হবে। আগরতলা, ২১ জানুয়ারি ।। এদিকে কংগ্রেসের উদ্যোগে ২৩ আগামী ২৬ ও ২৭ জানুয়ারি দু'দিন ব্যাপী সদর জেলা কংগ্রেস কমিটির উদ্যোগে সাংগঠনিক প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হবে। ২৬ জানুয়ারি বিকাল ৩টায় এই প্রশিক্ষণ শিবির শুরু হবে। চলবে দীর্ঘ সময়। ২৭ জানুয়ারি সকাল ১১টায় এই প্রশিক্ষণ শিবির শুরু হয়ে এদিনই শেষ হবে। আগরতলা পোস্ট অফিস চৌমুহনিস্থিত কংগ্রেস ভবনে এই

জানুয়ারি নেতাজি জন্মজয়ন্তী, ২৬ জানুয়ারি প্রজাতন্ত্র দিবস এবং ৩০ জানুয়ারি মহাত্মা গান্ধীর প্রয়াণ দিবস পালন করা হবে। সকাল ৮টায় কর্মসূচি শুরু হবে কংগ্রেস ভবনে তারপর গান্ধীঘাটে থাকবে কর্মসূচি। দলের তরফে জানানো হয়েছে আগরতলার পাশাপাশি রাজ্যের অন্যান্য জায়গায়ও কর্মসূচি সংগঠিত হবে। থাকবে সেবামূলক নানা কর্মসূচিও।

পরিস্থিতি চলছে এক্ষেত্রে করোনার

নিয়ন্ত্রণের সম্ভাবনা কম দেখছে

সিপিএম নেতৃত্ব। সিপিএম প্রকাশ্য

সমাবেশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেও

তা করোনাবিধির কারণে সম্ভব হবে

না। তবে সম্মেলন করা যাবে

স্বাস্থ্যবিধি মেনে। সিপিএম বরাবরই

অভিযোগ করে আসছে গত ৪

কোভিড কারণে পিছিয়ে সিপিএম'র রাজ্য সম্মেলন

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা,২১ জানুয়ারি।।করোনা পরিস্থিতিতে সিপিএম রাজ্য সম্মেলন পিছিয়ে যাচেছ। ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি রাজ্য সম্মেলন আগরতলায় অনুষ্ঠিত হবে বলে দলের তরফে 'স্থির' সিদ্ধান্ত হয়েছিলো। একই সাথে আগরতলায় প্রকাশ্য সমাবেশ করারও সিদ্ধান্ত ছিলো সিপিএম'র। কেন্দ্রীয় কমিটির নেতাদের এনে আগরতলায় রাজ্য সম্মেলন করার পাশাপাশি রাজ্য সমাবেশ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হলেও ভিলেন করোনা। তাই এখন আপাতত রাজ্য সম্মেলন পিছিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে চলেছে সিপিএম। দলের বিশ্বস্ত নেতৃত্ব জানিয়েছেন, বিষয়টি নিয়ে আগামী কয়েকদিনের মধ্যে আলোচনা হবে। শুধু তাই নয়, এই সময়ে এই বিষয়গুলো তুলে ধরে এক সিপিএম নেতা জানিয়েছেন, এই সময়ের মধ্যে ২৪টি মহকুমা কমিটির মধ্যে ২২টি মহকুমা কমিটির সম্মেলন শেষ হয়ে গেছে। দুটো মহকুমা কমিটির সম্মেলন এখনও শেষ হয়নি। কুমারঘাট এবং কৈলাসহর মহকুমা কমিটির সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়নি বলে জানা গেছে। আবার আটটি সাংগঠনিক জেলা কমিটির মধ্যে পাঁচটি সাংগঠনিক জেলা কমিটির সম্মেলন সম্পন্ন হয়েছে। এখনও ঊনকোটি, খোয়াই ও দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা সাংগঠনিক কমিটির সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়নি। রাজ্য কমিটির এক নেতার বক্তব্য থেকে জানা গেছে, এই সময়ের মধ্যে করোনা পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্যবিধি মেনে এইসব সম্মেলনগুলো সম্পন্ন করা হবে। তবে রাজ্য সম্মেলন ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি সময়ে হচ্ছে না বলে তা নিশ্চিত করেছেন ওই সিপিএম নেতৃত্ব। পরবর্তী সময়ে সিদ্ধান্তগ্রহণ করে রাজ্য সম্মেলন করা ও এই সম্মেলনকে কেন্দ্র করে প্রকাশ্য সমাবেশ যাবতীয় বিষয়গুলো নিয়ে প্রকাশ্যে জানানো হবে। তবে যে

জানুয়ারি দেশের প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে আগরতলায় সমাবেশ সংগঠিত হওয়ার পর থেকে করোনার প্রভাব বেড়েছে এই রাজ্যে। এখন সিপিএম যদি কোনও কর্মসূচি গ্রহণ করে এক্ষেত্রে পাল্টা জবাবও দেওয়ার রসদ পেয়ে যাবে বিজেপি। তবে বিজেপির প্রদেশ নেতৃত্ব এই সময়ে করোনার প্রভাব বাড়া নিয়ে কোনও মন্তব্য করছে না। এর আগে করোনার প্রভাব নিয়ে কার্যত সিপিএমকেই কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছিলো প্যারাডাইসের কর্মসচির পর রাজ্যে করোনার প্রভাব বেড়েছে বলে ওই সময় বিজেপি দাবি করেছিলো। শুধু তাই নয়, সিপিএম নেতাদের বিরুদ্ধে মামলাও হয়েছিলো। এখন করোনার বৃদ্ধির ব্যাখ্যা দিচ্ছে না বিজেপি নেতারা। ২৪ ঘণ্টা আগে বিজেপি কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে করোনার প্রভাব বাডার বিষয়ে বিজেপির মূল্যায়ন না করার কথাই প্রকাশ্যে জানালেন এক নেতা। করোনার প্রাদুর্ভাব বা সমসাময়িক বিষয়গুলোর চেয়ে এই রাজ্যে বেশি রাজনীতি হয়েছে। তার চেয়ে বড় ঘটনা বর্তমানে করোনার উদ্বেগজনক বৃদ্ধির সময়েও আর কারণ ব্যাখ্যা করতে প্রকাশ্য আসছেন না বিজেপি নেতারা। তবে সিপিএম বরাবরই দাবি করছে, এই সময়ে করোনার প্রাদুর্ভাবের বৃদ্ধির কারণ গত ৪ জানুয়ারির জমায়েত। এই সময়ে সিপিএম এই বিষয় নিয়ে কাৰ্যত শাসক দল ও সরকারকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে নতুন করে নিজেদের কর্মসূচি পালনের ক্ষেত্রে যথেস্টই সতর্ক বলে রাজনৈতিক মহল মনে করছে।

কংগ্রেসের দিকে হেলে প

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জানুয়ারি।। ঐতিহাসিক দিন ২১ জানুয়ারি ত্রিপুরা পূর্ণরাজ্য দিবস। স্বশাসন পেয়েছে রাজ্যবাসী। পূর্ণরাজ্যের মর্যাদা পেয়েছিলো এদিনে। স্বাধীনতার পরে ত্রিপুরা ১৯৪৯ সালের ১৫ অক্টোবর ভারতবর্ষের অন্তর্ভুক্তি হয়। তখন ত্রিপুরা ছিলো 'সি' ভুক্ত রাজ্য। তারপর ত্রিপুরা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল রুনপে পরিচালিত হয়। ১৯৭২ সালের ২১ শে জানুয়ারি ত্রিপুরা পূর্ণরাজ্যের মর্যাদা পেয়েছে। স্বশাসন পেয়েছে। এদিনটি অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ ও আনন্দেরও। কথাগুলো বললেন তৃণমূল রাজ্য স্টিয়ারিং কমিটির আহ্বায়ক সুবল ভৌমিক। তিনি



আজকের দিনটি কেমন যাবে

মেষ : পারিবারিক নানা ব্যাপারে প্রতিকূলতার মধ্যে অগ্রসর হতে i আছে। সরকারি কর্মে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ╏ মধ্যে অগ্রসর হতে হবে। ব্যবসায়ে প্রতিকূলতার পরিবেশ পাওয়ার সম্ভাবনা প্রণয়ে বাধা-বিদ্মের যোগ 🕺 আছে।

বৃষ : পারিবারিক | ব্যাপারে পিয়ক্ত ব্যাপারে প্রিয়জনের সঙ্গে 📗 ___ মতানৈক্যের সম্ভাবনা। সরকারি | স্বাস্থ্য নিয়ে দুশ্চিন্তা থাকবে। কর্মে ঊর্ধ্বতনের সঙ্গে প্রীতিহানির | ব্যবসায়ে উন্নতির যোগ আছে। সম্ভাবনা। নানা কারণে মানসিক | অর্থ ভাগ্য শুভ। চাপ থাকবে দিনটিতে। তবে i ব্যবসায়ে লাভবান হতে পারেন। মিথুন : সরকারি কর্মে চাপ বৃদ্ধি ও 🖁 অগ্রসর হতে হবে। আর্থিক ক্ষেত্রে

সমস্যা বা ভুল সিদ্ধান্তের জন্য পাওয়া যাবে। অকারণে ক্ষতিবাঝামেলায় জড়িয়ে পড়তে দুশ্চিন্তা এবং অহেতুক কিছু সমস্যা । পারেন। দিনটিতে সতর্ক দেখা যাবে। প্রণয়ে প্রতিকূলতার । থাকবেন। মধ্যে অগ্রসর হতে হবে।

কর্কট : কর্মসূত্রে দিনটিতে | দায়িত্ব বৃদ্ধি। উধর্বতনের সঙ্গে জ্ঞানীগুণীজনের সান্নিধ্য লাভ ও | মতানৈক্য ও প্রীতিহানির লক্ষণ শুভ যোগাযোগ সম্ভব হবে। i

পারিবারিক ব্যাপারে i কারো সঙ্গে মতানৈক্যের ¦ সম্ভাবনা। সরকারি কর্মে বাধা-বিঘ্নের লক্ষণ আছে, তবে ব্যবসায়ে লাভবান হবার সম্ভাবনা আছে। প্রণয়ে আবেগ বৃদ্ধি যেহেতু

মনোকস্টের যোগ আছে। উন্নতির যোগ আছে। | পাবে।সরকারিভাবে কর্মেউন্নতির আর্থিক ক্ষেত্রে |

আয়-ব্যয়ের ভারসাম্য থাকবে। | চাকরিস্থলে নিজের দক্ষতা বা i পরিশ্রমে কিছুটা স্বীকৃতি পাওয়া । আছে। প্রণয়ে আগ্রহ বৃদ্ধি পেতে যাবে। তবে সহকর্মীর দ্বারা সমস্যা 🖁 বা ক্ষতির সম্ভাবনা। স্বাস্থ্য নিয়ে ¦ <mark>মীন :</mark> পারিবারিক ব্যাপারে ব্যস্ততা চিন্তিত হতে পারেন।

কন্যা : দিনটিতে চাকরিজীবীরা ্রান্ত্রক চাপ এবং । দায়িত্ব বৃদ্ধিজনিত কারণে । অধিক উৎক্ষিত কি অতিরিক্ত মানসিক চাপ এবং **l** থাকবেন।ব্যবসায়ে লাভবান হবার 📗

যোগ আছে। তুলা : সরকারি কর্মে ঊর্ধ্বতনের | সন্তানের বিদ্যা ক্ষেত্রে আশানুরূপ

কর্মে যশবৃদ্ধির সম্ভাবনা আছে। আর্থিক ক্ষেত্রে শুভফল। শিল্প সংস্থায় হবে। হঠাৎ আঘাত পাবার যোগ । কর্মরতদের মানসিক উত্তেজনার জন্য কর্মে অগ্রগতি বজায় রাখা কঠিন হতে পারে। শরীরের প্রতি যত্রবান হওয়া দরকার।

> বৃশ্চিক: কর্মক্ষেত্রে আবেগ সংযত ্র ন্র্বান্থেত করতে হবে। সরকারি কর্মে নানান ঝামেলার সম্মুখীন হতে হবে।

ধনু : দিনটিতে কর্মে বাধা-বিদ্মের মধ্যে ং(िॐ অগ্রসর হতে হবে। নানা কারণে প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে ¦ সরকারি কর্মচারীদের দায়িত্ব বৃদ্ধির সম্ভাবনা ব্যবসায়ীদের হঠাৎ কোন

l মকর : সরকারি কর্মে চাপ ও

আছে। কর্মস্থান বা কর্ম পরিবর্তনেরও যোগ 🔀 🔿 আছে। এর ফলে মানসিক চাপ ও দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি পাবে। নিজের পরিকল্পনাকে অন্যের মতো পরিবর্তন করবে না। তবে কোন অসুবিধা হবে না। কুন্ত: প্রশাসনিক কর্মে যুক্ত সিংহ: প্রফেশন্যাল লাইনে আর্থিক | ব্যক্তিদের কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি

> 🚜 যোগ আছে। আর্থিক ভাব শুভ। ব্যবসায়েও লাভবান হবার লক্ষণ

পারে। বৃদ্ধি পাবে। প্রশাসনিক কর্মে কিছুটা বাধা বিঘ্নের সম্মুখীন হতে পারেন। শত্রু থেকে সাবধান

দ্রব্যের ব্যবসায়ে লাভবান হওয়ার দিন। প্রণয়ে শুভ ফল লাভ সম্ভব নয়। সাহায্য পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। । ফল লাভে বিঘ্ন হতে পারে।



আরও বলেন, ত্রিপুরা পিছিয়ে পড়া রাজ্য। অর্থানৈতিক সামাজিকভাবে অত্যন্ত পিছিয়ে আছে ত্রিপুরা। কমিউনিস্ট পার্টির দীর্ঘ শাসনে ত্রিপুরা পিছিয়ে গেছে। পরবতী সময়ে ভারতীয় জনতা পার্টি ত্রিপুরাকে আরও বেশি পিছিয়ে দিয়েছে। গত চার বছরের শাসনে এ রাজ্যের মানুষের আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছে। শুধু তাই নয়, ত্রিপরার মতো রাজ্যে প্রতিদিন সংবিধান ভুলষ্ঠিত হচ্ছে, সংবিধান অধিকার খর্ব হচ্ছে, লঙ্খিত হচ্ছে অধিকার নেই। ন্যুনতম

মর্যাদা পেলেও অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও স্বাধীনভাবে অধিকার পায়নি এ রাজ্যের মানুষ। প্রতিদিন মানুষের উপর অত্যাচার হচ্ছে। আক্রমণ নামিয়ে আনা হয়েছে। বাডিঘরে হামলা চলছে। এসব চলছে প্রতিদিন। তাই পূর্ণরাজ্যের দিবসেও রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে বিরোধীদের কর্মসূচি করতে হচছে।সূবল আইন। মানুষের বেঁচে থাকার ভৌমিক বিষয়গুলো তুলে ধরে বলেন, সময় এসেছে এর বিরুদ্ধে খাদ্য - বস্ত্র - বাসস্থানের অভাব রুখে দাঁডানোর। তিনি আবারও রয়েছে। উন্নয়নের ছোঁয়া লাগেনি। আশা প্রকাশ করে বলেছেন, ২০২৩

সালে তৃণমূল এ রাজ্যের ক্ষমতায় এসে পূর্ণরাজ্যের প্রকৃত সুফল পৌঁছে দেবে সকলের কাছে। ২১ জানুয়ারি তৃণমূল কংথেসের উদ্যোগে বনমালীপুরস্থিত ক্যাম্প অফিসে দিনটি পালিত হয়। পতাকা উত্তোলন সহ নানা কর্মসূচির মাঝেই সংক্ষিপ্ত ভাষণে সুবল ভৌমিক রীতিমতো ক্ষোভ উগলে দেন। তিনি রাজ্য সরকারের সমালোচনায় একদিকে যেমন সরব হয়েছেন ঠিক তেমনি বিগত বাম সরকারের বিরুদ্ধেও সুর চড়িয়েছেন। রাজনৈতিক মহল মনে করছে. কংগ্রেসের দীর্ঘ শাসনকে কার্যত ছাড দিয়ে সবল ভৌমিক দরাজ সার্টিফিকেট দিয়েছেন। নিকট

কংগ্রেসের শাসনকে অন্য মেজাজে দেখে পূর্ণরাজ্য দিবসে সুবল ভৌমিকের অপূর্ণতার বার্তাও দিলেন। ত্রিপুরার দীর্ঘ শাসনে কংগ্রেস এবং সিপিএমের পর বিজেপি এসেছে। সুবল ভৌমিক এদিন রাজনৈতিক আক্রমণে সিপিএম এবং বিজেপিকে বিদ্ধ করলেও কংগ্রেসের আমল নিয়ে কিছুই বলেননি। সমালোচনা দূরের কথা প্রশংসার বিষয়টিও যেন চেপে গেলেন। ২০২৩ সালের আগে রাজ্য রাজনীতিতে ২১ জানুয়ারির এইদিনের কর্মসূচি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। তুণমূল কংগ্রেসের তরফে এদিন আগরতলার পাশাপাশি রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় নানা কর্মসূচি পালন করা হয়েছে। সেই সাথে সামাজিক দায়বদ্ধতায় বিভিন্ন জায়গায় শান্তনু সাহা সহ অন্যান্যরা মাস্ক বিতরণ করেন সাধারণ মানুষের মধ্যে। সেবামূলক ভাবনায় এই কর্মসূচি ছিলো। আগরতলা এবং রাজ্যের অন্যান্য জায়গায় তৃণমূল কংগ্রেস পুর্ণরাজ্য দিবস পালনের পাশাপাশি সামাজিক রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নিয়ে নতুন দায়বদ্ধতা কর্মসূচিও পালন করেছে।

ত্রিপুরার উদ্যোগে বিভিন্ন জায়গায়

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, উপস্থিত ছিলেন সালেমা কমলপুর, ২১ জানুয়ারি।। পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান হেপাটাইটিস ফাউন্ডেশন অফ সুজিত বিশ্বাস, বিএসির চেয়ারম্যান বিমল দেববর্মা, ধলাই পূর্ণরাজ্য দিবস পালন করা হয়। জেলা পরিষদের সহ সভাপতি ত্রিপুরা পূর্ণরাজ্য দিবসে অনাদিসরকার,ডাক্তার শুভাশিস হেপাটাইটিস ফাউন্ভেশন অফ দে, ডাক্তার মনু দেববর্মা সহ ত্রিপুরার কমলপুর শাখার অন্যান্যরা।রক্তদান শিবির উদ্যোগে সালেমা কমিউনিটি ঘিরে ব্যাপক সাডা লক্ষ্য করা হলে এক রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত গেছে। পূর্ণবাজ্য দিবসে হয়। বিজেপি সালেমা মণ্ডল হেপাটাইটিস ফাউন্ভেশন অফ কমিটির সহযোগিতায় এই ত্রিপুরা সেবামূলক কর্মসূচি আয়োজন ছিলো। এই পর্বে জারি রেখেছে।

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জানুয়ারি।। মহিলা মোর্চার উদ্যোগে আগরতলা সহ গোটা রাজ্যেই নানা কর্মসূচি পালন করা হচ্ছে। সেবামূলক ভাবনায় এই কর্মসূচি চলছে করোনা পরিস্থিতিতে। কোভিড টিকাকরণ কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে এই সময়ের মধ্যে বিভিন্ন টিকাকরণ কেন্দ্রগুলোতে মহিলা মোর্চার তরফে পরিদর্শন করা হয়। বিভিন্ন বিদ্যালয়ে চলছে কর্মসূচি। তারই অঙ্গ হিসেবে

উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে

কোন নির্দেশ না পাওয়ায় ক্লাশ

পরিদর্শন করেন প্রদেশ মহিলা মোর্চার সভানেত্রী ঝর্ণা দেববর্মা, রত্না দেবনাথ, চামিলী সাহা সহ অন্যান্যরা। সেবামূলক ভাবনায় বিজেপির মহিলা মোর্চার কর্মসূচি জারি রয়েছে সর্বত্রই।মূলত টিকাকরণ বিষয়ে মহিলা মোর্চার বৰ্তমান প্ৰেক্ষিতে সামাজিক দায়বদ্ধতায় কর্মসূচি জারি রাখা হয়েছে। আগরতলার পাশাপাশি রাজ্যের অন্যান্য জায়গায়ও কর্মসূচি পালন করা হয়।

বোধজং বয়েজ, বোধজং গার্লস

ও মহাত্মা গান্ধি মেমোরিয়াল স্কুল

খবর নয়, যেন বিস্ফোরণ 7085917851

ধাঁধাটি সমাধান করতে প্রতিটি ফাঁকা ঘরে ১ থেকে ৯ ক্রমিক সংখ্যা ব্যবহার করতে হবে। প্রতিটি সারি এবং কলামে ১ থেকে ৯ সংখ্যাটি একবারই ব্যবহার করা যাবে। নয়টি ৩ X ৩ ব্লুকেও একবারই ব্যবহার করা যাবে ওই একই নয়টি সংখ্যা। সফলভাবে এই ধাঁধাটি যুক্তি এবং বাদ দেওয়ার शक्तिमारक (यादा श्रेतवी कर्ता मारत ।

वाबन्सारम् स्मरम पृत्तम पन्ता पारम ।									
সংখ্যা ৪১২ এর উত্তর									
6	1	5	7	4	2	9	8	3	
3	8	7	6	1	9	5	4	2	
4	2	9	8	5	3	1	7	6	
9	4	6	3	7	8	2	1	5	
1	7	2	4	6	5	3	9	8	
8	5	3	9	2	1	7	6	4	
2	6	1	5	8	7	4	3	9	
5	9	4	1	3	6	8	2	7	
7	3	8	2	9	4	6	5	1	

ক্রমিক সংখ্যা — ৪১৩								
	8					5	2	1
	1		8	2	9			
2	4	6	1	3				
6	7		4		8	2	3	5
4	5			1	2	6		
	3	2	7			4	1	8
Г				7				2
7						1		3
8					1		5	4

নিদেশ অমান্য করে চলছে বিদ্যালয়



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ২১ জানুয়ারি।। রাজ্যে হু হু করে বৃদ্ধি পাচেছ করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। বিশেষজ্ঞরা বারবার বলছেন করোনার এই তৃতীয় ঢেউ বিশেষ করে শিশুদের জন্য ভয়ের। এই জায়গায় দাঁড়িয়ে রাজ্য শিক্ষা দফতর তথা সরকার ইতিমধ্যেই প্রাথমিক স্তর থেকে সপ্তম শ্রেণি পর্যন্ত পঠনপাঠন পুরোপুরি বন্ধ রাখার পাশাপাশি বেশ কিছু বিধিনিষেধের উপর ভিত্তি করে ছাত্রছাত্রীদের স্বাস্থ্যের

শিক্ষাব্যবস্থা এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কিন্তু সরকারি বিধিনিষেধের তোয়াক্কা না করেই কল্যাণপুরের বিভিন্ন এলাকায় বন্ধন পরিচালিত প্রাক প্রাথমিক স্তরের বিদ্যালয়গুলি চলছে দেদার গতিতে। কল্যাণপুর ব্লকের অন্তর্গত পশ্চিম ঘিলাতলী গ্রাম পঞ্চায়েতের নাথ পাড়াতে দেখা গেল সম্পূর্ণ এক ভিন্ন চিত্র। এই করোনার দাপটের মধ্যেও চলছে বিদ্যালয়। সাথে সাথে বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা লিপিকা দেবনাথের কাছে এই বিষয়ে বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দিয়েই জানতে চাওয়া হলে তিনি জানান,

চলছে। বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীদের হাজিরা খাতায়ও দেখা গেল রোজ বিদ্যালয় চলছে। এই বিষয়ে বিদ্যালয় পরিচালনার সাথে যুক্ত সঞ্জিত দেবনাথ জানান, এখন থেকে বিদ্যালয় বন্ধ করে দেওয়া হবে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কোমলমতি ছাত্র-ছাত্রীদের স্বাস্থ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলার অধিকার বেসরকারি সংস্থাকে কে দিল ? সাধারণ মানুষের মত হলো শুধু এবছর না বিগত বছরও করোনার সময় ঠিক একই রকম আচরণ করেছিল স্কুল কর্তৃপক্ষ। সাধারণ মানুষের দাবি প্রশাসনিক নির্দেশকে মান্যতা দিয়ে বন্ধ থাকুক স্কুল। এই স্কুলটি যে বাড়িতে রয়েছে সেই জায়গার মালিক মানিক মজুমদার জানান, তিনিও অবাক কিভাবে সরকারি নির্দেশকে মান্যতা না দিয়ে শিশুদের স্বাস্থ্যের কথা বেমালুম ভূলে যাচ্ছেন স্কুল কর্তৃপক্ষ। এখন দেখার, এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রশাসন কি রকম

কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করে?

নাইট কারফিউ

দাপট গরু পাচারকারীদের

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কাঁঠালিয়া, ২১ জানুয়ারি।। নাইট কারফিউতে একের পর এক অপরাধমূলক ঘটনা ঘটে চলেছে। বিশেষ করে চুরির ঘটনা ক্রমশ বেড়েই চলেছে। বাড়িঘর, দোকানের পাশাপাশি গবাদি পশুও চুরি হচ্ছে। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে সোনামুড়ার মেলাঘর থানাধীন কামরাঙ্গাতলি এলাকায় এক বাড়ি থেকে তিনটি গরু চুরি হয়। সাদেক মিয়ার পরিবার তিনটি গরুর উপরই নির্ভরশীল ছিল। প্রতিদিন দুধ বিক্রি করে তাদের সংসার চলে। কিন্তু রাতের অন্ধকারে চোরের দল তার বাড়িতে হানা দিয়ে তিনটি গরু নিয়ে যায়। গভীর রাতেই তিনি প্রাকৃতিক কাজের জন্য ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন। তখনই ঘটনাটি জানাজানি হয়। সাদেক মিয়ার বাড়ির সামনে গাড়ির চাকার ছাপ দেখা গেছে। ধারণা করা হচ্ছে চোরের দল গাড়ি নিয়ে এসে গরু চুরি করে পালিয়ে যায়। শুক্রবার ভোরেই মেলাঘর থানার পুলিশকে ঘটনা সম্পর্কে জানানো হয়। কিন্তু পুলিশ এদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত সাদেক মিয়ার বাড়িতে এসে ঘটনার তদন্ত করার প্রয়োজন বোধ করেনি। স্থানীয়দের মধ্যে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে নাইট কারফিউতে কিভাবে এ ধরনের দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটছে। পুলিশের দুর্বলতার কারণেই যে রাজ্যে অপরাধমূলক ঘটনা বেড়ে চলেছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। যদি সাধারণ মানুষ বিশেষ প্রয়োজনে রাতে রাস্তায় বের হন, তাহলে পুলিশ তাদের চেপে ধরে। সেই জায়গায় চোর এবং পাচারকারীরা গভীর রাতে রাস্তায় বের হলেও পুলিশ তাদের আটকায় না। তাহলে কি রাতে পুলিশ টহলদারি বন্ধ করে দেয়? যদি এমনটা হয়ে থাকে তাহলে নৈশকালীন কারফিউ কার্যকরের কি অর্থ দাঁড়ায়?

রক্তদান

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২১ জানুয়ারি।। রক্তদান জীবনদান এই স্লোগানকে সামনে রেখে দিননাথ নারায়ণী বিদ্যামন্দিরের উদ্যোগে শুক্রবার স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। উত্তর জেলার জেলা হাসপাতালে মুমূর্যু রোগীদের প্রয়োজনীয় রক্তস্বল্পতা দূরীকরণে এগিয়ে এসে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করে ধর্মনগরস্থিত मीननाथ नाताय्यी विम्यामित्तत ছাত্রছাত্রীরা। রক্তদান শিবিরে চিকিৎসক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. কাবেরী নাথ, ধর্মনগর ব্লাড ডোনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি জহর চক্রবর্তী। এছাড়াও বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক-সহ অন্যান্য শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ছাত্র-ছাত্রীরা উপস্থিত ছিলেন। এদিনের স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরে বিদ্যালয়ের ১৬ জন ছাত্র-ছাত্রী স্বেচ্ছায় রক্তদান করে। ব্লাড ডোনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি স্বেচ্ছায় রক্তদানের জন্য ছাত্র-ছাত্রীদেরকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন এবং আরও বিভিন্ন স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীরা যাতে এভাবে রক্তদানে এগিয়ে আসে তার জন্য তাদের প্রতিও আহ্বান রাখেন তিনি।

আত্মহত্যার চেষ্টা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি. বিশালগড়, ২১ জানুয়ারি।। বিষপানে দুই সস্তানের পিতার আত্মহত্যার চেষ্টার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায় বিশালগড় থানাধীন নারাউরা টিলা এলাকায়। ওই যুবকের নাম আখের মিয়া। বৃহস্পতিবার রাতে আখের মিয়াকে নিয়ে এলাকায় কিছুটা উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছিল। স্থানীয়দের অভিযোগ, এক মহিলার সাথে তাকে দেখা যায় ওই রাতে। এরপরই বিষয়টি নিয়ে অনেকে প্রতিবাদে সরব হন। তার বাড়িতেও ঘটনাটি নিয়ে ঝামেলা হয়েছিল। শুক্রবার সন্ধ্যায় আখের মিয়া বাড়িতে এসে বিষপান করে বলে অভিযোগ। পরিবারের লোকজন ঘটনাটি টের পেয়ে তার প্রাণ বাঁচানোর জন্য দমকল বাহিনীকে খবর দেয়। দমকল কর্মীরা ঘটনাস্থলে এসে আখের মিয়াকে উদ্ধার করে বিশালগড় হাসপাতালে নিয়ে আসে। সেখান থেকে তাকে পরবতী সময় হাঁপানিয়া হাসপাতালে রেফার করা হয়।রাতে সংবাদ লেখা পর্যন্ত তার শারীরিক অবস্থা সংকটমুক্ত হয়নি।

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জানুয়ারি।।রক্ষকই যখন ভক্ষকে পরিণত হয় তখন সাধারণ মানুষ কোথায় যাবে? রাজ্যের বনজসম্পদ রক্ষার দায়িত্ব বনকর্মীদের। কিন্তু তারাই যদি বন ধ্বংসকারীদের মত কাজ করেন, তাহলে তো বন রক্ষা করা সম্ভব নয়। গোমতী জেলার এমনই এক বনকর্মীর বিরুদ্ধে অবৈধ ব্যবসা চালিয়ে যাওয়ার অভিযোগ উঠেছে। উদয়পুরে বন দফতরের লাইসেন্স প্রাপ্ত স-মিলের মাধ্যমে সেই বেআইনি ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে বনকর্মী শিবু। গোটা জেলায় সরকারি স্বীকৃতিপ্রাপ্ত ৫টি স-মিল আছে। আর সেগুলি দেখাশোনার দায়িত্বে আছেন হাজারখানেক কর্মী। বিশেষ করে বিট অফিস এবং

ক্লাস্টার অফিসগুলির উপরই বেশি দায়িত্ব থাকে। কিন্তু তারা সঠিকভাবে নিজেদের দায়িত্ব পালন করছে না বলে ক্রমাগত বন ধ্বংস হচ্ছে। জঙ্গল থেকে গাছ কেটে সেগুলি কাঠ চেরাই করে বিক্রি করে দেওয়া হচেছ। তাদের মধ্যে গোমতী জেলার শিবু এখন অনেকটাই এগিয়ে। বনকর্মীরাই বলছেন অনেকদিন আগে থেকেই শিবু বেআইনি ব্যবসার সাথে জড়িত। কারণ তার অধীনে দু-তিনটি বিট অফিস আছে। সেই সুযোগটিকে কাজে লাগিয়ে শিবু দিনের পর দিন মুনাফা লুটছে বলে অভিযোগ। বন দফতরের জায়গায় গড়ে উঠা গাছ বাঁকা পথে কেটে স-মিল পর্যন্ত নিয়ে আসার দায়িত্ব

করায় তাদের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের অর্থও আদায় করে সে। যখন কোন গাড়িতে করে লগ বোঝাই করা হয় তাতে হেমার নম্বর লাগিয়ে দেন বনকর্মীরা। তাই বন দস্যুদের সব সময় বনকর্মীদের খুশি রাখতে হয়। অন্যথায় বৈধভাবে কাঠ চেরাই করে কিংবা লগ নিয়ে আসলেও হেমার নম্বর বসানোর ক্ষেত্রে টালবাহানা করা হয়। আর এরকম করেই শিব্দের মত বনকর্মীরা প্রত্যেক গাড়ি থেকে অর্থ আদায় করে বলে অভিযোগ। প্রতিদিন তাদের কত টাকা রোজগার হয় তার কোন হিসেবে নেই। দিনের পর দিন যদি এভাবেই বনকর্মীরাই অবৈধ ব্যবসা চালিয়ে যায়, তাহলে এ রাজ্যের বনজসম্পদ কতটুকু রক্ষা শিবুর। যাদেরকে দিয়ে শিবু কাজ হবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

সিএনজি সংগ্রহেই কেটে যাচ্ছে াদন, অসহায় চালকরা হতাশ

মহকুমার একমাত্র সিএনজি ফিলিং স্টেশনে এসে চরম ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন অটো চালক সহ তির ত্রিপুরা ন্যাচারাল গ্যাস

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, অন্যান্য চালকরা। বিশেষ করে তেলিয়ামুড়া, ২১ জানুয়ারি।। অটো চালকদের সমস্যার তো চরম আকার ধারণ করেছে। ফিলিং স্টেশনে আসা অটো চালকদের অভিযোগ, সিএনজির জন্য রাত অনান্য যান চালকরা। অভিযোগের ৩:৩০ মিনিটে এসে দীর্ঘ লাইন ধরেও সকাল ১১:০০ টা বেজে



মহকু মার তেলিয়ামুড়া হাওয়াইবাড়িস্থিত একমাত্র সিএনজি ফিলিং স্টেশনের বিরুদ্ধে। এই ভোগান্তির শিকার দীর্ঘদিনের। এই অটো। কিন্তু দীর্ঘ লাইন ধরে এমনটাই অভিযোগ করে জানালেন ছয় -সাত ঘণ্টা অপেক্ষার পর সিএনজি সুবিধাভোগী অটো-সহ সিএনজি ফিলিং করে গাড়ি নিয়ে

কোম্পানি লিমিটেডের অধীন গেলেও তাদের সিএনজি মেলে না। একপ্রকার আক্ষেপের সুরে অটো চালক জানান যে, তাদের রুজি, রোজগারের একমাত্র সম্বল

একমাত্র সিএনজি ফিলিং স্টেশনে এসে চরম ভোগান্তির শিকার অটোচালক-সহ বিভিন্ন যানবাহন চালকরা। তাছাড়া গাড়ি চালিয়ে পয়সা রোজগার করা পর্যন্ত দায় হয়ে দাঁড়িয়েছে তাদের। অন্যদিকে এবিষয়ে হাওয়াই বাড়িস্থিত সিএনজি ফিলিং স্টেশনটির অপারেটর বিরাজ দাস জানান, যে অফিশিয়ালভাবে নাকি সকাল ৬ টা থেকে দুপুর ১২:৩০ মিনিট পর্যন্ত সিএনজি ফিলিং স্টেশনটি যান চালকদের পরিষেবা প্রদান করা হয়। আর ফিলিং স্টেশনে সিএনজি দেওয়ার সময়সীমা কর্তৃপক্ষ ঠিক করে দেয়ে বলে জানায় ফিলিং স্টেশনের অপারেটর। এখন দেখার বিষয়, টি এন জি সি এল এর এর ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ যান চালকদের সমস্যা দূরীকরণে কি পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

বেরিয়ে তাদের আর গাড়ি চালিয়ে

রোজগার করাটা সম্ভব হয় না। সব

মিলিয়ে বলা চলে মহক্মার

প্রায় ২ কোটি টাকার ব্রাউন সুগার উদ্ধার করল পুলিশ। উত্তর জেলার নবনিযুক্ত পুলিশ সুপার ড. কিরণ কুমার কে'র নেতৃত্বে এদিন অভিযান চালানো হয়। শুক্রবার সন্ধ্যায় ধর্মনগর কলেজ রোডস্থিত হুরুয়ার অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক সাবিদ আলির বাড়িতে অভিযান চালানো হয়। সেখান থেকেই উদ্ধার হয় প্রচুর পরিমাণ ব্রাউন সুগার। ১৫টি কন্টেইনারে ব্রাউন সুগার মজুত ছিল। পুলিশ জানিয়েছে, নেশা কারবারের সাথে জড়িত সাবিদ আলির ছেলে আমিনুল হক। তবে অভিযুক্ত এখন পলাতক। খুব শীঘ্রই তাকে জালে তোলা সম্ভব হবে। উদ্ধারকৃত ব্রাউন

সুগারের বাজার মূল্য প্রায় ২ কোটি

২১ জানুয়ারি।। গোপন সূত্রে প্রাপ্ত এদিনের অভিযানে নবনিযুক্ত রাজ্য নেশামুক্ত হবে না বলে খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সৌম্য দেববর্মাও সাথে ছিলেন। পুলিশের চাইছেন পুলিশের উর্ধ্বতন কর্তারা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, ধর্মনগর, টাকা হবে বলে পুলিশ জানিয়েছে। জালে তুলতে না পারলে কোন দিনই নাগরিকদের অভিমত। ধর্মনগরবাসী



কড়া মনোভাব সত্ত্বেও নেশা কারবার যে রমরমিয়ে চলছে তা আবারও এদিনের ঘটনায় প্রমাণিত হল। পুলিশ কুখ্যাত নেশা কারবারিদের যেন শুধুমাত্র নেশা সামগ্রী উদ্ধার করে দায়িত্ব খালাশ না করেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় নেশা সামগ্রী উদ্ধারের পরই পুলিশ হাত গুটিয়ে নেয়।

মন্দির নগরীতেও

চোরের দাপট

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি.

উদয়পর, ২১ জানয়ারি।। নাইট

কারফিউ'র মধ্যেই চোরেদের

স্বর্গরাজ্য কায়েম হয়েছে গোটা

রাজ্যে। আগরতলার মত

উদয়পুরেও নাইট কারফিউ সত্ত্বেও

একের পর এক চুরির ঘটনা ঘটছে।

বৃহস্পতিবার গভীর রাতে নিউ

টাউন রোডস্থিত এক মুদি দোকানে

হানা দিয়ে ২৫ থেকে ৩০ হাজার

টাকার সামগ্রী এবং নগদ অর্থ

হাতিয়ে নিয়ে যায় চোরের দল।

দোকান মালিক মিলন চন্দ্র সরকার

শুক্রবার সকালে দোকানে এসে

ঘটনাটি টের পান। তিনি এসে

দেখেন দোকানের দরজা ভাঙা। এই

অবস্থা দেখে তিনি হতচকিত হয়ে

পড়েন। দোকানের ভেতরে গিয়ে

দেখেন নগদ অর্থ এবং দামি সামগ্রী

উধাও। এরপরও খবর দেওয়া হয়

আরকেপুর থানার পুলিশকে।

পুলিশ লোক-দেখানোর জন্য

ঘটনাস্থলে এসে তদন্ত করে থানায়

ফিরে আসে। প্রশ্ন উঠছে, থানার ২০০

মিটারের দূরত্বে কিভাবে এ ধরনের

চুরির ঘটনা ঘটলো? গোটা নিউ

টাউন রোডে চুরির ঘটনা চাউর হতেই

ব্যবসায়ীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়েছে।

পুলিশের টহলদারি নিয়েও প্রশ্ন

তুলছেন ব্যবসায়ীরা। তারা বলছেন,

সাধারণ মানুষ রাস্তায় বের হলে পুলিশ

যেভাবে ঘিরে ধরে সেই জায়গায়

চোরের দল কিভাবে অপরাধ

সংঘটিত করে পার পেয়ে যাচ্ছে?

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিলোনিয়া/ কমলাসাগর, ২১ জানুয়ারি।। শুক্রবারও পুলিশের উদ্যোগে বেশকিছু গাঁজা বাগান ধ্বংস করা হয়। এদিন বিলোনিয়া পিআরবাড়ি থানার পুলিশ বিএসএফ জওয়ানদের সাথে নিয়ে কমলপুর



ইন্দিরানগর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় অভিযান চালায়। সেখানে প্রায় ৫ হাজার গাঁজা গাছ ধ্বংস করা হয় বলে পুলিশ জানিয়েছে। বিএসএফ ১৩০ নম্বর ব্যাটেলিয়নের জওয়ানরা এই অভিযানে ছিলেন। একইভাবে মধুপুর থানার পুলিশ বিএসএফ এবং বনকর্মীদের সাথে নিয়ে ৪৩টি ছোট-বড় বাগান ধ্বংস করে। পুলিশের দাবি এদিন ১ লক্ষ ৮০ হাজার গাঁজা গাছ ধ্বংস করা হয়েছে।

পাওনা টাকা চাইতে গিয়ে রক্তাক্ত

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিশালগড়, ২১ জানুয়ারি।। পাওনা টাকা আদায় করতে গিয়ে রক্তাক্ত হলেন এক যুবক। বর্তমানে ওই যুবক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। শুক্রবার দুপুরে বিশালগড় থানাধীন অফিসটিলার নমঃপাড়ায় এ ঘটনা। এলাকার প্রাণতোষ নমঃ প্রতিবেশী কৃষ্ণ নমঃ'র কাছ থেকে টাকা ধার নিয়েছিল। ঘটনাটি অনেকদিন আগের। কৃষ্ণ বেশ কয়েকবার তার কাছ থেকে টাকা চেয়েছিলেন। কিন্তু আজ নয় কাল বলে সময় নিতে থাকে প্রাণতোষ। শুক্রবার দুপুরে ফের প্রাণতোষের কাছে টাকা চাইতে যান কৃষ্ণ। অভিযোগ, তখনই তাকে রাস্তায় ফেলে প্রচণ্ড মারধর করা হয়। এলাকাবাসীও অভিযোগ জানিয়েছেন, অভিযুক্ত প্রাণতোষ এলাকায় বখাটে হিসেবেই পরিচিত। তার হাতে আরও অনেকেই আক্রান্ত হয়েছেন। এ দিনের ঘটনার পর বিশালগড় থানায় তার বিরুদ্ধে অভিযোগ জমা পড়েছে। তবে রাতে সংবাদ লেখা পর্যন্ত পুলিশ তার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। আহত কৃষ্ণ নমঃ'কে ঘটনার পর তার পরিবারের লোকজন উদ্ধার করে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসেন। তারাও চাইছেন অভিযুক্তের কঠোর শাস্তি হোক।

তিপ্রা মথার সভা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিশালগড়, ২১ জানুয়ারি।। গ্রেটার তিপ্রাল্যান্ডের দাবি নিয়ে পূর্ব টাকারজলা ভিলেজ কমিটির ৩নং ওয়ার্ডে শুক্রবার এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন টাকারজলা সাবজোনালের চেয়ারম্যান আপন দেববর্মা। সভায় উপস্থিত কর্মী সমর্থকদের গ্রেটার তিপ্রাল্যান্ডের দাবি সম্পর্কে বুঝান দলীয় নেতৃত্ব। জনজাতিদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে তিপ্রা মথা কি ধরনের কর্মসূচি হাতে নিয়েছে তা উল্লেখ করা হয়। সভায় লোকজনের উপস্থিতি কম হলেও ছোট ছোট সভার মধ্য দিয়ে তিপ্রা মথা নেতৃত্ব আগামী ভিলেজ কমিটির নির্বাচনের আগে নিজেদের

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি চড়িলাম, ২১ জানুয়ারি।। বিদ্যুৎ নিগমে গাড়ি খাটিয়ে বিল পাচ্ছেন না মালিকরা। বিশালগড় ডিভিশনের ৪টি সাবডিভিশন থেকে এমনই অভিযোগ উঠে এসেছে। মালিকদের অভিযোগ, গত ৫ মাস ধরে তাদের বিল মিটিয়ে দেওয়া হচ্ছে না। মালিকরা বহুবার নিগম কর্তাদের কাছে কাতর আবেদন জানিয়েছেন। কিন্তু হচ্ছে হবে বলে সময় কাটিয়ে দেওয়া হয়। একদিকে ঠিকেদাররা কাজ করেও বিল পাচ্ছেন না। বছরের পর বছর তারা নিগম অফিসে চক্কর কাটছেন। আন্দোলন করেও তারা বুঝে উঠতে পারছেন না কবে নাগাদ বিল পাবেন। এখন গাড়ি মালিকরাও আন্দোলনের কথা ভাবতে শুরু করেছেন।অনেকেই ঋণ করে গাড়ি কিনে ভাড়া খাটাচ্ছেন। কিন্তু বিল না পাওয়ায় তারা ঋণের কিস্তিও দিতে পারছেন না। একইভাবে মিটার রিডারও পারিশ্রমিক পাচ্ছেন না। তারাও টাকার জন্য নিগম অফিসে গিয়ে বারবার কর্তাদের কাছে ধর্না দিচ্ছেন। প্রশ্ন উঠছে, নিগম কর্তৃপক্ষ কেন সব অংশের নাগরিকদেরই হয়রানি করছে? আদৌ তারা পারিশ্রমিকের টাকা হাতে পাবেন কিনা তাও নিশ্চিতভাবে বলছেন না। কি কারণে সব ক্ষেত্রেই এ ধরনের গাফিলতি চলছে তা কারোর বোধগম্য হচ্ছে না। অনেকেই বলতে শুরু করেছেন, আগে যখন দফতর ছিল ততটা সমস্যা হয়নি। নিগম হওয়ার পর থেকে মানুষের সুবিধার চাইতে অসুবিধাই বেশি হচ্ছে।

উল্টে গেলো গাড়ি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, মোহনপুর, ২১ জানুয়ারি ।। অল্পের জন্য রক্ষা পেলো ঘর। গভীর রাতে একটি চার চাকার গাড়ি ঘরের সামনে গিয়ে উল্টে যায়। ঘটনাটি হয়েছে মোহনপুরের তুলাবাগান চৌমুহনির ভারত পেট্রোলিয়ামের কাছে। রাত তিনটা নাগাদ ঘরের সামনে বিকট আওয়াজে ঘুম ভাঙে সুকুমারের। তিনি বেরিয়ে দেখেন তার ঘরের সামনে টিআর-০১-০১৬৬ নম্বরের একটি গাড়ি উল্টে আছে। গাড়ির ভেতর কেউ নেই। কাছাকাছি ডাক দিয়েও তিনি



কাউকে পাননি। খবর দেন সিধাই থানায়। পলিশ এসে গাডিটি উদ্ধার করে। তবে অল্পের জন্য গাড়িটি সুকুমারের মাটির ঘরে ধাক্কা দেয়নি। এলাকাবাসীদের দাবি, গভীর রাতে মদ্যপ অবস্থায় বেপরোয়াভাবে গাড়ি চলাচল করে মোহনপরের রাস্তায়। যে কারণে রাতে দুর্ঘটনার সম্ভাবনা থাকে।রাজ্য জুড়ে ৮টা থেকে নাইট কারফিউ জারি করার ঘোষণা রয়েছে সরকারের। অথচ মোহনপুরে নাইট কারফিউতেও গাড়ি চলাচল করে বলে অভিযোগ। কিন্তু পুলিশ রাতে নাইট কারফিউ কার্যকর না করে ঘুমিয়ে থাকে বলে অনেকেরই দাবি। আবার রাতে নেশা কারবারিরাও গাড়ি নিয়ে ঘোরাফেরা করে। সীমাস্ত এলাকা দিয়ে রাতে গাঁজা এবং ফেন্সিডিল পাচার করা হয়। তাদের সঙ্গে পুলিশের আগাম চুক্তি থাকে। এই কারণেই রাতে ইচ্ছে করে পুলিশ নাইট কারফিউ কার্যকর করতে ঠিকভাবে কাজ করে না বলে অভিযোগ।

সংগঠনকে শক্তিশালী করে তুলছেন।

দু-বছর পর ছেলেকে মায়ের কাছে ফেরালেন স্বরূপ

ঠিক হিন্দি সিনেমার প্রতিচ্ছবি। বাস্তবেও যে এমনটা হতে পারে তা অনেকেই ভাবতে পারছেন না। দু-বছর পর নবীন তার মাকে ফিরে পেলেন। সৌজন্যে সোশাল মিডিয়া এবং সোনামুড়ার বাসিন্দা স্বরূপ মিয়া। জলপাইগুড়ির হাসপাতালে স্বরূপ নার্স হিসেবে কর্মরত। দু-বছর আগে তিনি ওই হাসপাতালে কাজে যোগ দিয়েছিলেন। প্রায় দু-বছর আগে দেশ জুড়ে যখন লকডাউন চলছে, তখনই দুর্ঘটনার শিকার হয়েছিলেন নবীন। তাকে গুরুতর আহত অবস্থায় কে বা কারা হাসপাতালে ভর্তি করিয়ে যান। হাসপাতালের খাতায় নবীন অজ্ঞাত পরিচয় যুবক হিসেবেই স্থান পেয়েছিলেন। মাথায় গুরুতর আঘাত লাগায় নবীন স্মৃতিশক্তি হারিয়ে ফেলেছিলেন। তার পর থেকেই নবীনের বাডিঘর হয়ে উঠেছিল হাসপাতালের সার্জিক্যাল বিভাগের ৫৩৬ নং বেড। চিকিৎসার ৬ মাস পর কিছুটা স্বাভাবিক হন নবীন। কিন্তু তখনও নিজের বাড়ির ঠিকানা তো দূরের কথা, নিজের নামটাও সঠিকভাবে বলতে পারেননি। এরই মাঝে ওই হাসপাতালে নার্স হিসেবে কাজে যোগ দেন ত্রিপুরার সোনামুড়ার

সোনামডা. ২১ জানয়ারি।। এ যেন

বাসিন্দা স্বরূপ মিয়া।ঘটনাচক্রে তার তখনই ভবানীপর এলাকার দায়িত্ব পড়ে সার্জিক্যাল ওয়ার্ডে। প্রনচাক্কো নামে একটি গ্রামের নাম সেখানেই তিনি নবীনকে দেখতে বের হয়ে আসে। ওই নামটি নাকি পান। তখনই তিনি নবীনকে দেখে প্রায়শই অস্পষ্টভাবে নবীনের মুখে এবং পরো ঘটনা জেনে সিদ্ধান্ত আগেই তিনি শুনেছিলেন। তখনই নেন তাকে পরিবারের হাতে ওই গ্রামের একটি কোচিং সেন্টারের ফিরিয়ে দেবেন। কাজের ফাঁকে ফোন নম্বর বের করে যোগাযোগ নবীনের সাথে গল্প শুরু করেন করেন স্বরূপ। সেন্টারের ব্যক্তিকে



স্বরূপ। এক সময় তিনি তার নাম জানতে পারেন। পরে এও জানেন নবীনের বাডি বিহারের ভবানীপরে। বিহারের ভবানীপুর দিয়ে ফেসবুকে সার্চ করে সবাইকে নবীনের ছবি পাঠান স্বরূপ। কিন্তু কেউই নাকি তার আবেদনে তেমন সাড়া দেননি। তবে হাল ছাড়েননি স্বরূপ। উপায় না পেয়ে অবশেষে পুলিশের দ্বারস্থ হওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মঙ্গলবার রাতে ফের সামাজিক মাধ্যমে সার্চ করতে থাকেন স্বরূপ।

তিনি ঘটনাটি বিস্তারিত জানান। এরপরই নবীনের একটি ছবি পাঠানো হয়। সেই ছবি দেখে গ্রামের লোকজনই নবীনের পরিবারকে খোঁজে বের করেন। বুধবার রাতে নবীনের পরিবার জলপাইগুড়ির হাসপাতালে ছুটে আসে। স্বরূপ তাদের ছেলেকে পরিবারের সদস্যদের হাতে তুলে দেন। বিশেষ করে নবীনের মা ছেলেকে কাছে পেয়ে কাঁদতে থাকেন। তিনি স্বরূপের প্রতি কতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ২১ জানুয়ারি।। গত দুই মাস ধরে বন্ধ হয়ে আছে জোলাইবাড়ি ব্লকের বিভিন্ন এলাকার উন্নয়নমূলক কাজ। সংশ্লিষ্ট ব্লুকের অন্তর্গত বিভিন্ন পঞ্চায়েতগুলিতে ইটের সংকটে নির্মাণ কাজ বন্ধ হয়ে আছে। এতে করে শ্রমিকরা যেমন ক্ষতিগ্ৰস্ত হচ্ছেন, ঠিক তেমনি সরকারি কাজও সম্পন্ন হতে দেরি হচ্ছে। পঞ্চায়েত প্রতিনিধিরা এই পরিস্থিতিতে মহা ফাঁপরে পড়েছেন। জোলাইবাড়ি ব্লকের বিডিও ডা. অভিজিৎ দাসকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি সরাসরি কিছু বলতে চাননি। তবে এতটুকু জানান, বিষয়টি ঊধর্বতন কর্তৃ পক্ষের গোচরে নেওয়া হয়েছে। তবে জোলাইবাড়ি ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান তাপস দত্ত উন্নয়নমূলক কাজ স্তব্ধ হয়ে থাকার বিষয়টি শিকার করেছেন।

তিনি জানান, জোলাইবাড়ি ব্লকের অধীনে উন্নয়নমূলক কাজ সম্পন্ন করার বাকি সব সরঞ্জাম পর্যাপ্ত পরিমাণে মজুত আছে। শুধুমাত্র ব্লকের অধীনে বরাত পাওয়া ইটভাটা থেকে ইট সাপ্লাই দেওয়া হচ্ছে না। সেই কারণে উন্নয়নমূলক কর্মসূচি বন্ধ হয়ে আছে। তারা চাইছেন এ বিষয়ে জেলাশাসক দ্রুত কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করুক। যাতে করে উন্নয়নমূলক কাজ আগামী দিনেও জারি থাকে। উল্লেখ্য, বেশ কিছুদিন ধরেই রাজ্যের বেশ কিছু ইটভাটায় কাজ বন্ধ হয়ে আছে। কয়লা সংকটের কারণে ভাটাগুলিতে কাজ হচ্ছে না। এর প্রভাব পড়ছে উন্নয়নমূলক কাজেও। প্রশাসনের তরফ থেকে এখনও পর্যন্ত বিষয়গুলি নিয়ে কিছুই বলা হয়নি। তাই জনপ্ৰতিনিধি থেকে শুরু করে আধিকারিকরাও বেকায়দায় পড়েছেন।

Notice Inviting e-Tender

The undersigned is hereby invite e-tenders from interested, resourceful and experienced suppliers/ manufacturers for "Supply & Installation of Electronics laboratory Equipments". Tender ID- 2022_WPH_25784_1 Bid submission end date: 09/02/2022 upto 5.00 PM. For details kindly visit the website https://tripuratenders.gov.in Sd/- Illegible

> Dr. Tirtharaj Sen Principal Women's Polytechnic Hapania, Agartala

রাধানগরে উত্তেজন

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জানুয়ারি ।। যান দুর্ঘটনা ঘিরে উত্তেজনা দেখা দেয় শহরের সার্কিট হাউস এলাকায়। ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বাসের সঙ্গে বেসরকারি ইনোভা গাড়ির সংঘর্ষ ঘিরে এই উত্তেজনা তৈরি হয়। সংঘর্ষে ইনোভা গাড়িটির লুকিং গ্লাস ভেঙে যায়। এনিয়েই সার্কিট হাউসের সামনে চলে সংঘর্ষ। ঘটনাস্থলে ছুটে যায় ট্রাফিক পুলিশ। কয়েকদিন আগেই সার্কিট হাউসে ইকফাইয়ের দুই ছাত্রকে ট্রাফিক পুলিশ কর্মীর মারধরের অভিযোগ ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে ছিল। এই ঘটনার রেশ না কাটতেই এবার ইকফাই গাড়ির সঙ্গে সংঘর্ষ হলো ইনোভা গাড়ির।বাসের মধ্যে ছাত্রছাত্রীরা ছিলেন। এক ছাত্রীর দাবি, গাড়িটি নিজের পথেই আগরতলার দিকে ফিরছিল। পেছন দিক থেকে ওভারটেক করতে গিয়ে ইনোভা গাড়ির গ্লাস ভেঙেছে। এই ঘটনা ঘিরে বেশ কিছু সময় উত্তেজনা চলে সার্কিট হাউস এলাকায়। ট্রাফিক পুলিশ এই ঘটনার তদস্ত করছে। এদিকে ইনোভা গাড়ির চালকের দাবি, ইকফাইয়ের বাসটি ডান দিক দিয়ে ওভারটেক করতে চেয়েছিল। এই কারণেই বাসের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়েছে।

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জানুয়ারি ।। প্রতাপগড় মেড্ডা চৌমুহনি এলাকায় বাইক দুর্ঘটনায় গুরুতর জখম হয়েছেন এক যুবক। তার নাম মহম্মদ রহিম মিয়া (২৯)। বাড়ি দক্ষিণ জয়নগরে। শিক্ষা দফতরের এই করণিক প্রতাপগড়ের দিক থেকে বাড়ি ফেরার পথে বাইক দুর্ঘটনার শিকার হন। গুরুতর অবস্থায় তাকে দমকলের একটি ইঞ্জিন উদ্ধার করে জিবিপি হাসপাতালে পাঠায়। সেখানেই তার চিকিৎসা চলছে।

PNIeT No:-67/EE/PWD(DWS)/AMB/2021-22 Single bid percentage rate e-tender is invited for the following work:-								
l. o	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	CLASS OF BIDDER			
	DNIeT 98/EE/PWD(DWS)/AMB/ 2021-22.	Rs. 6935996.00	Rs. 69360.00	180 (One Hundred Eighty) days	Approp riate Class			
	DNIeT No.104/EE/PWD(DWS)/AMB/ 2021- 22.	Rs. 6936659.00	Rs. 69367.00	90 (Ninety) days	Ap riate			

♦ Last Date and Time for Document Downloading and Bidding: 04-02-2022 up to 15.00Hrs ◆ Date and Time for Opening of BID : 07-02-2022 at 16.00 Hrs for sl No 01 & 16.30 Hrs for SI No 02

♦ Website for Document Downloading and Bidding at Application: https:// tripuratenders.gov.in

♦ Tender Fee: 2,500.00 each, (non refundable) for SI No 01 & 1000.00 each, (non for SI No 02.

♦ Depositing of Tender Fee & EMD to be done by online payment mode as specified in DNIeT through https://tripuratenders.gov.in for any query M-943635599955 / 03826-267230

All details are available in the https://tripuratenders.gov.in

Sd/- Illegible (Er. H. Chakma) **Executive Engineer** DWS Division, Ambassa, Dhalai District, Tripura

ICA-C-3448-22

ICA-C-3440-22

এক নজরে

চাকরির খবর

* পদের নাম ঃ **অফিসার,** ইন্সপেক্টর, অডিটর ইত্যাদি (কেন্দ্রীয় সরকার)

শূন্যপদ ঃ ৩ হাজার (সম্ভাব্য), শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিসিএ ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, বয়স ঃ ১৮ - ৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ

ঃ ২৩ জানুয়ারি, এপ্রিলে কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা, কেন্দ্র - আগরতলা। 0--0--0--0

* পদের নাম ঃ **অফিসার গ্রেড-এ** (সেবি)

শূন্যপদ ঃ ১২০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিসিএ ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ১৮ - ৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৪ জানুয়ারি,

কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ২০ ফেব্রুয়ারি, কেন্দ্র - আগরতলা। 0--0--0--0

* পদের নাম ঃ **সুপারভাইজর,** টেকনেশিয়ান (নোট প্রেস) শুন্যপদঃ ১৪৯টি,

শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ আইটিআই, ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ, বয়সঃ ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৫ জানুয়ারি,

কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ফেব্রুয়ারি/ মার্চে, কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে। 0--0--0--0

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস** (ম্যাজাগন) শুন্যপদ ঃ ৮৬টি,

শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ১৮-২৬ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৫ জানুয়ারি,

মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে। 0--0--0--0

* পদের নাম ঃ **সুপারভাইজর,** ইনভেস্টিগেটর (কেন্দ্রীয় মন্ত্ৰক)

শৃন্যপদ ঃ ৫০০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিসিএ ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ, নম্বরের কোনও কডাকডি নেই. বয়স ঃ অনুধর্ব ৫০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৫ জানুয়ারি,

বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

0--0--0--0 * পদের নাম ঃ পিজিটি, টিজিটি, পিআরটি (আর্মি স্কুল)

শুন্যপদ ঃ ৮৭০০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ উচ্চমাধ্যমিক, ডিগ্রি পাশ, ডিএলএড, বিএড থাকলে অগ্রাধিকার পাবেন, বয়সঃ ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মান্যায়ী ছাড রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৮ জানুয়ারি, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার

তারিখ কল লেটারে জানানো হবে, কেন্দ্র - আগরতলা। 0--0--0--0

* পদের নাম ঃ ল্যাব টেকনেশিয়ান (বহিঃ রাজ্য)

শৃন্যপদ ঃ ২৮৩টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিএমএলটি, বিএমএলটি পাশ, বয়স ঃ ২১-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),

অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ

৩০ জানুয়ারি, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

0--0--0--0 * পদের নাম ঃ এম.ও. (বহিঃ

রাজ্য) শৃন্যপদ ঃ ২৮৩টি,

শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ এমবিবিএস বয়স ঃ ২২-৪২ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ

৩০ জানুয়ারি, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো

হবে।

0--0--0--0 * পদের নাম ঃ **ইঞ্জিন ড্রাইভার,** ফায়ারম্যান (কোস্টগার্ড)

শূন্যপদ ঃ ৯৬টি, শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, আইটিআই পাশ, ড্রাইভিং লাইসেন্স থাকতে হবে, বয়সঃ ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে,

বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

0--0--0--0 * পদের নাম ঃ **এল. ডি.**

অ্যাসিস্ট্যান্ট-কাম-টাইপিস্ট (সচিবালয়),

টিপিএসসি'র মাধ্যমে, শূন্যপদ ঃ ৫০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক পাশ, কম্পিউটারে প্রতি মিনিটে ৪০টি ইংরেজি শব্দ টাইপ করার দক্ষতা থাকতে হবে, বয়সঃ ১৮-৪০ বছর (বিশেষ ক্ষেত্রে সরকারি নিয়ম অনুযায়ী ছাড রয়েছে),

অনলাইনে দরখাস্ত জমার শেষ তারিখ ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে, রাজ্যের ৬টি শহরে লিখিত পরীক্ষা, তারিখ পরে জানানো

হবে। 0--0--0--0 * পদের নাম ঃ **আশা কর্মী (বহিঃ**

শুন্যপদ ঃ ২৮৬টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক

বয়সঃ ৩০-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), ডাকযোগে দরখাস্ত পৌছুনোর শেষ তারিখ ৩১ জানুয়ারি, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

0--0--0--0

* পদের নাম ঃ এমটিএস, কুক, বার্বার (ডিফেন্স)

শুন্যপদ ঃ ৬৫টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক পাশ, বয়সঃ ১৮-২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), ডাকযোগে দরখাস্ত পৌছুনোর শেষ তারিখ ৩১ জানুয়ারি, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো

হবে। 0--0--0--0 * পদের নাম ঃ এপ্রেন্টিস (রেল

ফ্যাক্টরি)

শুন্যপদ ঃ ৫৬টি, শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ মাধ্যমিক বয়সঃ ১৫-২৪ বছর (সংরক্ষিত

ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩১ জানুয়ারি, মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের

ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

0--0--0--0 * পদের নাম ঃ **অপারেটর** (কোলফিল্ড) শুন্যপদ ঃ ৩০৭টি,

শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ, বয়সঃ অনুধর্ব ৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), ডাকযোগে দরখাস্ত পৌছুনোর শেষ তারিখ ৩১ জানুয়ারি,

বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

0--0--0--0 * পদের নাম ঃ সুপারভাইজর (আইসিডিএস, ত্রিপুরা), টিপিএসসি'র মাধ্যমে,

শৃন্যপদ ঃ ৩৬টি, শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিসিএ/ বিই/ বিটেক ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, তবে বাংলা/ ককবরক ভাষা জানা সহ কিছু বাঞ্ছনীয় যোগ্যতা

প্রয়োজন, বয়স ঃ ১৮ - ৪০ বছর (বিশেষ ক্ষেত্রে সরকারি নিয়ম অনুযায়ী ৫ বছরের ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্ত জমার শেষ তারিখ ১৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত

বাড়ানো হয়েছে, রাজ্যের ৫টি শহরে লিখিত পরীক্ষা, তারিখ পরে জানানো

হবে। 0--0--0--0

অনলাইনে আবেদন, অনলাইনে পরীক্ষা

স্কুলে ৮৭০০ শিক্ষক

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুবো, নং(২)টিজিটি-ট্রেইনড গ্র্যাজুয়েট অনলাইনে থেকে দরখাস্ত একবারে বিহার, ওডিশা, ঝাডখণ্ড সহ সারা দেশে ১৩৬টি আর্মি পাবলিক স্কুলে ৮৭০০ শিক্ষক নিয়োগ হচ্ছে। আবেদন করতে হবে অনলাইনের মাধ্যমে, পরীক্ষাও নেওয়া হবে

আর্মি স্কুলে শিক্ষক পদে চাকরি করতে ইচ্ছুক তরুণ-তরুণীরা ১-৪-২০২১-এর হিসেবে অনুধর্ব ৪০-এর মধ্যে বয়স হলে আবেদন করতে পারেন। এসসি/এসটিদের জন্যও বয়সের ঊধর্বসীমা ৪০ বছর, তবে বিশেষ কিছু ক্ষেত্রে বয়সের ঊধর্বসীমায় ছাড় রয়েছে। তফশিলি, ওবিসি ও প্রতিবন্ধীদের জন্য সরকারি নিয়মানুসারে পদ সংরক্ষণ থাকবে দৃষ্টিহীন, কম দৃষ্টি-সংক্রান্ত, শ্রবণ-সংক্রান্ত ও চলতে-ফিরতে না পারা সংক্রান্ত প্রতিবন্ধীরাও (পিডব্লুডি) যথারীতি আবেদন করতে পারেন। শূন্যপদগুলির মধ্যে তফশিলি জাতিভুক্ত, তফশিলি উপজাতিভুক্ত এবং ওবিসি'র জন্য যেমন সংরক্ষিত পদ রয়েছে, তেমনি অসংরক্ষিত রয়েছে প্রচুর সংখ্যক পদ। শূন্যপদের পাবেন অনলাইনে আবেদনের সময়, ওয়েব সাইটের বিজ্ঞপ্তিতে।

নিয়োগ হবে এই পদগুলোতে ঃ ক্রমিক নং (১) পিজিটি - পোস্ট গ্র্যাজুয়েট টিচার ঃ শিক্ষাগত যোগ্যতা - নির্দিষ্ট বিষয়ে অন্ততপক্ষে ৫০ শতাংশ নম্বর পেয়ে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট পাশ হতে হবে। সঙ্গে অন্ততপক্ষে ৫০ শতাংশ নম্বর নিয়ে বিএড পাশ হতে হবে। ক্রমিক

আগরতলা।। ত্রিপুরা, আসাম, টিচার ঃ শিক্ষাগত যোগ্যতা -অন্তত্পক্ষে ৫০ শতাংশ নম্বর পেয়ে গ্র্যাজুয়েট পাশ হতে হবে। অথবা, অন্ততপক্ষে ৫০ শতাংশ নম্বর পেয়ে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট পাশ হলেও আবেদন করা যাবে। সঙ্গে অন্ততপক্ষে ৫০ শতাংশ নম্বর নিয়ে বিএড পাশ হতে হবে। ক্রমিক নং (৩) পিআরটি - প্রাইমারি টিচার ঃ শিক্ষাগত যোগ্যতা - অন্তত্পক্ষে ৫০ শতাংশ নম্বর পেয়ে গ্র্যাজুয়েট পাশ হতে হবে। সঙ্গে অন্ততপক্ষে ৫০ শতাংশ নম্বর নিয়ে বিএড অথবা ২ বছরের ডিএলএড পাশ হতে হবে।

দরখাস্ত করতে হবে

কেবল অনলাইনে এঁদের

ওয়েবসাইটে লগ অন্ করে ২৮ জানুয়ারির মধ্যে। অর্থাৎ অনলাইনে দরখাস্ত করার শেষ তারিখ ২৮ জানুয়ারি। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তৈরি রাখবেন নিজের সই এবং পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটোও স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বঝে বিশদ বিভাজন ইত্যাদি দেখতে (যেমন, ছবি কীরকম কী ব্যাকগ্রাউন্ভে তুলবেন, ছবির ডাইমেনশন যেন হয় ২০০ বাই ২৩০ পিক্সেল আর মাপ ২০-৫০ কেবির মধ্যে, স্বাক্ষরের ক্ষেত্রে ১৮০ বাই ১৬০ পিক্সেল, মাপ ১০-২০ কেবির মধ্যে, ইত্যাদি মাপে সেভ করতে হবে জেপিজি বা জেপিইজি ফর্ম্যাটে)। প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন সার্টিফিকেট বা শংসাপত্রও স্ক্যান করে রাখতে হবে আপলোড করার জন্য।

সম্পূর্ণ করতে না পারলে সেভ করে রাখবেন, তাহলে আপনার ইমেল ঠিকানা/ মোবাইলে এসএমএস করে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই নম্বর ও পাসওয়ার্ড যত্ন করে রেখে দেবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। পরে আবার সাইটে গিয়ে সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনার দরখাস্ত খুলে বাকি কাজ শেষ করতে পারবেন। এই সংশোধনের সুযোগ পাবেন ৩ বার পর্যন্ত। আপনার পক্ষ থেকে কাজ চুড়ান্ত হয়ে গেলে অনলাইন ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার নির্ধারিত ফি জমা দেবেন। এছাড়া, অনলাইনে ফর্ম ফিলাপ, প্রিন্ট আউট বের করা, ফটো-সিগনেচার স্ক্যানিং, কল লেটার ডাউনলোড করানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হয়। নেট-ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে ফি জমা দেওয়া খুবই সহজ এবং সময় সাশ্রয়কারী। এককথায়, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে টাকা পাঠানোই অধিক শ্রেয়। নেফট ব্যাঙ্কিং/ মাস্টার/ ভিসা ডেবিট/ ক্রেডিট কাৰ্ড পদ্ধতিতেও টাকা জমা দিতে পারেন। এজন্য প্রয়োজনীয় তথ্য পরামর্শ সাইটেই পাবেন। দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট নিয়ে নেবেন, কোথাও পাঠাতে হবে না। ফি পেমেন্ট চালানের কপিও যত্ন করে রাখবেন। লিখিত পরীক্ষার দিন কললেটার ছাড়াও লাগবে মূল পেমেন্ট চালান, ছবিওলা পরিচিতি-প্রমান (ভোটার

আই কার্ড,প্যান কার্ড, কলেজের আই কার্ড বা এরকমই ছবিওলা অন্য কিছু) ইত্যাদি। টাকা জমা দেওয়ার চালান-এর একটা বাড়তি ফটো কপিও নিজের কাছে রেখে দেবেন। ইন্টারভিউতে ডাক পেলে সমস্ত মূল প্রমানপত্র (যাঁর ক্ষেত্রে যা-যা দরকার) সঙ্গে নিয়ে যাবেন। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট এবং টাকা জমা দেওয়ার রসিদ ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস ও বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহুর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস অ্যাপ 3000520006 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশী পের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহুর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। পরীক্ষা হবে অনলাইনে

এরপর দুইয়ের পাতায়

সুপারভাইজর পদে নিয়োগে বিশেষ সুযোগ

শেষ তারিখ ১৫ ফেব্রুয়ারি

আগরতলা।। সপারভাইজর পদে চাকরির ক্ষেত্রে বিশেষ প্রার্থীদের জন্য বয়সের উধর্বসীমায় ছাড ঘোষণা করা হয়েছে। পাশাপাশি অনলাইনে দরখাস্তের সময়সীমাও বাডানো হয়েছে। টিপিএসসি-র তরফ থেকে করে তা জানানো হয়েছে। প্রার্থীদের সুবিধার্থে বিজ্ঞপ্তির গুরুত্বপূর্ণ অংশ এখানে পুনরায় প্রকাশ করা হলো। ত্রিপুরা সরকারের সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের অধীনে আইসিডিএস সুপারভাইজর পদে টিপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে, নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে।শন্যপদঃ ৩৬টি. শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিসিএ/ বিই/ বিটেক ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, তবে বাংলা/ ককবরক ভাষা জানা সহ কিছু বাঞ্ছনীয় যোগ্যতা প্রয়োজন, বয়সঃ ১৮ - ৪০ বছর (বিশেষ ক্ষেত্রে

কর্মবার্তা নিউন্জ ব্যুরো, ছাড় রয়েছে), ডিসচার্জড ১০৩২৩ হলে পরে ডাকা হবে পার্সোন্যালিটি এডহক শিক্ষকদের ক্ষেত্রে অনুধর্ব ৬০ বছর পর্যন্ত আবেদন করা যাবে। অনলাইনে দরখাস্ত জমার শেষ তারিখ ১৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বাডানো হয়েছে। রাজ্যের ৫টি শহরে লিখিত পরীক্ষা, তারিখ পরে জানানো হবে। এমর্মে এক সংশোধনী বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ বিস্তারিত খবর হলো, রাজ্য সরকারের সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের অধীনে আইসিডিএস সু পারভাইজর পদে প্রতিযোগিতামূলক প্রিলিমিনারি

লিখিত পরীক্ষা, মূল পরীক্ষা ও পার্সোন্যালিটি টেস্টের মাধ্যমে নিয়োগের জন্য ত্রিপুরা পাবলিক সার্ভিস কমিশন ৮ ডিসেম্বর, ২০২১ তারিখে এক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ কেবলমাত্র অনলাইনে এঁদের করেছেন। বিজ্ঞপ্তি নং -০৬/২০২১। এবারও প্রার্থীবাছাই হবে ত্রি-স্তরীয় পরীক্ষার মাধ্যমে। প্রথমে হবে প্রতিযোগিতামূলক প্রাথমিক বাছাই পরীক্ষা অর্থাৎ প্রিলিমিনারি টেস্ট। এতে সফল হলে মেইন বা মূল পরীক্ষায় বসার

টেস্টের জন্য। তবে আবেদনের আগে প্রার্থীকে অবশ্যই নির্দিষ্ট বিজ্ঞপ্তির বিস্তারিত দেখে শিক্ষাগত ও বাঞ্জনীয় যোগ্যতাসহ বয়সের উধর্বসীমা ইত্যাদি দেখে নিতে হবে। এককথায় সামগ্রিক বিষয়ে উপযক্ত মনে হলেই আগামী ১৫ ফেব্রুয়ারি. ২০২২ তারিখ বিকেল ৫টার মধ্যে কেবলমাত্র অনলাইনে দরখাস্ত জমা করতে পারেন। পরীক্ষার ফি — সাধারণ পরীক্ষার্থীদের জন্য ২০০ টাকা, তফশিলি জাতি/ উপজাতি ভুক্ত, বিপিএল কার্ডধারী প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ১৫০ টাকা।

দর্খাক্ত কর্বেন ওয়েবসাইটে লগ অন করে. ১৫ ফেব্রুয়ারির মধ্যে। অর্থাৎ অনলাইনে দরখাস্ত করার শেষ তারিখ ১৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বাডানো হয়েছে। বলা বাহুল্য, অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তৈরি

মাপের এখনকার রঙিন ফটোও স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে। নির্দিষ্ট একটি ফোন নম্বরও রাখবেন হাতের কাছে। অনলাইনে থেকে দরখাস্ত একবারে সম্পূর্ণ করতে না পারলে সেভ করে রাখবেন, তাহলে আপনার ইমেল ঠিকানা/ মোবাইলে এসএমএস করে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই নম্বর ও পাসওয়ার্ড যত্ন করে রেখে দেবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। পরে আবার সাইটে গিয়ে সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনার দরখাস্ত খুলে বাকি কাজ শেষ করতে পারবেন। আপনার পক্ষ থেকে কাজ চডান্ত হয়ে গেলে অনলাইন পেমেন্টের মাধ্যমে অ্যাপ্লিকেশন ফি বাবদ নির্দিষ্ট টাকা জমা দিতে হবে। এছাড়া, অনলাইনে ফর্ম ফিলাপ, প্রিন্ট আউট বের করা, ফটো-সিগনেচার স্ক্যানিং, কল লেটার ডাউনলোড করানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হয়। দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট নিয়ে নেবেন, কোথাও পাঠাতে হবে না। ফি

সরকারি নিয়ম অনুযায়ী ৫ বছরের সুযোগ পাবেন। মূল পরীক্ষায় সফল রাখবেন নিজের সই এবং পাসপোর্ট এরপর দইয়ের পাতায় অনলাইনে দরখাস্ত পাঠিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে বয়সোত্তীর্ণ বেকারদের ৫০০ চাকরি

লিমিটেডে ইনভেস্টিগেটর এবং সুপারভাইজর পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে, শুন্যপদঃ ৫০০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিসিএ ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, বয়সঃ অনুধর্ব ৫০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৫ জানুয়ারি, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে। এককথায়, কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনস্থ ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেডে ইনভেস্টিগেটর এবং সুপারভাইজর হিসাবে ৫০০ শূন্যপদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। উপযুক্ত শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং আবশ্যকীয় অভিজ্ঞতার পাশাপাশি, ২৫-০১-২০২২ তারিখের হিসেবে অনুধর্ব ৫০-এর মধ্যে বয়স হলে অনলাইনে দরখাস্ত করতে পারেন।

দরখাস্ত করবেন কেবলমাত্র অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অনু করে, ২৫ জানুয়ারির মধ্যে। অর্থাৎ অনলাইনে দরখাস্ত করার শেষ তারিখ ২৫ জানুয়ারি। বলা বাহুল্য, অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তেরি রাখবেন নিজের সই এবং পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটোও স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে (যেমন, ছবি কীরকম কী ব্যাকগ্রাউন্ডে তুলবেন, ছবির ডাইমেনশন যেন হয় ২০০ বাই ২৩০ পিক্সেল আর মাপ ২০-৫০ কেবির মধ্যে, স্বাক্ষরের ক্ষেত্রে ১৮০ বাই ১৬০ পিক্সেল, মাপ ১০-২০ কেবির মধ্যে, ইত্যাদি মাপে সেভ করতে হবে জেপিজি বা জেপিইজি ফর্ম্যাটে)। অনলাইনে থেকে দরখাস্ত একবারে সম্পর্ণ করতে না পারলে সেভ করে রাখবেন, তাহলে আপনার ইমেল ঠিকানা/ মোবাইলে এসএমএস করে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই নম্বর ও পাসওয়ার্ড যত্ন করে রেখে দেবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। পরে আবার সাইটে গিয়ে সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনার দরখাস্ত খুলে বাকি কাজ শেষ করতে পারবেন। এই সংশোধনের সুযোগ পাবেন ৩ বার পর্যন্ত। আপনার পক্ষ থেকে কাজ চূড়ান্ত হয়ে গেলে

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। কেন্দ্রীয় সংস্থা ইঞ্জিনিয়ারিং অনলাইন পেমেন্টের মাধ্যমে অ্যাপ্লিকেশন ফি এবং/ অথবা পোস্টাল চার্জ বাবদ নির্দিষ্ট ফি জমা দিতে হবে। এছাডা, অনলাইনে ফর্ম ফিলাপ, প্রিন্ট আউট বের করা, ফটো-সিগনেচার স্ক্যানিং, কল লেটার ডাউনলোড করানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হয়। দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট নিয়ে নেবেন. কোথাও পাঠাতে হবে না। ফি পেমেন্ট চালানের কপিও যত্ন করে রাখবেন। লিখিত পরীক্ষার দিন কললেটার ছাড়াও লাগবে মূল পেমেন্ট চালান, ছবিওলা পরিচিতি-প্রমান (আধার কার্ড, প্যান কার্ড বা এরকমই ছবিওলা অন্য কিছ) ইত্যাদি। টাকা জমা দেওয়ার চালান-এর একটা বাডতি ফটো কপিও নিজের কাছে রেখে দেবেন। পরীক্ষায় এবং পরে র্যালীতে ডাক পেলে সমস্ত মূল প্রমানপত্র (যাঁর ক্ষেত্রে যা-যা দরকার) সঙ্গে নিয়ে যাবেন। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট এবং টাকা জমা দেওয়ার রসিদ ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস ও বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যরো অফিসের হোয়াটসঅ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই বা হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপ গ্রহণ করে নিতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে শর্তসাপেক্ষে আজই আপনার নাম রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহুর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস অ্যাপ নম্বরে।

প্রার্থিবাছাই হবে লিখিত পরীক্ষা, ইন্টারভিউ ও মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে। পরীক্ষার দিনতারিখ পরবর্তী সময়ে জানানো হবে। এই নিয়োগ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তির বিস্তারিত পাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে। শুন্যপদগুলি হল ঃ ক্রমিক নং (১) ঃ ইনভেস্টিগেটর, শূন্যপদ ৩৫০টি। যোগ্যতা- স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যে-কোনও বিষয়ে এরপর দুইয়ের পাতায়

কী-কী পরীক্ষা, কবে? কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো,

সামনে চাকরি ও শিক্ষার

আগরতলা।। * কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে বিভিন্ন অফিসে অফিসার, ইন্সপেক্টর, অডিটর ইত্যাদি পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৩ হাজার (সম্ভাব্য), শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিসিএ ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, বয়সঃ ১৮ - ৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ঃ ২৩ জানুয়ারি, এপ্রিলে কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা, কেন্দ্র - আগরতলা। * কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাডি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে শর্তসাপেক্ষে আজই আপনার হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর নথীভুক্ত করে মেম্বারশিপ্ গ্রহণ করে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর, সিলেবাস এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ * সেবি-তে **অফিসার গ্রেড-এ** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে।

শূন্যপদ ঃ ১২০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিসিএ ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ, বয়সঃ ১৮ - ৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৪ জানুয়ারি, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ২০ ফেব্রুয়ারি, কেন্দ্র -আগরতলা।

* নোট প্রেসে **সুপারভাইজর, টেকনেশিয়ান** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৪৯টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ আইটিআই, ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৫ জানুয়ারি, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ফেব্রুয়ারি/ মার্চে, কেন্দ্র কল লেটাবে জানানো হবে। * ম্যাজাগন-এ **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৮৬টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ১৮-২৬ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৫ জানুয়ারি, মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো

* কেন্দ্রীয় মন্ত্রকে **সুপারভাইজর, ইনভেস্টি গেটর** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৫০০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিসিএ ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, বয়স ঃ অনুধর্ব ৫০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৫ জানুয়ারি, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে। * আর্মি স্কুলে **পিজিটি, টিজিটি, পিআরটি** পদে নিয়োগের জন্য

অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৮৭০০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ উচ্চমাধ্যমিক, ডিগ্রি পাশ, ডিএলএড, বিএড থাকলে অগ্রাধিকার পাবেন, বয়সঃ ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৮ জানুয়ারি, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার তারিখ কল লেটারে জানানো হবে, কেন্দ্ৰ আগরতলা। * বহিঃরাজ্যে **ল্যাব**

টেকনেশিয়ান পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ২৮৩টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিএমএলটি, বিএমএলটি পাশ, বয়স ঃ ২১-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩০ জানুয়ারি, বাছাইকৃতদের

ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে। * বহিঃরাজ্যে **এম.ও.** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শুন্যপদঃ ২৮৩টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ এমবিবিএস পাশ, বয়স ঃ ২২-৪২ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩০ জানুয়ারি, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে। * কোস্টগার্ডে ইঞ্জিন ড্রাইভার, **ফায়ারম্যান** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৯৬টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, আইটিআই পাশ, ড্রাইভিং লাইসেন্স থাকতে হবে, বয়সঃ ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে। * রাজ্য সরকারের সচিবালয়ে এল. ডি. অ্যাসিস্ট্যান্ট-কাম-টাইপিস্ট পদে টিপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে, নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শুন্যপদ ঃ ৫০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক পাশ, কম্পিউটারে প্রতি মিনিটে ৪০টি ইংরেজি শব্দ টাইপ করার দক্ষতা থাকতে হবে, বয়স ঃ ১৮ - ৪০ বছর (বিশেষ ক্ষেত্রে সরকারি নিয়ম অনুযায়ী ৫ বছরের ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্ত জমার শেষ তারিখ ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে, রাজ্যের ৬টি শহরে লিখিত পরীক্ষা, তারিখ পরে জানানো হবে। * বহিঃরাজ্যে **আশা কর্মী** পদে নিয়োগের জন্য ডাকযোগে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদঃ

২৮৬টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক পাশ, বয়সঃ ৩০-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), ডাকযোগে দরখাস্ত পৌছুনোর শেষ তারিখ ৩১ জানুয়ারি, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো

* ডিফেন্সে **এমটিএস, কুক, বার্বার** পদে নিয়োগের জন্য ডাকযোগে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদঃ ৬৫টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক পাশ, বয়স ঃ ১৮-২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), ডাকযোগে দরখাস্ত পৌছুনোর শেষ তারিখ ৩১ জানুয়ারি, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো

* রেল ফ্যাক্টরিতে **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদঃ ৫৬টি, শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ মাধ্যমিক পাশ, বয়সঃ ১৫-২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩১ জানুয়ারি, মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো

* কোলফিল্ড-এ **অপারেটর** পদে নিয়োগের জন্য ডাকযোগে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৩০৭টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ, বয়স ঃ অনুধর্ব ৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), ডাকযোগে দরখাস্ত পৌছুনোর শেষ তারিখ ৩১ জানুয়ারি, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে। * ত্রিপুরা সরকারের সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের অধীনে **সুপারভাইজর** পদে টিপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে, নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদঃ ৩৬টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিসিএ/ বিই/ বিটেক ... ইত্যাদি গ্র্যাঙ্গুয়েট ডিগ্রি পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, তবে বাংলা/ ককবরক ভাষা জানা সহ কিছু বাঞ্ছনীয় যোগ্যতা প্রয়োজন, বয়স ঃ ১৮ - ৪০ বছর (বিশেষ ক্ষেত্রে সরকারি নিয়ম অনুযায়ী ৫ বছরের ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্ত জমার শেষ তারিখ ১৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে, রাজ্যের ৫টি শহরে লিখিত পরীক্ষা, তারিখ

পরে জানানো হবে।

গঠনের পরই কয়েকজন অফিস

বেয়ারার বদল হয়। এর পর

তিনজনকে বহিষ্কার করা হয়। এই

বহিষ্কৃত ব্যক্তিরা এখন নতুন সংস্থা

খলেছে। তাদের দাবি, তারাই

আসল। বেশ কিছু বড় প্রকল্প

রূপায়ণের কাজ শুরু করেছে তারা।

নতুন একটি সংস্থা পথ চলা শুরু

করতে না করতেই ভাঙনের মুখে।

এর জন্য দায়ী কে? ক্রীডাপ্রেমীরা

খেলাধুলার উন্নয়ন ছাডা আর কিছুই

চায় না। কিন্তু উন্নয়নকে পেছনে

রেখে বর্তমানে কেউ কেউ মেতে

উঠেছে ধান্দাবাজির খেলায়।

যোগার মতো একটি সম্ভাবনাময়

গেম যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সেটা

দেখতে হবে নতুন সংস্থাকে।



যোগা সংস্থার মালিকানা নিয়ে কোন্দল চরমে

তারাই একমাত্র খেলোয়াডদের

স্বার্থরক্ষা করতে সক্ষম। যদিও

বাস্তবে ক্ষমতা দেখানোর খেলায়

মেতে উঠেছে সবাই। যোগাকে

খেলার অন্তর্ভু করে কেন্দ্রীয়

ক্রীড়া মন্ত্রকের অনুমোদন নিয়ে

গঠিত হয় ন্যাশনাল যোগাসন

স্পোর্টস ফেডারেশন। ত্রিপুরায়ও

তার একটি শাখা গঠিত হয় এবং

কাজ করতে শুরু করে। যোগা

ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া স্বীকৃত

ত্রিপুরা যোগা অ্যাসোসিয়েশনও

কার্যতঃ অস্তিত্বহীন হয়ে পড়ে।

কিন্তু বেশি দিন মসুণভাবে চলতে

পারলো না যোগাসন স্পোর্টস

অ্যাসোসিয়েশন। রাজ্য সংস্থা

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, দৌড়। সবার দাবি, সবাই আসল।

আগরতলা, ২১ জানুয়ারি ঃ

যোগাসন স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন

অফ ত্রিপুরার মালিকানা নিয়ে

কোন্দল চরমে। অবস্থা এতটাই

গুরুতর যে দুইটি সংস্থাই দাবি করছে

যে, তারাই ন্যাশনাল যোগাসন

অনুমোদিত। প্রত্যেকে নিজের মতো

করে কর্মসূচি রূপায়ণে ব্যস্ত। যদিও

তারা রাজ্যের যোগার উন্নয়ন বা

খেলোয়াড়দের স্বার্থ কতটা দেখছে

তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। এ-এক অদ্ভত

সময়। শুধুমাত্র ক্ষমতা জাহির এবং

ক্ষমতার অলিন্দে থাকার জন্য সবাই

এক ইঁদুর দৌড়ে সামিল।

একে-অপরকে টপকে যাওয়ার

ফেডারেশনের

স্পোর্টস

নয়াদিল্লি, ২১ জানুয়ারি।। প্রথম এক দিনের ম্যাচে দক্ষিণ আফ্রিকা দেখিয়ে দিয়েছিল, কী ভাবে স্কোরবোর্ডে বড় রান তুলে জিততে হয়। দ্বিতীয় এক দিনের ম্যাচে দেখাল, রান তাড়া করতেও কোনও অংশে পিছিয়ে নেই তারা। দ্বিতীয় এক দিনের ম্যাচে ভারতকে ৭ উইকেটে হারিয়ে সিরিজ পকেটে পুরে নিল তেম্বা বাভুমার দল। টেস্টের পর দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে এক দিনের সিরিজও হাতছাড়া হল ভারতের ।প্রথম এক দিনের ম্যাচে ভারতকে যদি ডুবিয়ে থাকে মাঝের সারির ব্যাটারদের ব্যর্থতা, দ্বিতীয় ম্যাচে তা হলে দায়ী নির্বিষ বোলিং এবং দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যাটারদের বুদ্ধি। ভারত যে একের পর এক স্পিনার লেলিয়ে দেবে এটা বুঝতে ডি'ককরা। ফলও মিলল। রবিচন্দ্রন

দু'বছর বাদে

ওয়ানডেতে শ্বন্য

বিরাট ব্যর্থতা

অব্যাহত

পার্লে. ২১ জানয়ারি।। দঃসময়

যাচ্ছে ভারতীয় ক্রিকেটে। তার

থেকেও বেশি দুঃসময় যাচ্ছে বিরাট

কোহলির। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে

দ্বিতীয় ওয়ানডেতে শূন্য রানে আউট

হলেন তিনি। বিরাটের টেস্ট ফর্ম

নিয়ে উদ্বেগ ছিলই, এবার সীমিত

ওভারের ক্রিকেটেও তাঁর ব্যাটিং ফর্ম

নিয়ে প্রশ্ন ওঠা শুরু করে

দিল।শেষবার কোহলি শূ*ন্য*

করেছিলেন ২০১৯ সালে করোনা

মহামারী আসার আগে। এই নিয়ে

ওয়ানডে কেরিয়ারে মোট ১৪ বার

শূন্য করলেন বিরাট। বিরাটের গোটা

কেরিয়ারে প্রথমবার কোনও

স্পিনার তাঁকে শূন্য রানে আউট

করলেন। তাও আবার কেশব

মহারাজের মতো মধ্যমানের

স্পিনার। নিজের ৪৫০ তম

আন্তর্জাতিক ম্যাচে আরেকটু হয়তো

ভাল পারফরম্যান্স প্রত্যাশা

করেছিলেন বিরাট নিজেও। সব

মিলিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে শুন্য

রানে আউট হওয়ার নিরিখে বিরাট

উঠে এলেন দ্বিতীয় স্থানে। নিজের

কেরিয়ারে মোট ৩১ বার শূন্য রানে

আউট হয়েছেন কোহলি। শীর্ষে

রয়েছেন শচীন। তিনি মোট ৩৪বার

শূন্য রানে আউট হয়েছেন।পার্লে

ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকার মধ্যেকার

দ্বিতীয় ওয়ানডেতে প্রথমে ব্যাট

করছে ভারত। আর প্রথমে ব্যাট

করতে নেমে বিরাট কোহলি

করেছেন ৫ বলে শূন্য রান। যার

ফলে ২০১৮ সালের পর প্রথমবার

ওয়ানডে ক্রিকেটে বিরাট কোহলির

গড় ৫৯-এর নিচে নামল। এই

মুহুতে টিম ইভিয়ার প্রাক্তন

অধিনায়কের ওয়ানডে গড় ৫৮.৭৫

শতাংশ। অধিনায়কত্ব ছাড়ার পর

থেকে যেভাবে লাগাতার বিরাট ব্যর্থ

হচ্ছেন, তাতে টিম ম্যানেজমেন্টের

উদ্বেগ বাড়বেই।শুধু পরিসংখ্যান

নয়, যে ভাবে, যে শট খেলে বিরাট

লাগাতার আউট হচ্ছেন, সেটাও

চিস্তায় রাখবে ভারতীয় শিবিরকে।

আগের ম্যাচে কোহলি আউট

হয়েছিলেন শামসিকে সুইপ মারতে

●এরপর দুইয়ের পাতায়



পেরেই ক্রমাগত সুইপ খেলতে শুরু করলেন জানেমল মালান, কুইন্টন

অশ্বিন, যুজবেন্দ্র চহাল জ্বলে

একটাই ফর্মুলা ছিল, প্রথমে টসে জিতে ব্যাটিং নেওয়া এবং বড় রান তোলা। টসের পর ভারতের অধিনায়ক কেএল রাহুলের মুখেও শোনা গিয়েছিল সে কথাই।এমনকি, শুরুটা ভালই হয়েছিল ভারতের। আগের দিন রাহুল শুরুতে ফিরলেও, শুক্রবার উইকেট কামড়ে পড়েছিলেন তিনি। যোগ্য সঙ্গত দেন শিখর ধবন। তবে ৬৩ রানের মাথায় এডেন মার্করামকে সুইপ করতে গিয়ে উইকেট খোয়ালেন ধবন। নামলেন বিরাট কোহলি। প্রথম ম্যাচে অর্ধশতরানের মনে করা হয়েছিল এই ম্যাচেও তার ব্যাট থেকে বড় রান আসবে। কিন্তু পঞ্চম

খেলা হয়েছিল, দ্বিতীয় ম্যাচেও সেই

একই পিচ ব্যবহার করা হয়। জেতার

●এরপর দুইয়ের পাতায়

হ্যান্ডবল

অ্যাসো-র উন্মুক্ত আসর স্থগিত

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, **আগরতলা, ২১ জানুয়ারি ঃ** ত্রিপুরা হ্যান্ডবল অ্যাসোসিয়েশন এবং এগিয়ে চল সংঘ-র যৌথ উদ্যোগে আগামী ২৭ এবং ২৮ জানুয়ারি একটি উন্মুক্ত হ্যান্ডবল প্রতিযোগিতা হওয়ার কথা ছিল। তবে করোনার তৃতীয় ঢেউ শুরুর সাথে সাথে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সরকারি বিধিনিষেধ চালু হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে হ্যান্ডবল আসর স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আসরের নতুন নির্ঘণ্ট পরবর্তী সময়ে জানানো হবে বলে জানিয়েছেন ত্রিপুরা হ্যান্ডবল অ্যাসোসিয়েশনের সচিব লিটন রায়।

আপাতত সুস্থ পেলে

ব্রাসিলিয়া, ২১ জানুয়ারি।।

বৃহস্পতিবার হাসপাতাল থেকে

ছাড়া পেলেন পেলে। ব্রাজিলের

কিংবদন্তি ফুটবলারের ক্যান্সারের

চিকিৎসা চলছে স্থানীয় একটি

সক্রিয়

সতীর্থ গ্যারিঞ্চার স্ত্রী এলজার।

অস্ট্রেলিয়ান

ওপেনে অঘটন

বিজয়ী ওসাকার

বারের অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে প্রথম

অঘটন হল শুক্রবার। মহিলাদের

সিঙ্গলসে তৃতীয় রাউন্ড থেকেই

ছিটকে গেলেন গত বারের বিজয়ী

নেয়োমি ওসাকা। শুক্রবার অবাছাই

অ্যানিসিমোভার কাছে হারেন তিনি। ওসাকা হেরেছেন ৪-৬, ৬-৩, ৬-৭ গেমে। প্রথম সেট জিতে নিলেও

পরের দু'টি সেটে সেই লড়াই দেখা যায়নি ওসাকার খেলায়। ফলে বিশ্বের শীর্ষ স্থানাধিকারী খেলোয়াড় অ্যাশলে বার্টির মুখোমুখি হওয়া

হচ্ছে না ওসাকার। তাঁর বদলে বার্টির মুখোমুখি হবেন আমান্ডাই শৌর্ষ বাছাই

আমাভা

আমেরিকান

যথেস্ট

হাসপাতালে। সাও পাওলোর যে হাসপাতালে তিনি ছিলেন, তারাই বৃহস্পতিবার পেলের ছাড়া পাওয়ার খবর জানিয়েছে। গত মাস থেকে পেলের কেমোথেরাপি শুরু হয়েছে।বুধবার হাসপাতালে ভর্তি প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, হয়েছিলেন পেলে। বাড়ি ফেরার পর আপাতত তিনি সুস্থই আছেন। আগরতলা, ২১ জানুয়ারি ঃ প্রথম ডিভিশন ফুটবলে প্রথম জয় পেলো সম্প্রতি ব্রাজিলের এক টিভি চ্যানেল লালবাহাদুর ব্যায়ামাগার। প্রথম জানায়, পেলের অন্ত্রে দু'টি টিউমার ম্যাচে পুলিশের বিরুদ্ধে ড্র করার পর ধরা পড়েছে। তাঁর শরীরে ক্যান্সারের সংক্রমণ ছড়িয়েছে কি না তা জানার দ্বিতীয় ম্যাচে হেরে যায় রামকৃষ্ণ জন্য আরও পরীক্ষা করা হবে।গত ক্লাবের কাছে। অবশেষে শুক্রবার বছর সেপ্টেম্বরে কোলন টিউমার বাদ টাউন ক্লাবের বিরুদ্ধে জয় তুলে দেওয়ার জন্য পেলের অস্ত্রোপচার হয়।প্রায় এক মাস কড়া রক্ষণাবেক্ষণে ছিলেন তিনি। গত মাসে ফের হাসপাতালে ভর্তি হন কেমোথেরাপির জন্য। তবে দ্রুত তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল।সাম্প্রতিককালে স্বাস্থ্যের অবনতি হওয়ার জন্য একাধিক বার তিনি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন।এর প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, মধ্যে এক বার কোলনের অস্ত্রোপচার

করা হয়েছিল। ইদানীং বাড়ির বাইরে আইনের ধাক্কায় রাজ্যের খেলাধুলা কোনও অনুষ্ঠানে খুব একটা এখন সংকটে পড়েছে। বেসরকারিস্তরে দেখা যায় না তাঁকে। তবে নেটমাধ্যমে খেলাধুলা প্রায় বন্ধ। এই অবস্থায় আশার আলো ছিল সরকারি স্তরের তিনি ৷হাসপাতাল থেকে ছাড়া খেলাধুলা। কিন্তু সেটাও স্কুল স্তরেই পাওয়ার কিছুক্ষণ আগেই ব্রাজিলের সীমাবদ্ধ। খেলাধুলার এই ঘোর গায়িকা এলজা সুয়ারেসের প্রতি সংকটকালে ক্রীড়া দফতর নতুন শ্রদ্ধা জানান। বৃহস্পতিবার সকালেই মৃত্যু হয় তাঁর প্রাক্তন অবশ্য নতুন কিছু করতে হলে দবকাব অর্থ। আব চবম সতির কথা বরাদ্দ ক্রমশঃ কমিয়ে দিচ্ছে। পূর্বতন বামফ্রন্ট সরকার খেলো ইভিয়া কর্মসূচি রূপায়ণের পাশাপাশি গ্রামীণ বিদায় গত বারের ক্রীড়া চালু করেছিল। মূলতঃ গ্রামীণ স্তরে খেলাধুলার আরও প্রসারের জন্য বাৎসরিক ৫ কোটি টাকা ব্যয়ে গ্রামীণ ক্রীডার উদ্যোগ নেওয়া হয়। মেলবোর্ন, ২১ জানুয়ারি।। এ

যদিও দুরদর্শীতার অভাবে এই প্রকল্প

অন্তর্ভুক্ত করা হয় যেগুলি মূলতঃ বিনোদনমূলক ক্রীড়া।ক্রীড়াক্ষেত্রের উন্নয়নের সঙ্গে যা সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। অলিম্পিক গেমগুলিকে গুরুত্ব না দিয়ে এসব বিনোদনমূলক ক্রীড়াকে গ্রামীণ ক্রীড়ায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। স্বাভাবিকভাবেই ব্যর্থ হয় এই গ্রামীণ ক্রীড়া। বর্তমান সরকার ২০১৮-তে ক্ষমতায় আসার পর এই গ্রামীণ ক্রীড়া বাতিল করে। বেশ ভালো সিদ্ধান্ত। তখন বলা হয়েছিল যে গ্রামীণ ক্রীড়ার বিকল্প চিন্তা করা হবে। যদিও এখনও পর্যন্ত সেরকম কিছ হয়নি। শুধ তাই নয়, রাজ্যের খেলাধুলা চলছে কেন্দ্রীয় প্রকল্পের স্বার্থে। রাজ্য সরকার খেলাধুলার খাতে ভান্ডার সম্পূর্ণ বন্ধ করে দিয়েছে। শুধু তাই নয়, খেলাধুলার অবস্থাকে কঠিন করে তুলতে আনা

চারের মধ্যে থাকতে পারে। তবে প্রথম বা দ্বিতীয় স্থান পাওয়া লালবাহাদুর-র পক্ষে কঠিন। টাউন ক্লাবের অবস্থাও একইরকম। আগের ম্যাচে পুলিশকে হারানোর পর মনে হয়েছিল চলতি লিগে দলটি আরও অঘটন ঘটাবে। যদিও সেটাও সম্ভব হয়নি এদিন। এক ঝাঁক অনভিজ্ঞ ফুটবলারের পক্ষে যতটা দৌড়ানো সম্ভব সেটা করছে তারা। তবে এই শক্তি নিয়ে লিগে ভালো ফলাফল করা সম্ভব নয়। ফুটবলাররা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করছে এটাই অনেক। প্রথম দুই ম্যাচের ব্যর্থতা

ঝেড়ে ফেলে এদিন লালবাহাদুর ●এরপর দুইয়ের পাতায়

ক্রসকান্ট্রি দৌড় ঘিরে

ব্যাপক উৎসাহ প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি,

আগরতলা, ২১ জানুয়ারি ঃ রানিরবাজার প্লে অ্যান্ড ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনের ৫০-তম বর্ষপর্তি উপলক্ষ্যে এদিন একটি ক্রসকান্টি দৌড অনষ্ঠিত হয়। এলাকায় এই দৌড় ঘিরে ব্যাপক উৎসাহ দেখা যায়। বালকদের ১০ কিমিঃ এবং বালিকাদের ৫ কিমিঃ দৌড় অনুষ্ঠিত হয়। বিশিষ্ট অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পরসভার কাউন্সিলার, রানিরবাজার প্লে সেন্টারের প্রাক্তন সচিব, প্রাক্তন সভাপতি, বর্তমান সচিব, সহ-সভাপতি সহ অন্যান্যরা। প্রতিযোগিতার প্রথম পুরস্কার ৭ হাজার টাকা, দ্বিতীয় পুরস্কার ৫ হাজার টাকা এবং তৃতীয় পুরস্কার ৩ হাজার টাকা। এছাড়া চতুর্থ থেকে দশম স্থানাধিকারীদের

লিগে লালবাহাদুরের প্রথম জয় বাছাইয়ে তারা সেরকম দুরদর্শীতার

নিলো লালবাহাদুর। তারা ৩-০

গোলে টাউন ক্লাবকে হারিয়ে দিলো।

চলতি লিগে একটা বিষয় পরিষ্কার

যে, এগিয়ে চল সংঘ এবং ফরোয়ার্ড

ক্লাব অন্যদের চেয়ে অনেক এগিয়ে।

বিদেশি ফুটবলার নিয়ে দল গঠন

করে লড়াইয়ে থাকতে চেয়েছিল

লালবাহাদুর। তবে ফুটবলার

মুখথুবড়ে পড়ে। এমন কিছু গেম

পরিচয় দিতে পারেনি। তাই শিল্ডের পর লিগেও সেই লড়াকু লালবাহাদুর-কে দেখা যাচেছ না। এদিন টাউন ক্লাবকে হারালেও লিগ জয়ের সম্ভাবনা খুবই কম। প্রথম

দেওয়া হয়েছে ৫০০ টাকা করে।

সরকারি স্তরেও খেলাধুলা সংকুচিত

আগরতলা, ২১ জানুয়ারি ঃ ক্রীড়া কোনও পথ দেখাতে পারেনি। হলো, রাজ্য সরকার খেলাধুলা খাতে

এরপর দুইয়ের পাতায়

মাঠে, জিমন্যাসিয়ামে এক-তৃতীয়াংশ উপস্থিতি

টিএফএ-র ক্লাব ফুটবল ও আরসিসি-তে মানা হচ্ছে না



এই নির্দেশ বৃহস্পতিবার থেকে কার্যকর করা হয়েছে। তবে প্রশ্ন লিগ প্রশাসনের উচিত উমাকান্ত মাঠে ফুটবলের বড় ম্যাচে দর্শক নিয়ন্ত্রণ

নির্দেশ দেওয়া। তবে টিএফএ-র উচিত উমাকান্ত মাঠে বিশেষ করে বড ম্যাচে দর্শক নিয়ন্ত্রণ করা এবং এক গ্যালারিতে যাতে বেশি দর্শক না বসেন তার বিশেষভাবে নজরদারি করা। প্রয়োজনে দর্শকহীন বা নিয়ন্ত্রিত দর্শক মাঠে খেলা করা উচিত। পাশাপাশি অভিযোগ, ক্রীড়া পর্যদের অধীনে এনএসআরসিসি-তে যে প্রশিক্ষণ পর্ব চলছে তাতে কোন সামাজিক দূরত্ব এবং করোনাবিধি মানা হচ্ছে না। যেখানে রাজ্য সরকার এক-তৃতীয়াংশ উপস্থিতি নিয়ে

করা বা দর্শকহীন মাঠে ম্যাচ করার

টি-২০ বিশ্বকাপে ফের ভারত-পাক মহারণ

উঠতেই পারলেন না। পার্লের

বোলান্ড পার্কের যে পিচে প্রথম ম্যাচ

পূর্ণাঙ্গ সূচি ঘোষণা করল আইসিসি

ক্রিকেট নিয়ামক সংস্থার ঘোষণা করা সূচি অনুযায়ী, খেলা নিউজিল্যান্ড বনাম অস্ট্রেলিয়ার। সুপার-১২ রাউন্ড শুরু হচ্ছে ২২ অক্টোবর। ২৩ অক্টোবর পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ম্যাচ দিয়ে অভিযান শুরু করবে রোহিত শর্মার টিম ইন্ডিয়া। আগামী বছর বিশ্বকাপ হবে অস্ট্রেলিয়ার সাতটি শহরে। সেগুলি হল, ব্রিসবেন, গিলং, হোবার্ট, পার্থ, সিডনি, অ্যাডিলেড ও মেলবোর্ন। দুটি সেমিফাইনাল

দবাই. ২১ জানুয়ারি।। গতবছর যে ম্যাচ দিয়ে শুরু হবে বিশ্বকাপের সুপার-১২ রাউন্ডে সরাসরি সুযোগ হয়েছিল ভারতের অভিশপ্ত বিশ্বকাপ অভিযান, এবছরও পেয়েছে এবারের চ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়া, রানার্স-আপ সেই একই ম্যাচ দিয়ে বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করবে টিম নিউজিল্যান্ড, ভারত, পাকিস্তান, ইংল্যান্ড, বাংলাদেশ, ইন্ডিয়া। টি-২০ বিশ্বকাপে আরও একবার দেখা যাবে আফগানিস্তান, দক্ষিণ আফ্রিকা। এই আটটি দলকে বেছে ভারত-পাক মহারণ। শুক্রবার ২০২২ সালের টি-২০ নেওয়া হয়েছে আইসিসি ক্রমতালিকার ভিত্তিতে। বিশ্বকাপের পূর্ণাঙ্গ সূচি ঘোষণা করে দিল আইসিসি ।বিশ্ব সপার-১২ রাউন্ডে সরাসরি সুযোগ পাওয়া দলগুলিকে আবার দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে। সুপার-১২ রাউন্ডের আগামী ১৬ অক্টোবর শ্রীলঙ্কা-নামিবিয়া ম্যাচ দিয়ে শুরু গ্রুপ ওয়ানে আছে ইংল্যান্ড, নিউজিল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, হচ্ছে ২০২২ টি-২০ বিশ্বকাপ। সূপার-১২ রাউন্ভের প্রথম আফগানিস্তান এবং গ্রুপ পূর্ব থেকে উঠে আসা দুই দল। গ্রুপ-টুতে আছে ভারত, পাকিস্তান, দক্ষিণ আফ্রিকা, বাংলাদেশ এবং গ্রুপ পর্ব থেকে উঠে আসা দুটি দল। একনজরে ভারতের পুর্ণাঙ্গ সূচি: ভারত বনাম পাকিস্তান ২৩ অক্টোবর (মেলবোর্ন) ভারত বনাম গ্রুপ এ রানার্স আপ ২৭ অক্টোবর (সিডনি) ভারত বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা ৩০ অক্টোবর (পার্থ) হবে ৯ ও ১০ নভেম্বর সিডনি এবং মেলবোর্নে। ভারত বনাম বাংলাদেশে- ২ নভেম্বর (অ্যাডিলেড) মেলবোর্নেই আবার ১৩ নভেম্বর ফাইনাল আয়োজিত ভারত বনাম গ্রুপ বি বিজয়ী ৬ নভেম্বর (মেলবোর্ন)।

সাইনাকে অশালীন মন্তব্যের জের, এবার অভিনেতা সিদ্ধার্থকে তলব চেন্নাই পুলিশের

নেহওয়ালের উদ্দেশে অভব্য মন্তব্যের জন্য সোশ্যাল মিডিয়ায় নিঃ শর্ত ক্ষমা চেয়েছিলেন সিদ্ধার্থ। কিন্তু তাতেও কাটল না জটিলতা। এবার অশালীন মন্তব্যের জেরে তাঁকে তলব করল চেন্নাই পুলিশ। চেন্নাই পুলিশ কমিশনার শংকর জিওয়াল জানান, তাঁদের কাছে দক্ষিণের জনপ্রিয় অভিনেতা সিদ্ধার্থের

পৌঁছায়। অলিম্পিক পদকজয়ী ব্যাডমিন্টন তারকা সাইনার উদ্দেশে করা টুইটের জেরেই লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়েছে সিদ্ধার্থের বিরুদ্ধে। পুলিশ কমিশনার আরও জানান, প্রথম অভিযোগটি হয়েছিল হায়দরাবাদে। আর এবার মানহানির মামলা দায়ের হয়েছে অভিনেতার বিরুদ্ধে। তাঁকে ইতিমধ্যেই সমন

চেন্নাই, ২১ জানুয়ারি।। সাইনা বিরুদ্ধে দুটি অভিযোগ এসে পাঠানো হয়েছে। তবে অতিমারীর মধ্যে তিনি যদি সশরীরে উপস্থিত হতে না পারেন, সেক্ষেত্রে কীভাবে তাঁর বয়ান নেওয়া যাবে, তার পরিকল্পনা চলছে।সম্প্রতি ভারতীয় শাটলার সাইনা পাঞ্জাবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নিরাপতার গাফিলতির তীব্র নিন্দা করেন টুইটারে। লেখেন, 'যেখানে খোদ ●এরপর দুইয়ের পাতায়

সূর্য নমস্কার প্রকল্প রূপায়ণে যোগাসন স্পোটস

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জানুয়ারি ঃ স্বাধীনতার ৭৫-তম বর্ষপূর্তির অমৃত মহোৎসব উপলক্ষ্যে ৭৫ কোটি সূর্য নমস্কার প্রকল্পের উদ্যোগ নিয়েছে ন্যাশনাল যোগাসন স্পোর্টস ফেডারেশন। রাজ্যে এই প্রকল্প রূপায়ণে কাজ করছে যোগাসন স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন অফ ত্রিপুরা। রাজ্যের বিভিন্ন স্কুল, কলেজকে এর সাথে যুক্ত করা হয়েছে। এই



প্রকল্পে অংশগ্রহণের জন্য যোগাসন স্পোর্ট স অ্যাসোসিয়েশন অফ ত্রিপুরার

সচিব পঙ্কজ মজুমদার, সভাপতি সঞ্জিত নাহা-র সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে

উন্নয়নের নামে শুধু গল্পই বলা হচ্ছে শহরে টিসিএ-র ক্রিকেট মাঠ ক্রমশঃ কমছে

আগরতলা, ২১ জানুয়ারি ঃ কোটি টাকা খরচ করেও বাধারঘাট স্পোর্টস স্কুলের মাঠ একদিনের জন্য ক্রিকেটের কাজে পায়নি টিসিএ। লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে রানিরবাজার স্কুল মাঠে ক্রিকেট শুরু হলেও বর্তমান সময়ে ওই মাঠ ক্রিকেটহীন। এয়ারপোর্ট সংলগ্ন আম্বেদকর স্কুল মাঠে এতদিন জুনিয়র ক্রিকেট হলেও এখন নাকি সেই মাঠে আর ক্রিকেট হয় না। অর্থাৎ টিসিএ-র বর্তমান কমিটির ২৮ মাসে রাজ্য ক্রিকেটে বেশ কিছু ভালো ক্রিকেট মাঠ হারিয়েছে। বিশেষ করে রাজধানী আগরতলায়। যেখানে আগরতলায় ছোট-বড় মিলিয়ে টিসিএ-র হাতে ৭-৮ খানা মাঠ ছিল বৰ্তমান কমিটি ক্ষমতায় এসে সেই মাঠের সংখ্যা কমিয়ে আপাতত ৪-এ নিয়ে এসেছে। আপাতত আগরতলায় টিসিএ-র অধীনে এমবিবি, পিটিএজি, নিপকো এবং পঞ্চায়েত মাঠ। অর্থাৎ টিসিএ-র বর্তমান কমিটি ক্রিকেট পরিকাঠামো

প্রকার আষাঢ়ে গল্প বলেই ক্রিকেট মহলের দাবি। পরিসংখ্যান বলছে, টিসিএ-র বর্তমান কমিটির আমলে শুধু যে ক্রিকেট ম্যাচ, ক্রিকেট আসর ব্যাপকভাবে কমে গেছে তা নয়, মাঠের সংখ্যাও কমেছে। যার বড় উদাহরণ রানিরবাজার, আম্বেদকর মাঠ ইত্যাদি। জানা গেছে, শুধু আগরতলা নয়, বিভিন্ন মহকুমাতেও নাকি অনেক ক্রিকেট মাঠ আজ ক্রিকেটহীন বা ক্রিকেট খেলার জন্য উপযুক্ত নয়।এক্ষেত্রে সরাসরি অভিযোগ টিসিএ-র দিকে। অভিযোগ, টিসিএ-র বর্তমান কমিটি ক্রিকেটের জন্য মোটেই সময় দেয়নি। তবে নরসিংগড় স্টেডিয়ামের জন্য নাকি প্রতি বছর কোটি কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। এখন নাকি অন্য খেলা চলছে। নানা গুঞ্জন রয়েছে এই নরসিংগড় স্টেডিয়ামের বাজেট বৃদ্ধি নিয়ে। জানা গেছে, টিসিএ-র বর্তমান কমিটির আমলের ক্রিকেট অ্যাকাডেমির (প্রস্তাবিত) বাজেট

বাজেট ৫০ কোটি হয়েছে। অর্থাৎ সেখানে নাকি টাকা খরচ চলছে। ক্রিকেট অ্যাকাডেমির (প্রস্তাবিত) চেয়ে বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে নরসিংগড় স্টেডিয়াম। এখানে কাদের কাদের কি স্বার্থ কাজ করছে তা অবশ্য কান পাতলেই শোনা যায়। তবে ঘটনা হচ্ছে, ২৮ মাসে টিসিএ-র বর্তমান কমিটি আগরতলায় নতুন কোন ক্রিকেট মাঠ তৈরি তো দুরের কথা, বরং এতদিন যেসব মাঠে ক্রিকেট হতো বৰ্তমান সময়ে সেই সমস্ত মাঠ টিসিএ-র হাতছাড়া বা সেখানে ক্রিকেট হয় না। জানা গেছে, পঞ্চায়েত মাঠে এখন টেনিস ক্রিকেট শুরু হচেছ। পুলিশ অ্যাকাডেমি মাঠ এখন ফাঁকা। নিপকো মাঠে এখন ক্রিকেট নেই। এমবিবি মাঠেও তাই। অর্থাৎ টিসিএ-র বর্তমান কমিটি ২৮ মাসে ক্রিকেটের কোন উন্নয়ন তো দুরের কথা, এতদিন যে সমস্ত মাঠে ক্রিকেট হতো সেই সমস্ত মাঠ পর্যন্ত ক্রিকেটহীন করে দিয়েছে। তবে শোনা যাচেছ, যেখানে ক্রিকেট হয়তো হবে না বা যেখানে

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, উন্নয়নের যে কথা বলছে তা এক স্টেডিয়ামের নাকি ২৫ কোটি ক্রিকেটের তেমন চর্চা নেই

যেখানে টিসিএ-র সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন ছিল একটা ক্রিকেট অ্যাকাডেমির, যেখানে প্রয়োজন ছিল নতুন মাঠ তৈরি করা সেখানে টিসিএ-র বর্তমান কমিটি ২৮ মাস কাটিয়ে দিল অন্য সব কাজে। ৭-৮ মাস পর টিসিএ-র বৰ্তমান কমিটি বিদায় নেবে। তবে অভিযোগ, এই কমিটি শুধু যে ক্রিকেটের বারোটা বাজিয়ে গেছে তা নয়, ক্রিকেট পরিকাঠামোও নষ্ট করে দিয়ে যাচেছ। তবে রাজনীতির লোকদের কাছ থেকে ভালো কিছু প্রত্যাশা করা উচিত নয় বলেই ক্রিকেট মহলের দাবি। অবশ্য টিসিএ-র বর্তমান কমিটির ২৮ মাস শুধু যে ক্রিকেটের ক্ষতি করেছে তা নয়, ক্রিকেটারদের প্রচন্ড ক্ষতি করেছে। রাজ্যের ক্রিকেট মহল তাই চাইছে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব টিসিএ-র বর্তমান কমিটি যেন বিদায় নেয়। তাদের অপেক্ষা নতুন একটা ভালো ক্রিকেটমুখী কমিটির।

বার্টি শুক্রবার এক ঘণ্টার সামান্য বেশি সময়ে উড়িয়ে দিয়েছেন ক্যামিলা জিয়োর্জিকে। রড লেভার এরিনায় বার্টি জিতেছেন ৬-২, ৬-৩ গেমে। অনেকেই আশা করছেন, ৪৪ বছর পর অস্ট্রেলিয়ান ওপেন জিততে পারেন সে দেশেরই কোনও খেলোয়াড়। গত বছরের উইম্বলডন বেরে ত্তিনি।

জয়ী ম্যাচের পর বলেছেন, "খুব সহজ ভাবেই ম্যাচটা জিতলাম। আজ প্রতিবাদী কলম ক্রীডা প্রতিনিধি, নিজের সার্ভিসের উপর বেশি করে নজর দিয়েছিলাম। ছন্দ ধরে রাখতে পেরেছি, গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত কাজে লাগাতে পেরেই জিতেছি।"পুরুষ সিঙ্গলসে চতুর্থ রাউন্ডে পৌঁছলেন আলেকজান্ডার জেরেভ এবং মাতেয়ো বেরেন্তিনি। বিশ্বের তিন নম্বর খেলোয়াড় জেরেভ ৬-৩, ৬-৪, ৬-৪ গেমে হারান রোমানিয়ার যোগ্যতা অর্জনকারী খেলোয়াড রাদু আলবটকে। অন্য দিকে, স্পেনের তারকা কালেসি আলকারাজকে ৬-২, ৭-৬, ৪-৬, ২-৬, ৭-৬ গেমে হারিয়েছেন অনেকেই

আগরতলা, ২১ জানুয়ারি ঃ করোনার দ্রুত বিস্তারের পরিপ্রেক্ষিতে আপাতত রাজ্যের সমস্ত সুইমিংপুল বন্ধ করে দিলো রাজ্য প্রশাসন। আপাতত এই সিদ্ধান্ত আগামী ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত। এদিকে, রাজ্যে খেলাধুলা বন্ধ না হলেও মাঠে বা জিমন্যাসিয়ামে উপস্থিতির উপর নিয়ন্ত্রণ ঘোষণা করা হয়েছে। জানানো হয়েছে, আগামী ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত জিমন্যাসিয়াম, খেলার মাঠ, স্টেডিয়াম এবং স্পোর্টস কমপ্লেক্সে এক-তৃতীয়াংশ উপস্থিতি নিয়ে খেলাধুলার

উঠছে, উমাকান্ত মাঠে টিএফএ-র ফু টবল এনএসআব সিসি - তে জিমন্যাসিয়াম ও ইন্ডোরে প্রশিক্ষণ নিয়ে। উমাকান্ত মাঠে বড় ম্যাচ হলে যথেষ্ট দর্শক সমাগম হয়। শুধু তাই নয়, দেখা গেছে বড় ম্যাচে মাঠে কোন সামাজিক দূরত্ব যেমন মানা হয় না তেমনি মাঠে দর্শকদের বড় অংশ মুখে মাস্ক রাখেন না। এক্ষেত্রে ফুটবল মহলের আশঙ্কা, উমাকান্ত মাঠে বড় ম্যাচে করোনার বিস্তার হতে বাধ্য। সুতরাং রাজ্য

জিমন্যাসিয়াম ও ইভোরে ●এরপর দুইয়ের পাতায়

আয়োজন হতে পারবে। এদিকে, কমিয়ে দেওয়া হলেও নরসিংগড় বলে মনে করছেন। স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক ও সম্পাদক অনল রায় টৌধুরী কর্তৃক চৌধুরী ভবন, হরিগঙ্গা বসাক রোড, মোলারমাঠ, আগরতলা, বিপুরা - ৭৯৯০০১ থেকে প্রকাশিত এবং প্রতিবাদী কলম প্রিন্টার্স, চৌধুরী ভবন, মেলারমাঠ, বরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা, (৭৯৯০০১) পশ্চিম ত্রিপুরা থেকে মুদ্রিত। ফোন ঃ (০৩৮১) ২৩৮-০৪৮৫ / ৭০৮৫৯১৭৮৫১

আলকারাজকে ভবিষ্যতের তারকা



আগুনে ছাই পত্রিকা বিতরকের ঘর

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জানুয়ারি ।। আগুনে পুড়লো পত্রিকা বিতরকের ভাড়া ঘর। এই ঘটনা উজান অভয়নগর এলাকায়। আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে পত্রিকা বিতরক রাজ বর্ধনের ঘরটি। উজান অভয়নগরে হিন্দি স্কলের পেছনেই রাজ বর্ধনের ভাড়া ঘর। সন্ধ্যার পর রাজু বাড়িতে ছিলেন না। ঘরে তার স্ত্রী এবং শিশুসন্তান ছিল।জানা গেছে. ঘরের গ্যাসের সিলিন্ডার লিক হয়ে আগুন ছডিয়ে পডে। দ্রুত আগুন ছড়িয়ে পড়তেই রাজুর স্ত্রী সাহায্যের জন্য সন্তানকে নিয়ে পাশের বাডিতে ছুটে যান। খবর দেওয়া হয় দমকলে। কিন্তু সরু রাস্তা দিয়ে দমকলের ইঞ্জিন পৌছতে গিয়ে বেশ কিছু সময় নিয়ে নেয়। এর আগেই আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যায় রাজু বর্ধনের



রাজু। এই ঘটনা ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে। অভিযোগ,

যাওয়া বিধায়ক রেবতী মোহন দাস।

পুলিশের উপর ভরসা হারিয়ে

ফেলেছেন শাসকদলের বিধায়ক,

কাউন্সিলার এবং দলের নেতারা।

নিজেরাই এখন পুলিশকে না

জানিয়ে নেশার বিরুদ্ধে অভিযানে

নেতারা। সন্ধ্যার পর এই অভিযান

ভাড়া ঘরটি। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন এমনিতেই সরু। এরপর রাস্তার কারণে দমকলের ইঞ্জিনটি দ্রুত পাশে সব সময় গাডি দাঁড করানো থাকে। অনেকের বাডির বাউন্ডারি হিন্দি স্কুলের পাশের গলির রাস্তাটি চলে এসেছে রাস্তার উপর। যে

ঢুকতে পারেনি। এলাকাবাসীদের দাবি সরকারি রাস্তা দ্রুত বেদখলমুক্ত করতে হবে।

দেখা দিয়েছে। করোনার নাইট কারফিউতে কি ধরনের নিরাপত্তা চলছে শহরে এই ঘটনায় পরিষ্কার। কয়েকদিন আগেই আগরতলা পুরনিগমের মেয়র হিসেবে শপথ নিয়েছিলেন দীপক মজুমদার। শঙ্কর চৌমুহনিতে মেয়রের একটি আলাদা চেম্বার রয়েছে।এই চেম্বারেই চুরির ঘটনা শুক্রবার সকালে প্রকাশ্যে আসে। চোরেরা কিছু মূল্যবান

নিরাপত্তাহীন

মেয়রের

অফিস

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি.

আগরতলা, ২১ জানুয়ারি ।।

স্মার্টসিটিতে নিরাপত্তাহীন হয়ে

পডেছেন মেয়রের অফিসও।

চোরচক্র মেয়রের অফিসে হানা

দিয়ে বেশ কিছু সামগ্রী চুরি করে

নিয়ে গেছে। এই ঘটনায় শহরের

নিরাপত্তা নিয়ে আবারও বড প্রশ্ন

কাগজ চুরি করেছে বলে জানা

গেছে। খবর পেয়ে সকালে ছুটে যান

এরপর দুইয়ের পাতায়

আগরতলা, ২১ জানুয়ারি ।। শহরে রহস্যজনক মৃত্যু এক ব্যক্তির। এই ঘটনায় পুলিশ এখন পর্যন্ত মৃতের নাম-পরিচয় জানাতে পারেনি। বটতলা এলাকায় এই ব্যক্তিকে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন পথচলতি লোকজন। তারা গিয়ে খবর দেয়ে পুলিশ এবং দমকলে। সংজ্ঞাহীন ব্যক্তিকে উদ্ধার করে আইজিএম হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে নেওয়ার পরই কিছুক্ষণ পর চিকিৎসকরা ওই ব্যক্তিকে মৃত বলে ঘোষণা করে। এরপর মৃতদেহটি পাঠিয়ে দেওয়া হয় জিবিপি হাসপাতালের মর্গে। শুক্রবার বিকাল পর্যন্ত মৃত ব্যক্তি শনাক্ত করতে এগিয়ে আসেনি কেউ। এই ঘটনার তদন্ত করছে এডিনগর থানার পুলিশ। তবে মৃত্যু নিয়ে এখন পর্যন্ত পুলিশের কোনও বক্তব্য নেই। প্রসঙ্গতে, বটতলা এলাকায় আগেও মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। তবে প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই পুলিশ অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা নিয়ে ফাইল চাপা দিয়ে দেন। এই ক্ষেত্রেও ঠিক এমনটাই করা হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। পুলিশ অবশ্য দাবি করছে, ময়নাতদন্তের রাজ্যে ঢোকানো হচ্ছে। নারী পাচারে রিপোর্ট এলে পরিষ্কার হবে এটা যক্ত হয়ে পডেছেন কলমচৌডা খুন না অন্য কিছু।

প্রকৃত হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করুন

NATIONAL INSTITUTE

OF HOMEOPATHY

এর ডাক্তারের কাছে

21-25 January 2022

+91 - 9206190329

Shivdata Homoeo Centre 36, Office Lane

♦ ***** G *****

কৌলকাতার

সুদীপ অনুগামীর বাবা'র উপর প্রাণঘাতী হামলা প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কমলাসাগর, ২১ জানুয়ারি।।

বেশ কিছুদিন ধরে বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণ বিজেপি'র শাসিত সরকারের ভূমিকা নিয়ে বারবার সমালোচনা করছেন। আগে থেকেই স্বদলীয়দের মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছেন তিনি। দল তার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি ঠিকই কিন্তু সুদীপ অনুগামীরা বিভিন্ন জায়গায় এখন আক্রমণের মখে পডছেন। অনগামীদের পরিবারের সদস্যরাও রক্তচক্ষুর শিকার। পরিস্থিতি এমন এক জায়গায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে যে, এক সুদীপ অনুগামীর মা-বাবা'র উপর অতর্কিতভাবে আক্রমণ চালায় দুষ্কৃতিরা। সেই ঘটনায় সুদীপ অনুগামীর বৃদ্ধ বাবা রক্তাক্ত হন। বৃহস্পতিবার রাতে কমলাসাগরের মধুপুর হাসপাতাল সংলগ্ন এলাকায় এই ঘটনা। হামলায় রক্তাক্ত অনুষ্ঠান সেরে বাড়ি ফিরছিলেন। তখনই দুষ্কৃতিরা তাদের সঠিক সময়ে এগিয়ে



বাপন দাসের বাবা নিতাই দাস হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। উপর আক্রমণ করে। ধারণা করা হচ্ছে, দম্বতিরা হয়তো এদিকে ঘটনার পর কমলাসাগরের মন্ডল সভাপতি এই তেবেছিল সেখানে বাপনও আছে। কিন্তু বাপন ওই সময় ঘটনার নিন্দা করেছেন। তারা অভিযুক্তদের শাস্তির দাবি সেখানে ছিলেন না। হামলাকারীদের মধ্যে জনৈক পাপাই করেন। একইভাবে এলাকার বিধায়ক নারায়ণ চৌধুরীও বণিকের নাম সবার মুখেই শোনা যাচ্ছে। পাপাইও অভিযুক্তদের শাস্তির দাবি জানান। তার বক্তব্য, রাজ্যে এলাকায় বিজেপি কর্মী হিসেবেই পরিচিত। তাই অরাজকতার সৃষ্টি হয়েছে। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, অভিযোগ উঠছে স্বদলীয়দের হাতেই রক্তাক্ত হয়েছেন কমলাসাগর বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি কর্মী তথা সুদীপ বিজেপি কর্মীর বাবা। তাকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত অনুগামী বাপন দাসের বাবা এবং মা ওই রাতে ধর্মীয় করা হয়। বাপন দাসের কথা অনুযায়ী যদি এলাকাবাসী

পুলিশের উপর আস্থা ঘিরে রহস্য প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২১ জানুয়ারি ।। জমি দস্যুদের আক্রমণ থেকে রেহাই পাচ্ছেন না বাড়ির মহিলারাও। শাসকদলের 'টেগমার্ক' ঝুলিয়ে জমি হাতিয়ে

মহিলার জমি

দখল নিতে

মারধর



নামছেন। এমনই গুঞ্জন তৈরি হয়েছে শহরে। শুক্রবার বিধায়ক নেওয়ার চক্রে জডিয়ে পডেছে বেশ রেবতী মোহন দাসের নেতৃত্বে মদ কয়েকজন মাফিয়া। তারা জমি দখল বিরোধী অভিযান চালানো হয় করতে বাড়িঘরে ঢুকে মহিলাদের পুরনিগমের ২৭নং ওয়ার্ডের উপরও হাত তুলছে। এই ধরনের শান্তিপাড়া এলাকায়। মদ উদ্ধার না ঘটনা সামনে এসেছে উদয়পুরের হলেও বিধায়ক রেবতী মোহন দাস ধবজনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের দলবল নিয়ে নেশা উদ্ধারের জন্য গোয়ালগাঁও এলাকায়। আক্রান্ত ৫ বাড়ি যান। অভিযানে তাদের মহিলা থানায় গিয়ে অভিযোগও দাবি, রামু, সুদাম এবং শঙ্কর-সহ ৫ করেছেন। কিন্তু পুলিশ অভিযুক্তদের জনের বাড়িতে নেশা দ্রব্য বিক্রি করা বিরুদ্ধে এখনও পর্যন্ত কোনও হয়। এছাড়া ক্লাবের কাছে কাঁঠাল ব্যবস্থা নেয়নি। মহিলা বারবার গাছের নিজেও মদ বিক্রি হয়। থানায় গেলেও বিচার পাচ্ছেন না এলাকা ভাগ করে মদ বিক্রি করা বলে জানা গেছে। এই মহিলার নাম হয়। এভাবে বহুদিন ধরেই চলছে সঞ্জুয়ারা বেগম। তার বাড়ি ভাঙচুর নেশা বিক্রি। এই কারণেই করেছে কয়েকজন জমি দস্য। অভিযানে নেমেছেন খোদ বিধায়ক। সঞ্জুয়ারাকেও শারীরিকভাবে নিগ্রহ তার সঙ্গে ছিলেন কাউন্সিলার সভাষ করা হয়। তিনি জানিয়েছেন, ভৌমিক-সহ মণ্ডলের অন্যান্য

এরপর দুইয়ের পাতায়

২৩শে ভোট, ২২শে

ঘুম ভাঙলো প্রশাসনের

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২১ জানুয়ারি।। সারা রাজ্যেই

অবৈধভাবে চলছে বহু প্যাকেজড ড্রিঙ্কিং ওয়াটার ইউনিট। আগরতলার

পর উদয়পুরে শুক্রবার বেশ কয়েকটি ইউনিটে হানা দেন স্বাস্থ্য এবং খাদ্য

দফতরের আধিকারিকরা। তাদের হানাদারিতে দেখা যায় দুটি ইউনিট সম্পূর্ণ

অবৈধভাবে চলছে। দুটি ইউনিটই বন্ধ করে দেন আধিকারিকরা। এদিন

নিউ টাউন রোড, ছনবন, ধ্বজনগর, লোকনাথ আশ্রম এলাকায় বেশ

কয়েকটি ইউনিটে হানা দেন আধিকারিকরা।জানা গেছে, অধিকাংশ ইউনিটই

চলছে বৈধ নথিপত্র ছাড়া। এদিনের অভিযানকারী দলে ছিলেন গোমতী জেলা

মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা. নিরু মোহন জমাতিয়া, মহকুমা স্বাস্থ্য আধিকারিক

ডা. নূপুর দেববর্মা এবং এফএসএসএআই'র ডেপুটি কমিশনারডা. অনুরাধা

মজুমদার, নির্মূলেন্দু দত্ত, তাপস মজুমদার-সহ অন্যান্যরা। প্রশ্ন উঠছে, এতদিন

ধরে সেই সব ইউনিটগুলি কিভাবে চলছে? প্রশাসন ওইসব সংস্থার বিরুদ্ধে

আদৌ কোন কড়া ব্যবস্থা গ্রহণ করবে কিনা? যেখানেই এ ধরনের ইউনিটের

হদিশ মিলছে, প্রশাসনিক কর্তারা তৎক্ষণাৎ কাজ বন্ধ রাখার নির্দেশ দিচ্ছেন।

কিন্তু প্রশ্ন উঠছে, এতদিন বেআইনিভাবে চলা ইউনিট কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে

কেন ব্যবস্থা নেওয়া হবে না ? যেহেতু, এই ধরনের ইউনিটগুলি থেকে প্রতিদিন

হাজার হাজার লিটার পানীয় জল বিক্রি হয়েছে এবং সেই জল পান করেছে

অসংখ্য মানুষ। যদি সেই জল পান করার ফলে মানুষের শারীরিক সমস্যা

হয়ে থাকে, তাহলে এর দায়ভার কে নেবেন ? জানা গেছে, সম্প্রতি উচ্চ

আদালতের নির্দেশ পেয়ে স্বাস্থ্য দফতর এবং খাদ্য দফতর কর্তাদের ঘুম

ভেঙেছে। যদি উচ্চ আদালতের নির্দেশ জারি না হতো তাহলে হয়তো

এভাবেই অবৈধভাবে চলতে থাকতো সেই সব ইউনিটগুলো।

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, হয়। রেবতী মোহন দাস নিজেও আসে না। শেষ পর্যন্ত পুলিশের আগরতলা, ২১ জানুয়ারি ।। জানান, নেশার বিরুদ্ধে এলাকার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পুলিশের উপর বিশ্বাস মহিলাদের সাহায্যে এই অভিযান হারালেন সদ্য অধ্যক্ষ পদ থেকে বাদ

উপর আস্থা হারিয়েই সদ্য অধ্যক্ষ পদ থেকে প্রাক্তন হয়ে যাওয়া করা হয়েছে। এখনও পর্যন্ত নেশা রেবতী মোহন দাসের নেতৃত্বে স্থানীয় মহিলারা নেশা বিরোধী সামগ্রী উদ্ধার হয়নি। অভিযানের কথা টের পেয়ে আগেই পালিয়ে অভিযানে নামেন। অভিযানে দেখা গেছে নেশা কারবারিরা। এদের মিলেনি পুলিশের। অর্থাৎ পুলিশের



মধ্যে অভিযক্ত রামকে বাডির কাছে পেয়ে যান অভিযানের টিম। রামু জানান. তিনি আগে মদ বিক্রি করতেন। কিন্তু এখন আর এই নেশা বিক্রির সঙ্গে যুক্ত নন। এলাকার এক যুবক জানিয়েছেন, আমরা আগেও এই নেশা নিয়ে কলেজটিলা পুলিশ ফাঁডি এবং মহারাজগঞ্জ ফাঁডিতে অভিযান জানিয়ে ছিলাম। কিন্তু পুলিশ এক-দু'বার এসে আর আসেন না। আরও একজনের অভিযোগ, মাসে নেশা কারবারিদের থেকে টাকা পেয়ে যায় ওসি। যে কারণে আর অভিযান করতে তারা

বিক্ৰয় এখানে পুরাতন ইট, দরজা

জানালা, কাঠ, টিন, রাবিশ চিপস্ বিক্রয় হয়।

শিবশক্তি কেরিং সেন্টার 8413987741 9051811933

বিঃ দ্রঃ- এখানে পুরাতন বিল্ডিং ক্রয় করে ভেঙে নিয়ে যাওয়া হয়

বিধায়ক নিজেই আইনের শাসন शारा जूराल निरिय़ राष्ट्रन वराल অভিযোগ উঠেছে।

উপর বিশ্বাস হারিয়ে বিজোপর

সোনার বাজার দর

১০ গ্রাম ঃ ৪৮,৬০০ ভরিঃ ৫৬,৭০০

Polytechnic Entrance

অভিজ্ঞ Engineer দার 100% Success guarantee সহকারে Tripura Diploma Engineering Entrance Exam এর জন্য বিষয়ভিত্তিক কোচিং দেওয়া হবে। Online কোচিং নেওয়ারও ব্যবস্থা রয়েছে।

Melarmath, Agt. Ask - 9089101390 9862231641

া পাচার করছে ইকর

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বক্সনগর, ২১ জানুয়ারি ।। সীমান্ত টপকে রাজ্যে প্রবেশ করছে পাচারকারীরা। এমনকী অনুপ্রবেশ করছেন রোহিঙ্গা শরণার্থীরাও। এই ঘটনায় অভিযোগ উঠছে বিএসএফ'র দায়িত্ব নিয়েও। অভিযোগ, পুটিয়া সীমান্ত দিয়ে প্রতিনিয়ত পাচারকারীরা রাজ্যে আসা-যাওয়া করছে। এই সীমান্তের প্রায় ৯০ শতাংশ এলাকা কাঁটাতারের বেডা পড়েছে। কিন্তু এখনও ১০ শতাংশ জায়গা কাঁটাতারের বেড়া হওয়া বাকি। এই জায়গা দিয়েই রাতের অন্ধকারে প্রত্যেকদিন চলছে নেশা দ্রব্য পাচার। দুই দেশের দালালরা মিলে প্রত্যেকদিন পাচারকারীদের এপার থেকে ওপার পৌছে দিচ্ছে। একই সঙ্গে রোহিঙ্গা শরণার্থীরাও রাজ্যে ঢুকছে। করোনা অতিমারিতে সীমান্ত এলাকায় কড়া পাহারা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। অথচ পটিয়া সীমান্তে রাতে এই ধরনের কড়া পাহারা হয় না। আরও অভিযোগ, এই সীমান্ত দিয়ে নারী পাচারও বাড়ছে। রোহিঙ্গা শরণার্থী শিবির থেকে নারীদের এই পথ দিয়ে

DR. SAMIT GHOSH

PERIPHERAL OPI

NATIONAL INSTITUTE OF HOMEOPATHY



থানা এলাকার কখ্যাত ইকরাম। রোহিঙ্গা শরণার্থী শিবির থেকে ইকরাম। বাংলাদেশের চট্টগ্রাম তরুণীকে ইকরাম ভারতে নিয়ে আসে। পুটিয়া সীমান্ত দিয়ে ওই তরুণীকে রাজ্যের বাইরে নিয়ে

তরুণীকে উত্তরপ্রদেশে নিয়ে গেছে নারীদের পাচারের দায়িত্বে রয়েছে ইকরাম। ইকরাম স্থানীয়দের বলে থাকে ওই মেয়েটি তার খালাতো জেলায় রোহিঙ্গা শরণার্থীদের থাকার বোন। আবার কাউকে দ্বিতীয় স্ত্রীও জন্য শিবির করে দিয়েছে ওই বলেছে। কিন্তু ওই মেয়েটি দেশের সরকার। কিন্তু সম্প্রতি ওই ইকরামের বাড়িতে প্রায়ই শিবির থেকেই ১৮ বছরের এক আসা-যাওয়া করে। আবার তাকে রাজ্যের বাইরেও পাঠানো হয় কয়েকদিন আগেই ওই মেয়েটিকে এরপর দুইয়ের পাতায়

বাডি নিৰ্মাণ

আপনি কি একটি সুন্দর বাড়ি বানাবেন ভাবছেন ? তাহলে আর দেরি না করে যোগাযোগ করেন J.D. Construction -এর সাথে। এখানে সুদক্ষ Civil Engineer এবং অভিজ্ঞ মিস্ত্রির পরিচালনায় আপনার স্বপ্নের বাড়ি নির্মাণ করার দায়িত্ব আমাদের।

যোগাযোগ ঃ J.D. Construction (Office Address) Dhaleswar, Jail Road, Agt., Ph: 9366039981

ALL TRIPURA CONTRACTORS ASSOCIATION

Regd. No: 324

Registered under Indian Trade Union Act 1926 Head Office:

Aitorma Sentrum, 4th Floor Sakuntala Road, Agartala-799001 West Tripura. Dated: 21-01-2022

Notice

An emergent meeting will be held at the office of All Tripura Contractor Association at Aitorma, Building premises, 4th floor Sakuntala Road, Agartala on 22.01.2022 at 3 PM to discuss matters related to GST.

All the members of this association is cordially requested to attend this office on the date & time mentioned above. Agenda:-

1. Discussion on GST problems created by the CGST officials Stationed at Agartala & find out the way how to solve these problems created by them.

All Tripura Contractor Association

Sd/-Illegible (Sudhindra Saha) Chairman Adhoc Committee.

VACANCY

A Reputed Earthmoving & Construction Company Requires Technician

ITI (Automobile, Mech diesel Mechanic motor vehicle

or having service related knowledge in any Automobile field. Sales Executive

Any Degree/ diploma Having Experience of 3-5 Yrs

In any Automobile Field. Interested candidate please send in their CV to : aftercare.dasconstruction@gmail.com

(M) 7085659311

ব্যাস এখন আর দুঃখ নয়

সমস্যা ১০০ শতাংশ অতিসত্বর সমাধান পাবেন আমাদের কাছে।

মিয়া সুফি খান

সন্তানের চিন্তা, ঋণ মক্তি, বান মারা, আইন আদালত এই সব রকমের সমস্যার তফার্নি সমাধান পাবেন আমাদের কাজের দ্বারা

যদি কারো স্ত্রী বা স্বামী, প্রেমিক বা প্রেমিকা, সস্তান অথবা মনের কাছের কোন ব্যক্তি অন কারোর বশে হয়ে থাকে তাহলে অতিসত্বর আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন।

— আপনি কি কষ্টে আছেন কেন যেহেতু সকল সমস্যারই রয়েছে সমাধা

যেমন চাকরি, গৃহ অশান্তি, প্রেম, বিবাহ, কালো জাদু, সতীন এর যন্ত্রণা অথবা শত্রুদমন

তন্ত্র মন্ত্র বশীকরণ এবং অস্ত্র-এর স্পেশালিস্ট মিয়া সুফি খান। সত্যের একটি নাম।

মোবাইল ঃ 8798144508 / 8798144507 ঠিকানা- ভোলাগিরি, আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা (নিয়ার শনি মন্দির)

Free সেবা 3 ঘণ্টায় 100% গ্যারান্টিতে সমাধান প্রেমে বাধা, ব্যবসায় ক্ষতি, গৃহ কলহ, স্বামী-স্ত্রী বিরোধ, বিবাহে বাধা, সতীন ও শক্র থেকেপরিত্রাণ, গড়াধন, কর্মে বাধা, গুপ্তবিদ্যা কালাজাদু, মুঠকরণী, জাদুটোনা, বশীকরণ স্পেশালিস্ট। घत् वस्र A to Z अध्यक्षति अधीर्धान যদি কারও স্বামী, প্রেমী অথবা মেয়ে কারও বশীভূত হয় তাহলে একবার অবশ্যই ফোন করুন আর ঘরে বসেই দ্রুত সমাধান পান Contact 9667700474 বিশেষ দ্রস্ভব্য প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের কোনও দায় এই পত্রিকা অথবা তার সাথে সংশ্লিষ্ট কারও নয়। বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু একান্তই বিজ্ঞাপনদাতার, সেসবের

ञ्चल रेट्यां अत्रन छालिख

সত্যতার সম্পূর্ণ দায়িত্ব বিজ্ঞাপনদাতার, পত্রিকার কোনও ভূমিকা সেখানে নেই। যেকোনও বিজ্ঞাপনের ব্যাখ্যা, ইত্যাদির জন্য সেই বিজ্ঞাপনে দেওয়া উপায়েই যোগাযোগ করতে হবে, যোগাযোগের উপায় বের করে দেওয়া পত্রিকার দায়িত্ব নয়।

